** সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

ESTD. 1878 REGD. NO. C 10.

৫০ বর্ষ, ১৯৭ সংখ্যা

সোমবার, ১০ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৫ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক) Monday, Sept. 27, 1971

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

লক্ষ্মীনারায়ণ
* গুঁড়া মশলা *
লক্ষ্মীনারায়ণ ভাণ্ডার, ২৩৪/সি২, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলি-৭

পূজোয় নূতন সাড়ী
মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এণ্ড সন্স
কলেজ ষ্ট্রীট জংসন
কলিকাতা

এশীয় দেশগুলির সম্মেলনের প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপটেম্বর—বাংলাদেশ সমস্যা পর্যালোচনার জন্য এশীয় দেশগুলির একটি সম্মেলন ডাকা হোক। আজ এখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বৈপ্লবিক মতবাদ ও বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনাচক্রে ওই প্রস্তাব নেওয়া হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ভারত উপমহাদেশে শান্তি বিঘ্নকারী বাংলাদেশ সমস্যা আলোচনার জন্য চীন, জাপান সহ এশিয়ার সমস্ত দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত।

অপর এক প্রস্তাবে অবিলম্বে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দান এবং বিনাশর্তে বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি দাবি করা হয়েছে।

পাকিস্তানের পংগু সামরিক শাসনকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে যেসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পাক সরকারকে সামরিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে চলেছে আলোচনাচক্রে তাদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয়।

আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণ করেন লোকসভার ডেপুটি স্পীকার শ্রী জি এস ঢোল্লেন, ক্যাপটেন ভলোয়ার, জনসংঘ নেতা শ্রীবলরাজ মধোক, শ্রী এম এল সোন্ধি এবং সামরিক বিশেষজ্ঞ মহারাজ কে চোপরা। —ইউ এন আই

নমপেনে ২ জন আমেরিকান নিহত

নমপেন, ২৬ সেপটেম্বর—আজ এখানে মারকিন দূতাবাসের কাছে বেসবল খেলার মাঠে কমিউনিসট গেরিলাদের আক্রমণে ২ জন মারকিন দূতাবাস কর্মী নিহত হন।

আক্রমণকারীরা পালিয়েছে বলে মারকিন দূতাবাসের জনৈক মুখপাত্র জানান। —এ এফ পি

বাংলাদেশ নামক বাস্তব ব্যাপারটির দিকে দৃষ্টি দিন

রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশে আহ্বান

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৬ সেপটেম্বর—"আপনারা নিয়মকানুন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে আটকে থাকবেন না। সত্য, ন্যায় ও মানবতার স্বার্থে আপনারা বাংলাদেশ নামক বাস্তব ব্যাপারটির দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাকে স্বীকৃতি দিন।"—আজ এখানে এখানকার বাংলাদেশ মিশনের প্রধান শ্রীআবু সয়ীদ চৌধুরী রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য দেশগুলির প্রতি এই আবেদন জানান।

পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক শ্রীচৌধুরী একদা ঢাকা হাইকোরটের বিচারপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। পাকিস্তানী ফৌজ কর্তৃক ওই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস এবং সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের উপর পাকিস্তানীদের কশাইগিরি ও পাশবিকতার পর তিনি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেন। এখন তিনি এখানকার বাংলাদেশ মিশনের প্রধান। ওই মিশনে আছেন মোট চৌদ্দজন। তাঁদের মধ্যে আছেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী ও সরকারী অফিসার।

শ্রীচৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমরা মরীয়া হয়ে লড়ছি। আমরা জিতবই। দখলদার শেষ পাকিস্তানী সৈন্যটিকে বঙ্গোপসাগরের জলে ছুঁড়ে ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেব না। মুজিবকে তিনি "বাংলাদেশ জাতির জনক" বলে অভিহিত করেন।

বেচারী মীরজাফররা। পাকিস্তানীরা তাদের রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিনিধিদলে বাংলাদেশের কয়েকজনকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। শ্রী চৌধুরী বলেন যে, শেষোক্তরা হচ্ছে এক একটি মীরজাফর। (রাষ্ট্রপুঞ্জ লবিতেও তাদের উল্লেখ করা হচ্ছে কুইসলিং বলে।) তবে শ্রী চৌধুরী তাদের সম্পর্কে করুণা প্রকাশ করে বলেন যে, তারা করবেই বা কী? তাদের পরিবারবর্গকে দেশে ফৌজী পাহারায় রাখা হয়েছে। এখানে তাদের উপর পাকিস্তানীরা অষ্টপ্রহর নজর রাখছে। মালিক ইয়াহিয়ার শেখানো বুলি না আওড়ালে তাদের এবং তাদের পরিবারবর্গের গরদান যাবে।

শ্রী চৌধুরী বলেন যে, মীরজাফররা স্বাধীনতা ঠেকিয়ে রাখতে পারে না! হিটলারের তাঁবেদারদের কী হয়েছিল, সবাই জানে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ইয়াহিয়ার তাঁবেদাররাও একই ভাগ্য নিয়ে এসেছে।

স্বর্ণ সিং-থানট সাক্ষাৎকার : একজন ভারতীয় মুখপাত্র জানান যে, বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং মহাসচিব উ থানটের সংগে শুক্রবার চল্লিশ মিনিট ধরে কথাবার্তা বলেছেন। বাংলাদেশ সম্পর্কেও তাঁরা আলোচনা করেছেন। — পি টি আই ও ইউ এন আই

শরণার্থী সমস্যার অত্যুক্তি করা যায় না

টোকিও, ২৬ সেপটেম্বর—যে জাপানী সংসদীয় দল ভারত সফরে এসেছিলেন তাদের নেতা শ্রীযোশিবহা সাকুরাউচি সাংবাদিকদের নিকট একটি বিবৃতিতে বলেন বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে কিছুতেই অত্যুক্তি হয় না। দলটি গতকাল রাত্রে এখানে ফিরে এসেছেন।

শ্রীসাকুরাউচি বলেন তিনি শিবিরগুলিও দেখেছেন শরণার্থীদের দলে দলে আসতেও দেখেছেন। তিনি বলেন, 'আমি অভিভূত হয়ে গেছি। এর বিশালতা বর্ণনা করবার মত আমার ভাষা নেই।'

তিনি বলেন রাষ্ট্রপুঞ্জের অথবা অন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার এই সমস্যা সমাধানের ভার গ্রহণ করা উচিত। এ দায়িত্ব সারা বিশ্বের। ৮০।৯০ লক্ষ শরণার্থীকে শুধু খাদ্য ও আশ্রয় দেওয়াতেই ভারতের অর্থনীতির উপর দারুণ চাপ পড়ছে।

এই প্রতিনিধি দল পশ্চিমবঙ্গের বহু শরণার্থী শিবির দেখেছেন। তাঁরা দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সংগে সাক্ষাৎ করেছেন। এবং শরণার্থী সমস্যা সহ বহু আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। শ্রীসাকুরাউচি শীঘ্রই সরকারের নিকট তাঁর রিপোর্ট দাখিল করবেন। —পি টি আই

পুজা মণ্ডপে গুলিতে বালিকা নিহত

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার ভোর প্রায় পৌনে ছটার সময় উত্তর কলকাতার চিৎপুর এলাকায় একটি পুজামণ্ডপের কাছে বার বছরের বালিকা শ্রীমতী লীলা চ্যাটারজি অজ্ঞাত লোকের গুলিবর্ষণের ফলে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সপ্তমী পুজার দিনে একটি বালিকা গুলির শিকার হওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণ অত্যন্ত বিচলিত হন।

বালিকাকে কে বা কারা গুলি করল তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানায়, বালিকা পুজা দেখার জন্য বেরিয়ে আহিরিটোলা স্ট্রিটের তার বাড়ির রকে বসেছিল। ওই মর্মান্তিক

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

রবিবার সপ্তমীর পুণ্য প্রভাতে গঙ্গাতীরে নবপত্রিকার স্নানপর্ব। —নিজস্ব-চিত্র

দুই বাংলার মানুষের মিলনে পুজা এবার আনন্দমুখর

স্টাফ রিপোরটার

ষষ্ঠী বা সপ্তমী যাই ধরুন না কেন, রবিবার কলকাতা ও শহরতলিতে পুরো উৎসবের মেজাজ। এবারের পুজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুই যুগ পরে এপার বাংলা ওপার বাংলার মানুষ একাত্ম হয়ে মিলতে পেরেছেন মাতৃপুজা প্রাঙ্গণে। তাই এবারের শারদীয়া পুজা উৎসব সমগ্র বাঙালীর জাতীয় উৎসবের মহিমায় সমুজ্জ্বল। সত্তর লক্ষ ছিন্নমূল শরণার্থী, দশটি জেলায় বিধ্বংসী বন্যা ভয়াবহ বেকারীর ব্যাপকতা আর রাজ্য জুড়ে খুনোখুনি, এখানে ওখানে হরতাল বন্ধ। তবু বাঙালীর হাসি বন্ধ হয়নি। আনন্দকে বধ করা যায়নি। পাড়া বেপাড়ার পারটি জোন ও মুক্তাঞ্চলের বেড়া ভেঙে ভয়কাতুরে কলকাতা নির্ভয়ে অধিক রাত অবধি আনন্দের আসরে হেসে খেলে কাটিয়েছে।

দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকামতে রবিবার ছিল ষষ্ঠী। অন্য পঞ্জিকা মতে সপ্তমী। তবে বেশির ভাগ মণ্ডপে বিশেষ করে বারোয়ারি পুজা মণ্ডপে এদিন সপ্তমী বিহিত পুজার্চনা হয়েছে। তাঁদের বোধন ও কল্পারম্ভ আগের দিন সারা। তাই সকাল থেকেই সর্বজনীন পুজা মণ্ডপে ভিড় জমতে শুরু হয়।

দিন ভোর শরতের অরুণ আলোর অঞ্জলি ছড়িয়ে ছাপিয়ে পড়েনি ঠিকই। তবে আসমানি-নীল আকাশে মাঝে মাঝে কাজল মেঘের আঁচল দিনটিকে স্নিগ্ধ শীতল করে রেখেছিল। রাতেও চাঁদের আলো হাসিয়েছে। আকাশে জল ঝরেনি, বাতাসেও তাপ ছিল না। এই খুশির আবহাওয়ায় সকাল থেকেই শহর ও শহরতলি জম-জমাট।

সকালে বিকেলে ও সন্ধ্যার পর কলকাতা, হাওড়া ও আশপাশ অঞ্চলে ঘুরে দেখেছি ভিড় সর্বত্র, শহরের উত্তর-দক্ষিণ টালা থেকে টালিগঞ্জ উৎসব মুখর। আলোর রোশনাই ঢাকের বাদ্য মাইকের অবিরাম গান-বাজনা ঘোষণা সব মিলিয়ে মহানগরীর মহাপুজার সমারোহ বিপুল। অনেকের আশঙ্কা ছিল রাজ্য জুড়ে খুনোখুনি আর প্রতিহিংসার যে আগুন জ্বলছে তাতে এবারের পুজায় অন্তত কলকাতায় হয়ত তেমন ভিড় হবে না। কিন্তু অফিস কাছারি, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও রবিবারের জ্যাম-জমাট কলকাতা সেই আশঙ্কা অমূলক বলে প্রমাণ করে দিয়েছে।

হাড় জিরজির রাজপথে লম্বা বিক্ষোভ মিছিল নেই। সভাসমাবেশে

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

লবনহ্রদে শরণার্থীদের মাতৃবন্দনা

নির্জন অন্ধকারের মধ্যে বারে বারে পথ হারিয়ে, ঢেউ খেলানো বালিয়াড়ি পেরিয়ে এগোচ্ছি, দূরের মিটিমিটি আলো, কোলাহল স্পষ্ট হচ্ছে। স্পষ্টতর সানাইয়ে একটি ভাটিয়ালি সুর। ছেঁড়া চাটাই, ছিন্ন ত্রিপলে ঘেরা মণ্ডপের কাছে যখন পৌঁছলাম রাত তখন আটটা। লবণ হ্রদের এই শরণার্থী-বসতিকে বলে ৫নং সেকটর।

মণ্ডপ কেবল একটি নয়, সারা সেকটর জুড়ে মোট এগারটি মণ্ডপে মাতৃ আরাধনা চলছে। এর তিনটি এখানকার কয়েকটি সেবা সংস্থার। বাকিগুলি শরণার্থীদের নিজেদেরই উদ্যোগ। কয়েকখানি প্রতিমা কেনা, কয়েকখানি ওদেরই হাতেগড়া। ওরাই শিল্পী, ওরাই ঢাকি, ঢুলী, সানদার, পুরোহিত বামুনেরও অভাব হয়নি শরণার্থীদের মধ্যে। সুতরাং আয়োজনে বেগ পেতে হয়নি কোন। ২৯ এবং ৩০ নং এই দুটি ব্লক মিলে যে পুজা, উদ্যোক্তারা জানালেন তাতে চাঁদা উঠেছে সাকুল্যে পৌনে তিন শো টাকা। লোক ওরা প্রায় সাড়ে সাত হাজার। কদিন ধরে রেশন বাঁচিয়ে চার-ছ আনা করে চাঁদা দিতে আটকায় নি। না, সরকার বা কোন সেবায়তনের সাহায্য ওরা পাননি।

তবু মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাক, ঢোল, সানাই, বাঁশের বাঁশি। সারা পাঁচ নং সেকটর সপ্তমী তিথির পুজোরতিতে উদ্বেল। রোগে শয্যাশায়ী কিছু লোক

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

কয়েকটি এলাকা বাদে

সারা রাজ্য 'অনুন্নত' বলে ঘোষিত হোক

কেন্দ্রের নিকট রাজ্য সরকারের পত্র

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা শহর, ২৪ পরগণা ও হাওড়ার শিল্পাঞ্চলের কয়েকটি থানা বাদে সারা রাজ্যকে 'অনুন্নত' বলে ঘোষণা করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে একটি 'জরুরী' বার্তা পাঠিয়েছেন।

রাজ্য সরকার তাঁদের ওই বার্তায় বলেছেন, প্রতি বছর আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় অতিরিক্ত ৪০—৪২ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। যদি অনুন্নত ঘোষণা করে বেকার সমস্যা দূর করার জন্য প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া যায়, তবে পুলিশের খাতে যে টাকা ব্যয় হচ্ছে সেই টাকায় কলকারখানা স্থাপন করা সম্ভব হবে।

ওই চিঠি পাঠানোর আগে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা দফায় দফায় কেন্দ্রীয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং সম্প্রতি কয়েকজন মন্ত্রী কলকাতায় এলে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

রাজ্য সরকার তাঁদের বার্তায় আরও বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি যে ১৬ দফা কার্যসূচী নিয়েছেন, তা কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। রিজারভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক সহ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সুবিধাজনক হারে শিল্প ও কৃষিতে

পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে দ্রষ্টব্য

পানজাবে নকশালদের কাছ থেকে প্রচুর বিদেশী অস্ত্র উদ্ধার

চণ্ডীগড়, ২৬ সেপটেম্বর—গত কিছুকাল যাবৎ পাঞ্জাব পুলিস নকশালদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছে। এর ফলে নকশালদের কয়েকটি গোপন আসতানা থেকে প্রচুর বিদেশী ও দেশী অস্ত্র, ছাপাখানা ও কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছে।

গত এক মাসে সাতজন এবং গত এক বছরে চল্লিশজন নকশাল পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গিয়েছে। গত এক মাসে ১৭৫ জন নকশাল কর্মী ও সমর্থক গ্রেফতার হয়েছে। আর এই সময়ে (অর্থাৎ বিগত এক মাসের মধ্যে) নকশালদের হাতে মারা গিয়েছেন পুলিস বিভাগের তিনজন, এঁদের মধ্যে একজন ডি এস পি আছেন।

নকশালদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে বেশ কিছু বিদেশী স্টেনগান, দেশী পিসতল, হাতবোমা ও প্রচুর কারতুজ।

পাঞ্জাবের নকশালরা পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং তাদের 'অপারেশন কমানড' পশ্চিমবঙ্গেই অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষণপ্রাপ্ত এক পাঞ্জাবী নকশাল নেতা পুলিসের হাতে ধরা পড়েছেন। স্কুল-কলেজ থেকেই নকশালদের 'রিক্রুট' করা হচ্ছে। তাদের অধিকাংশের বয়স আঠারো থেকে তিরিশ। পুলিসের মতে, তাদের কার্যকলাপ এখনও দুশ্চিন্তার কারণ নয়। —পি টি আই

মিলিটারি খুন

স্টাফ রিপোরটার

দমদম জংশনের কাছে কচুরিপানা থেকে রবিবার পুলিশ একজন মিলিটারির মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশের সন্দেহ, সামরিকবাহিনীর ওই ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করার পর মৃতদেহ ওইখানে ফেলে দেওয়া হয়। নিহত ব্যক্তির বয়স অনুমান ২৬।

রাত্রের দিকে দমদম থানার পুলিশ ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানান, এদিন বেলা এগারটা নাগাদ কিছু উগ্রপন্থী মধ্য সিঁথি অঞ্চল থেকে তাঁকে তাড়া করে। বিকালে দমদম জংশনের কাছে একটি খালের ধারে একটি বেডিং পড়ে থাকতে দেখে লোকের সন্দেহ হয়। পুলিশের বেতার ভ্যান তখন ঘোরাঘুরি করছিল। লোকজন পুলিশকে পরিত্যক্ত বেডিংটি দেখায়। এর পর পুলিশ আশপাশে তল্লাসী শুরু করে। রাত আটটা নাগাদ খালের মধ্যে কচুরিপানার ভিতর থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

পুলিশ আরও জানায়, নিহত

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

২৯ সেপটেম্বর অনধ্রে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপটেম্বর—অনধ্র প্রদেশের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি ভি নরসিংহ রাও আজ এখানে সাংবাদিকদের বলেন, তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম দলটি বিজয়া দশমীর দিনে শপথ নেবেন। দ্বিতীয় দলটি নেবেন কয়েক দিন পরে। অনধ্রে বিজয়া দশমী পালিত হবে ২৯ সেপটেম্বর।

অনধ্র প্রদেশে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপার নিয়ে আজ এখানে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

শ্রীনরসিংহ রাও আজ বিকালে এখানে পৌঁছিয়েই নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়া ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সংগে দেখা করে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

শ্রীসঞ্জীবায়া ও শ্রীমতী গান্ধী শ্রীরাওকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন যার ভিত্তিতে তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের মনোনীত করবেন।

বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডির মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ২৬। কেন্দ্রীয় নেতারা শ্রীরাওকে তাঁর মন্ত্রিসভায় এর চেয়ে কম সদস্য নিতে এবং বিভিন্ন অঞ্চল, যুব সমাজ, সংখ্যালঘু ও মহিলাদের নিয়ে মন্ত্রিসভাকে একটি 'সুসমঞ্জস প্রতিনিধিত্বমূলক' করে তুলতে পরামর্শ দিয়েছেন।

বিদায়ী মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্য বাদ পড়বেন। অনেক নতুন মুখ দেখা যাবে। ভূতপূর্ব তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির (এখন এই সমিতি নব কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত) কয়েকজন সদস্যও নতুন মন্ত্রিসভায় স্থান পাবেন।

মন্ত্রিসভার প্রথম দলটিতে সম্ভবত ভূতপূর্ব তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির দুজন সদস্য থাকবেন।

রাজ্যের অনধ্র অঞ্চল থেকে একজনকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করা হবে।

ভাবী মুখ্যমন্ত্রী বলেন : তাঁর মন্ত্রিসভায় কতজন থাকবেন, সে সম্পর্কে তিনি প্রধানমন্ত্রী ও নব কংগ্রেস সভাপতির সংগে কথাবার্তা বলেছেন। তাঁর মন্ত্রিসভায় থাকবে শুধু পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রী, কোন উপমন্ত্রী থাকবে না।

শ্রীরাও বলেন : তাঁর মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ আমদানি করায় তিনি চেষ্টা করবেন। তিনি অনধ্র প্রদেশের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে প্রয়াসী হবেন। তবে তাঁর আশু কর্তব্য হবে রাজ্যের গুরুতর খরা পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়া। তেলেঙ্গানা ও অনধ্র অঞ্চলের জনগণের দুর্গতি মোচনে তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাবেন।

প্রধানমন্ত্রী আজ মসকো পৌঁছবেন

মসকো, ২৬ সেপটেম্বর—সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আগামীকাল এখানে আসছেন। তারই প্রস্তুতি হিসাবে উভয় দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আজ আলোচনা শেষ হয়েছে।

ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন শ্রী ডি পি ধর এবং সোভিয়েট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনিকোলাই ফিরুবিন। —পি টি আই

বন্ধ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ক্রমে খুলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা

বারাণসী, ২৬ সেপটেম্বর—ছাত্র গোলযোগের দরুন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গত ১৩ সেপটেম্বর থেকে যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়েছিল, এবার তা পর্যায়ক্রমে খুলবে।

ইনসটিটিউট অব মেডিকেল সায়েনসেস ৫ অকটোবর খুলবে। আশা করা যাচ্ছে, বাদ বাকী কলেজগুলি খুলবে নবেমবরের প্রথম সপ্তাহে।

আজ দু এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে

আজ, সোমবার দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে।

রবিবার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপ ছিল যথাক্রমে ৩৩.৬ সেঃ (স্বাভাবিক অপেক্ষা ২ সেঃ বেশি) ও ২৬.৬ সেঃ (স্বাভাবিক অপেক্ষা ২ সেঃ বেশি।)

মসকো অভিমুখে মেয়র

রবিবার কলকাতার মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত নয়াদিল্লি থেকে মসকো অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছেন। তাঁর সেখানে ৬ দিন থাকার কথা। এরপর শ্রীগুপ্ত দু-মাস ধরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরবেন।

নাম্বার টেন
ভারতের একমাত্র
বিশ্ব স্বর্ণপদক বিজয়ী
ফিল্টারহীন সিগারেটগুলির মধ্যে

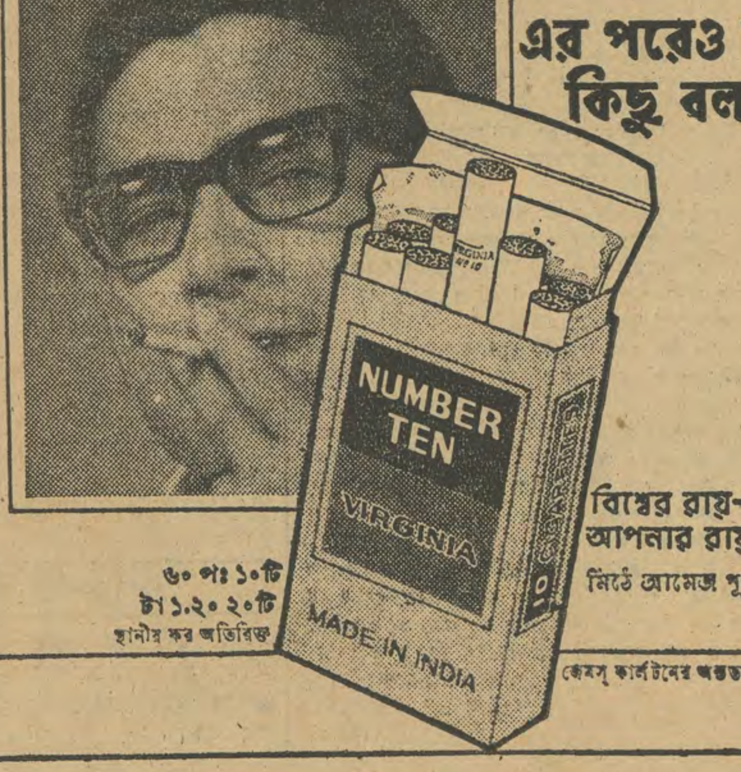

জেমস্ কার্লটনের অন্যতম বিক্রয়ী সিগারেট
NTN-708

সতর্ক থাকুন
DESHBANDHU PURE ALUMINIUM
ট্রেড মার্ক
IS:21
SIC
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাইতেছে যে,
মেসার্স দুর্লভ মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ
৮৩, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ক্লাস ২১ অন্তর্ভুক্ত খাঁটি অ্যালুমিনিয়ামের তৈয়ারী বাসনকোসন (নন্-ইলেকট্রিক) ডিস, বালতি, মগ, টিফিন ক্যারিয়ার (ডোমেস্টিক) ইত্যাদি সম্পর্কে উক্ত ট্রেড মার্কের স্বত্বাধিকারী এবং মালিক।
উক্ত ট্রেডমার্ক ১৯৫৮ সালের ট্রেড অ্যান্ড মার্চেণ্ডাইস মার্কস অ্যাক্ট অধীন ২১-তে রেজেসটারী করা হইয়াছে এবং উহার নম্বর ২৫৪৬২৯।
উক্ত ট্রেড মার্ক নকল বা জাল করা হইলে তজ্জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে
সোল সেলিং এজেন্ট :
মেসার্স দুর্লভজী ভুরাভাই মেটাল অয়্যার (প্রাঃ) লিঃ
১৬২, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, ত্রিপুরা নাগাল্যান্ড ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুরে ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele : ANANDRABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫১.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ টাকা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

এ. আই. আর, কলিকাতা

একজন ফার্ম রেডিও রিপোর্টার আবশ্যক। বেতন : ২৩৫-১৫-৩৪০-২০-৪৮০ টাকা, তদুপরি প্রচলিত ভাতা-সমূহ। যোগ্যতা : আবশ্যিক : (১) এগ্রিকালচারে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা; (২) এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন অফিসার বা সমমর্যাদার পদে অন্তত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা; (৩) বাংলা ভাষায় ও কথ্য বাংলায় সাবলীলতা। বাঞ্ছনীয় : ব্রডকাস্টিং টেকনিকে কিছু অভিজ্ঞতা।

বয়ঃসীমা : ৩৫ বৎসরের নীচে; তফসিলী জাতি/উপজাতির প্রার্থী ও প্রাক্তন যুদ্ধ চাকুরিয়াদের ক্ষেত্রে শিথিল-যোগ্য।

নাম, জন্ম-তারিখ, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখে এবং শংসাপত্র/প্রশংসাপত্রের প্রত্যয়িত নকলসহ সাধারণ কাগজে দরখাস্ত ১-১১-১৯৭১ তারিখের মধ্যে স্টেশন ডিরেক্টর, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, আকাশবাণী ভবন, ইডেন গার্ডেনস, কলিকাতা-১ সমীপে পৌঁছা চাই।
ডি এ ভি পি ৬৯০(৮১)/৭১ (৫৪৫)

চিরস্থায়ী, ফুল টাইম মহিলা দরকার—উচ্চ মধ্যবিত্ত সক্ষম বৃদ্ধের গৃহকর্মের জন্য। বক্স নং ৫১৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৯৬)

সেলসম্যান, সাইকেলিস্ট, ইনজেক্সান দিতে। মাঃ ৪৫, থাওয়া থাকা ফ্রী। কাঠের বাক্স খুলিতে সক্ষম অগ্রগণ্য। বেঙ্গলী স্টোর্স, বিলাসপুর (আর এস), এম পি। (সি।এম ৫৫৬১)

পাত্র চাই

পাত্রী কায়স্থ কুলীন, ঘোষ, চব্বিশ। ১·৫৭ মিঃ, সুশ্রী, সংগীতজ্ঞা, রুচি-শীলা। স্নাতক অনুত্তীর্ণা। সম্পন্ন পরিবার। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৬৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬৮৭)

বৈদ্য পাত্র চাই

পাত্রী এম এ (২৫) ফর্সা, সংগীতজ্ঞা মৌদগোল্য গোত্রীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পূর্ববঙ্গীয় ১৯২১ হইতে কলিকাতায় বসবাসকারী বৈদ্য পিতার জ্যেষ্ঠা কন্যা। অগ্রহায়ণ—মাঘে বিবাহে ইচ্ছুক। কোষ্ঠী মিলনে বিশ্বাসী। বক্স নং ৩৫২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬৮১)

তিলি ডবল এম এ (ইতিহাস) সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী শিক্ষিকা পাত্রীর (৩২) জন্য তিলি/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৯০১)

পাত্রী চাই

বিধবা/খুঁতযুক্ত বা ডিভোর্সী পাত্রী চাই। পাত্র (২৮) মাহিষ্য সাহিত্যানুরাগী অবিবাহিত। পাত্রী স্বয়ং লিখুন—বক্স নং ৬০৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ১৮২৩)

মোটরকার ও লরী

আলফা মোটর ট্রেনিং স্কুল (গভর্নমেন্ট অনুমোদিত), ৬০এ গরচা রোড, কলিকাতা-১৯ মোটর চালনা শিক্ষার উন্নত প্রতিষ্ঠান। ভর্তি চলিতেছে। ফোন : ৪৭-৭০৭৯, ৪৭-২৯৫৫। (সি ১৯১০)

বাড়ী-ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

সওদাগরী অফিসে চাকুরীয়া স্বামী-স্ত্রীর বাসোপযোগী একতলা/দোতলায় শ্যামবাজার, বি কে পাল এভিনিউ, বাগবাজার অঞ্চলে দুইরুমের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট আবশ্যক। ভাড়া : ১২৫, এর মধ্যে। অগ্রিম দিব। লিখুন : এন কে দেব, ১০৪/৩, বি কে পাল এভিনিউ, কলকাতা-৫, ফোন : ৫৫-৩৭০৮৭। (সি ১৮১৬)

ছোট পরিবারের উপযোগী তিনটি শয়নঘর, রান্নাঘর পৃথক বন্দোবস্ত। বসু, ৪৭।১৭ রামকৃষ্ণ ঘোষ রোড, সিঁথি ৫০। (সি ১৬৯২)

হারাণ-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

শ্রীমতী কামিনীবালা চৌধুরী ৬৫ বৎসর বয়স্কা বিধবা গত ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে নিখোঁজ, সন্ধানপ্রার্থী শ্রীবিদ্যুৎ চৌধুরী, কমলা মেডিকেল, ৬৮, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, কলিকাতা-৪৭, ফোন নম্বর : ৪৬-৭২৪৯। (সি ১৮২১)

জয়ব্রত মুখার্জি (১৮।১৯) ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে নিখোঁজ, ফর্সা সুগঠিত দেহ ৫'-৫", পরনে কালচে সবুজ হাওয়াই শার্ট, ফুল প্যান্ট। কেউ খোঁজ দিলে পুরস্কৃত করিব। মিঃ মুখার্জি, ৩৩নং মানিকতলা মেন রোড, কলিঃ-৫৪। (সি ১৮১৭)

তীর্থ ও প্রমোদ ভ্রমণ

২৩/১০ লাক্সারী বাসে আহারসহ ২০ দিনে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ ৩৫৫,। "ট্যুরিস্ট সেন্টার" রেল গেট, শ্রীরামপুর। (সি ১৪৯০)

ট্যুরিস্ট কোচে কাশী, আগ্রা দিল্লী ইলোরা অজন্তা সহ সম্পূর্ণ রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্র ভ্রমণ। দুবেলা চা জলখাবার, আমিষ ভোজন সহ ৪৮০,। শুভযাত্রা ২০শে অক্টোবর। শ্রীমদন কুণ্ডু, ৭নং কালাচাঁদ সান্যাল লেন, কলি-৪ [ফোন ৫৫-৩৪২৪ বেলা ১১টা—১টা।] (সি ১৫৯৭)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

লেনিন শতবার্ষিকী কলেজ

পোঃ লাভপুর, বীরভূম

১৯৭১-৭২ সেসনে ইউ ই আর্টস ও কমার্স ও বি এ প্রথম বর্ষে ভর্তি অতি সত্বর আরম্ভ হইবে। পুরাতন শম্ভুনাথ কলেজের প্রশস্ত বাড়ীতে অধিকাংশ ক্লাস হইবে। সুযোগ্য অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে স্বল্প খরচে পড়াশুনার অপূর্ব সুযোগ। স্বাঃ রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, প্রভিসিন্যাল গভর্নিং বডি, লেনিন শতবার্ষিকী কলেজ। (সি ১৮০৭)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা-৩২

তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

নোটিস

১। ১৯৭১ সালের বি এস-সি ফাইন্যাল (কেমিস্ট্রি অনার্স) পরীক্ষার প্রার্থিগণের কেমিস্ট্রি পেপার-১ (ইন-অর্গানিক) পরীক্ষা ২৬ অক্টোবর, ১৯৭১, মঙ্গলবার গৃহীত হইবে।

২। ১৯৭১ সালের বি এস-সি ফাইন্যাল (ফিজিক্স অনার্স) পরীক্ষার প্রার্থিগণের ফিজিক্স প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ২৬ অক্টোবর, ১৯৭১, মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ হইবে।

৩। ১৯৭১ সালের বি এস-সি ফাইন্যাল (কেমিস্ট্রি অনার্স) পরীক্ষার প্রার্থিগণের কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ৩ নভেম্বর, ১৯৭১ বুধবার হইতে আরম্ভ হইবে। প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাগুলির সূচী যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

৪। ১৯৭১ সালের বি এস-সি ফাইন্যাল (ম্যাথম্যাটিক্স অনার্স) পরীক্ষার প্রার্থিগণের ম্যাথম্যাটিক্স পেপার-৩ ও ম্যাথম্যাটিক্স পেপার-৪ পরীক্ষা যথাক্রমে ৩ নভেম্বর, ১৯৭১, বুধবার ও ৬ নভেম্বর, ১৯৭১ শনিবার গৃহীত হইবে।

৫। ১৯৭১ সালের বি এস-সি ফাইন্যাল (জিওলজিক্যাল সায়েন্স অনার্স) পরীক্ষার প্রার্থিগণের জিওলজিক্যাল সায়েন্স প্র্যাকটিক্যাল পেপার-১ ও পেপার-২ পরীক্ষা যথাক্রমে ৪ নভেম্বর, ১৯৭১ বৃহস্পতিবার ও ৮ নভেম্বর, ১৯৭১, সোমবার গৃহীত হইবে।

পি সি ডি মল্লিক,
রেজিস্ট্রার। (৫৪৬)

পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি জাতি/উপজাতির ছাত্রদের জন্য ভারত সরকারের ম্যাট্রিকোত্তর বৃত্তি

যেহেতু স্কুল ফাইন্যাল/হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার ফল সম্প্রতি ঘোষিত হইয়াছে, সেইহেতু ম্যাট্রিকোত্তর বৃত্তির জন্য নূতন করিয়া দরখাস্তের ফরম দাখিলের শেষ তারিখ ১৯৭১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর হইতে পিছাইয়া ১৯৭১ সালের ১ নভেম্বর করা হইয়াছে।
৩৭৬৭(৪) আই পি আর।এ।৭১ (৫৫৫)

নোটিস

"বঙ্গীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির সাধারণ বার্ষিক সভা ১৫ই নভেম্বর ১৯৭১ ইং সোমবার বৈকাল ৫ ঘটিকায় সমিতির সভাকক্ষে (২৪নং ডাঃ সুন্দরীমোহন এভিনিউ, কলিকাতা ১৪) অনুষ্ঠিত হইবে।" (৫২৩)

১৯৭১ সালের কোম্পানি
দরখাস্ত নং ৯২

কলিকাতা হাইকোর্ট

আদিম অধিক্ষেত্র

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে
এবং
উক্ত আইনের ৪৩৩, ৪৩৪ ও ৪৩৯ ধারা অনুযায়ী এক দরখাস্ত সম্পর্কে
এবং
ইণ্ডো ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং কোং লিঃ ১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইন অনুযায়ী সমিতিবদ্ধ একটি কোম্পানি এবং ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ও কলিকাতার ১০নং আর্মেনিয়ান স্ট্রীট ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিস সম্বলিত একটি বর্তমান কোম্পানি সম্পর্কে
মেসার্স ইস্টার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ ... ... দরখাস্তকারী

গুটাইয়া লওয়ার আদেশের নোটিস

উপরোক্ত বিষয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখে কলিকাতাস্থ হাইকোর্ট-কর্তৃক প্রদত্ত এক আদেশ দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছে যে, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী উপরোক্ত-নামীয় কোম্পানি গুটাইয়া লওয়া হউক।

তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

এম এল খেমকা অ্যান্ড কোং
দরখাস্তকারী পক্ষে সলিসিটর্স
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট,
কলিকাতা (৪৩১)

পাবলিক নোটিস

দি ভাগলপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ

নোটিস

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ৬৪০বি ধারা অনুযায়ী কোম্পানির সদস্যদিগকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদিত মত কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন এম চ্যাটার্জির পারিশ্রমিকের শর্ত সংশোধন সম্পর্কে অনুমোদন লাভের নিমিত্ত কোম্পানি উপরোক্ত আইনের ২৬৮ ও ৩১০ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

দি ভাগলপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ পক্ষে
পি কে সরকার
সেক্রেটারি (৫২৯)

তাড়ির দোকান

১৯৭১-৭২ তাড়ি বৎসরের (অর্থাৎ ১-১০-৭১ হইতে ৩০-৯-৭২) জন্য কলিকাতার এণ্টালি থানা অধীন ১/১-বি কনভেন্ট রোডে বা ইহার আশেপাশে তাড়ির দোকানের বন্দোবস্তের জন্য দরখাস্ত অহ্বান করা হইতেছে। দোকানের জন্য বার্ষিক লাইসেন্স ফী প্রায় ২২,৮০০, টাকা। ইচ্ছুক প্রার্থিগণ ৭৫ পয়সা মূল্যের কোর্ট ফী স্ট্যাম্প সহ নির্ধারিত ফরমে (কলিকাতার কালেক্টর অফ একসাইজ-এর অফিস, ১১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ ঠিকানায় প্রাপ্তব্য) ১১-১০-৭১ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত করিতে পারেন। প্রার্থীদের ইণ্টারভিউ সেই দিনই অর্থাৎ ১১-১০-৭১ তারিখ বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হইবে। ইণ্টারভিউয়ের জন্য পৃথক কোন নোটিস দেওয়া হইবে না, এবং যাতায়াতের জন্য কোন রাহাখরচও দেওয়া হইবে না।
৩৭৪৭(৪) আই পি আর।এ।৭১ (৫৪৯)

টেণ্ডার

হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

১৯৭১-৭২ সালের ২৪নং টেণ্ডার নোটিস

৯'-০" ব্যাসের ট্রাঙ্ক সিউয়ারের পার্শ্বে কালভার্ট সহ ১২'-০" চওড়া রাস্তা নির্মাণ-এর জন্য চেয়ারম্যান, হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, ১৯, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (সাউথ), হাওড়া কর্তৃক দুই প্রস্থে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় : ১,৯৬,৯০৭ টাকা। বায়নার পরিমাণ এবং টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য যথাক্রমে : ৩,৯৩৯ টাকা এবং ১০ টাকা। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের হালসময়ের সার্টিফিকেট দেখাইলে প্রকৃত ও অনুমোদিত ঠিকাদারদের নিকট ২৫-১০-৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত টেণ্ডারের কাগজপত্র বিক্রয় করা হইবে। ২৬-১০-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার (এস টি পি) কর্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

ভি এস সি বোনার্জি,
চেয়ারম্যান (৫২২)

টেণ্ডার

হাওড়া জেলায় নিম্নোক্ত কাজের জন্য একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, হাওড়া কনস্ট্রাকশন ডিভিশন, পি ডবলিউ (রোডস) ডিপার্ট, ১২ বি বি ডি বাগ (ইস্ট), ৩য় তল, কলিকাতা-১ কর্তৃক পি ডবলিউ ডি'এর তালিকাভুক্ত ১ম|২য় শ্রেণীর ঠিকাদার এবং বাহিরের প্রকৃত ঠিকাদারদের (বর্তমান রুল অনুযায়ী) নিকট হইতে বি এফ নং ২৯১১(২)'তে সীল-করা টেণ্ডার আহবান করা হইতেছে:—(১) বাগনান—শ্রীকোল-কামালপুর রোডের এফ ডি আর (১৯৭০) (হেরিং বোন বণ্ড সোলিং); (২) বাগনানমানকুড় রোডের এফ ডি আর (১৯৭০) (হেরিং বোন বণ্ড সোলিং); (৩) শ্যামপুর-শিবগঞ্জ রোডের এফ ডি আর (১৯৭০) (হেরিং বোন বণ্ড সোলিং)। প্রত্যেক কাজের জন্য বরাদ্দ : ৫০,২২৫, টাকা। প্রত্যেক কাজের জন্য বায়নার পরিমাণ : ১,০০৫, টাকা। প্রত্যেকটি কাজ শেষ করার সময়, কাজের অর্ডারের তারিখ হইতেঃ ২ই মাস। টেণ্ডারের বিস্তারিত কাগজপত্র উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে দেখা যাইবে এবং ১৪ই অক্টোবর, ১৯৭১ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন বেলা ২টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে ও শনিবার মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে বেলা ১টার মধ্যে নির্ধারিত ফী আদায় দিলে তথায় টেণ্ডার ফরম কিনিতে পারা যাইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যুর জন্য দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ : ১৩ই অক্টোবর, ১৯৭১ (বিকাল ৪টা পর্যন্ত)। ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণকে নিজেদের নির্ভরযোগ্যতা ও সঙ্গতি প্রমাণের জন্য উপরোক্ত অফিসারের সন্তুষ্টিমত প্রমাণপত্র পেশ করিতে হইবে এবং নির্ধারিত প্রোফর্মায় আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ শংসাপত্রও পেশ করিতে হইবে, অন্যথায় টেণ্ডার ফরম ইস্যু করা হইবে না। টেণ্ডার ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক গৃহীত হইবে ও বেলা ৩-৩০টায় তৎকর্তৃক খোলা হইবে।
৩৭৬১(২) আই পি আর|এ|৭১ (৫৫০)

অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর অব এণ্টি ট্যাক্স, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ ব্রাবোর্ন রোড, কলিকাতা-১ তাঁহার অফিসে নিম্নোক্ত স্টেশনারি দ্রব্য সরবরাহের জন্য বিভিন্ন স্টেশনারি সরবরাহকারীদের নিকট হইতে দুই প্রস্থে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করিতেছেন : (১) ডবল ফুলস্কেপ কাগজ, (২) কার্বন পেপার (পেনসিল—ডবল, ফেসড) ফুলস্কেপ সাইজ, (৩) টাইপরাইটার পেপার, (৪) টাইপরাইটার কার্বন পেপার (ফুলস্কেপ সাইজ ও ডবল ফুলস্কেপ সাইজ), (৫) ফাইল কভার, (৬) স্টিল পিন, (৭) ট্যাগ, (৮) টাইপরাইটার রিবন, (৯) ফাইল টেপ, (১০) অ্যাডেসিভ অফিস পেস্ট, (১১) সুতার গুলি, (১২) ১ দিস্তার রুলকরা বাঁধাই রেজিস্টার, (১৩) ২ দিস্তার রুলকরা বাঁধাই রেজিস্টার। ডেলিভারি চার্জসহ ডেলিভারির শর্ত উল্লেখ করিতে হইবে। বিক্রয়কর বা অন্য কোন কর বা ডিউটি অতিরিক্ত প্রদেয় হইলে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। অর্ডার দেওয়া হইলে ৫ দিনের মধ্যে মাল সরবরাহ করিতে হইবে। টেণ্ডারে যে দর উল্লেখ করা হইবে তাহা টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ হইতে ছয় মাস বৈধ থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। হাল সময় পর্যন্ত আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট সহ টেণ্ডার ১ অক্টোবর ৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে বেলা ৩-৩০টায় খোলা হইবে। টেণ্ডার খোলার পূর্বে এই অফিসে নমুনা জমা দিতে হইবে এবং উহা পরে ফেরত লওয়া যাইবে। যে কোন টেণ্ডার সমগ্রত/অংশত গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে।
৩৭৭৮(২)আইপিআর/এ/৭১ (৫৫৩)

হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

১৯৭১-৭২ সালের টেণ্ডার নোটিস নং ২৩

হাওড়াস্থ এইচ আই টি স্টোরে পেট্রোল এঞ্জিনসহ একটি ভাইব্রেটিং আর্থ র‍্যামার সরবরাহের জন্য চেয়ারম্যান, হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, ১৯ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (সাউথ), হাওড়া কর্তৃক সীলকরা দুই প্রস্থে টেণ্ডার আহবান করা হইতেছে।

যে সকল প্রকৃত ঠিকাদার বিক্রয়কর ও আয়কর পরিশোধের হালসময়ের শংসাপত্র দেখাইয়া হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের অনুমোদন লাভ করিবেন কেবল তাঁহাদের নিকটই ২১-১০-৭১ তারিখ (প্রত্যহ বেলা ১১টা হইতে বেলা ২-৩০টা) পর্যন্ত টেণ্ডারের কাগজপত্র বিক্রয় করা হইবে। টেণ্ডার একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার (২) কর্তৃক ২২-১০-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য মাত্র ৫ টাকা।

ভি এস সি বোনার্জি
চেয়ারম্যান (৫২১)

টেণ্ডার

একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, আর্বান ড্রেনেজ ডিভিসন (আই অ্যাণ্ড ডবলিউ ডিরেক্টরেট), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১১।১এ রডন স্ট্রীট (৬ষ্ঠ তল), কলিকাতা-১৬ কর্তৃক "নিম্নলিখিত গ্রুপে আদিগঙ্গার মরা খাত পুনরায় খননে মাটির কাজ—ফেজ ১" জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আই অ্যাণ্ড ডবলিউ ডি-এর ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার এবং বাহিরের প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে ২৯১১(২)নং ডবলিউ বি এফ-তে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে। গ্রুপ নং, কাজের স্থান, অনুমিত ব্যয় ও বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নরূপঃ—গ্রুপ ১—চেঃ ০-০০ হইতে চেঃ ১০০-০০ পর্যন্ত; ২,৭২,৩৫৪ টাকা; ৫,৪৪৭ টাকা। গ্রুপ ২—চেঃ ১০০·০০ হইতে চেঃ ২০০-০০ পর্যন্ত; ৪,৩৫,৯২০ টাকা; ৮,৭১৮ টাকা। গ্রুপ ৩—চেঃ ২০০·০০ হইতে চেঃ ৩০০-০০ পর্যন্ত; ৩,৫০,৬৬০ টাকা; ৭,০১৩ টাকা। গ্রুপ ৪—চেঃ ৩০০·০০ হইতে চেঃ ৪০০-০০ পর্যন্ত; ৪,০৪,০৪০ টাকা; ৮,০৮১ টাকা। গ্রুপ ৫—চেঃ ৪০০·০০ হইতে চেঃ ৪৫৫-০০ পর্যন্ত; ২,৫৪,৪০৮ টাকা; ৫,০৮৯ টাকা। গ্রুপ ৬—চেঃ ৪৫৫-০০ হইতে চেঃ ৬০০-০০ পর্যন্ত; ৫,২১,৭২০ টাকা; ১০,৪৩৪ টাকা। (১) আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট এবং (২) ঐরূপ কাজ সম্পাদনের অভিজ্ঞতা এবং আবশ্যক আর্থিক সঙ্গতি এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মী (কেবল প্রকৃত ঠিকাদারদের ক্ষেত্রে) থাকা সম্পর্কে পরিচয়পত্রাদি দেখাইয়া ১৯৭১ সালের ২১ অক্টোবর পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন অপরাহ্ণ ৪টা পর্যন্ত (শনিবার বেলা ১টা পর্যন্ত) উপরোক্ত অফিস হইতে প্রতি গ্রুপ কাজের প্রতি প্রস্থ বাবদ ১০ টাকায় টেণ্ডারের বিস্তারিত কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। প্রতি গ্রুপের কাজ শেষ করার জন্য সময় : পাঁচ মাস। টেণ্ডার ১৯৭১ সালের ২২ অক্টোবর বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে।
৩৭৫৬(২) আই পি আর/এ/৭১ (৫৫২)

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ডি ভি সি-এর পক্ষে একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, মাইথন ড্যাম ডিভিসন, পোঃ অঃ মাইথন ড্যাম, ধানবাদ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত তারিখসমূহে বেলা ৩-৩০টা পর্যন্ত পৃথক পৃথক সীলকরা টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং সেই সময় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাগণের সমক্ষে খোলা হইবে। দরখাস্তক্রমে এবং প্রতি প্রস্থ ১০, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিলে সকল কাজের দিন টেণ্ডার ফরম ইস্যু করা হইবে। ডাকযোগে এবং টেণ্ডার খোলার তারিখে টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে না।

১। মাইথনে সি এস ও বিল্ডিং-এর জন্য বিটুমেন ফেল্ট দিয়া ওয়াটার প্রুফিং ট্রিটমেণ্টের ব্যবস্থা করা। ২। মাইথনের লেফট ব্যাঙ্কে বিভিন্ন স্টাফ কোয়ার্টার্সের জন্য ওয়েল্ডমেশের ব্যবস্থা করা।

আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ (১)-এর জন্য ৩২,৯৪৫, টাকা ও (২)-এর জন্য ২৮,৭২৯, টাকা। জমা দেয় বায়নার পরিমাণ (১) ও (২)-এর জন্য যথাক্রমে ৩৩০ টাকা ও ২৮৮ টাকা।

(১) নং দফার টেণ্ডার ১৮-১০-৭১ তারিখে ও (২) নং দফার টেণ্ডার ১৯-১০-৭১ তারিখে খোলা হইবে। (৫৭০ এ)

ত্রিপুরা সরকার

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিস
গোমতী প্রজেক্ট ডিভিসন নং ১
নূতন বাজার : ত্রিপুরা

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, গোমতী প্রজেক্ট ডিভিসন নং ১, নূতন বাজার, ত্রিপুরা সাউথ ডিস্ট্রিক্ট কর্তৃক ত্রিপুরার যথোপযুক্ত শ্রেণীর রেজিস্টার্ড ঠিকাদার এবং এম ই এস, রেলওয়েজ, সি পি ডবলিউ ডি এবং সন্নিহিত রাজ্যসমূহের রেজিস্টার্ড ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে পি ডবলিউ ডি ফরম নং ৮-তে ১২-১০-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত সীলকরা দফাওয়ারী দরের টেণ্ডার পুনরায় আহবান করা যাইতেছে : "স্টক মেটিরিয়াল যথা সিমেণ্ট, স্টীল মেটিরিয়াল ও মেশিনারী ইত্যাদি জি এইচ ই পি/বহন/স্টকে চার্জযোগ্য। অনুমিত ব্যয় : ৫,০২,২০০ টাকা। বায়নার পরিমাণ : ৫০২২ টাকা। কাজ শেষ করিবার সময় : ১০ (দশ) মাস। সম্ভব হইলে টেণ্ডার সেই দিন বেলা ৩-৩০টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদিগের সমক্ষে খোলা হইবে। বায়নার টাকা অ্যাকাউণ্টস অফিসার, গোমতী প্রজেক্ট, নূতন বাজার-এর অনুকূলে "রাজস্ব জমা" খাতে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া/ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে জমা দিতে হইবে এবং প্রাপ্ত চালান বা কোন শিডিউল ব্যাঙ্কের উপর ডিপোজিট অ্যাট-কল টেণ্ডারের সহিত গাঁথিয়া দিতে হইবে। আয়কর পরিশোধের শংসাপত্র, অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতির প্রমাণ দাখিল করিলে টেণ্ডার ফরম বিক্রয় করা হইবে। বায়নার টাকা ব্যতিরেকে টেণ্ডার বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না এবং উহা অগ্রাহ্য হইবে। শর্তাবলী ও টেণ্ডার ফরম ১১-১০-৭১ তারিখ পর্যন্ত কাজের দিন বিকাল ৪টা পর্যন্ত অফেরতযোগ্য ১৫ টাকা (নগদ টাকা) মূল্যে এই অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। (৫০২)

সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, সি এম পি ও, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, কলি-১ বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, সংবাদপত্র-সমূহে পূর্বে বিজ্ঞাপিত ১০০ এবং ৩০০ ইউনিট ৫ তলা বিল্ডিংয়ের জন্য টেণ্ডার খোলার তারিখ ১৫ অক্টোবর, '৭১ তারিখ পর্যন্ত এতদ্দ্বারা পিছাইয়া দেওয়া হইল। ১৪ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত টেণ্ডারের কাগজপত্র বিক্রয় করা হইবে। (৫৫৪)
৩৭৭৯(৩)আইপিআর/এ/৭১

টেণ্ডার

হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড

সেণ্ট্রাল ট্রান্সপোর্ট অ্যাণ্ড শিপিং অর্গানিজেশন
১৮, স্ট্র্যাণ্ড রোড,
কলিকাতা

টেণ্ডার নোটিস নং
টিএস/সিএল/কনস/১(৪১)

নিম্নলিখিতের জন্য সীলকরা দরপত্র আহবান করা হইতেছে—

টেণ্ডার

১,৪৬,০০০, টাকা ব্যয়বরাদ্দে "রাবিশ ও সিণ্ডার দিয়া কলিকাতার পাহাড়পুর ইয়ার্ডের উন্নয়ন।"

উপরোক্ত কাজের জন্য প্রতি প্রস্থ বাবদ অফেরতযোগ্য নগদ ১০, টাকা আদায় দিলে ৭ই অক্টোবর হইতে ১৪ই অক্টোবর, '৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন উপরোক্ত ঠিকানায় টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

দ্রব্যাবলী সরবরাহের জন্য টেণ্ডার নোটিস

নিম্নলিখিতগুলির জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা হইতেছে :—

ক্রঃ নং	টেণ্ডার নং, দাখিলের শেষ তারিখ এবং নন-আই আর এস ড্রইং ও স্কেচের মূল্য	দ্রব্যাবলীর বিবরণ ও পরিমাণ
৪১৪।	পিবি৪|ওটি|৩৫|৫১|৭১ ২৫-১০-৭১	আইআরএসএস ড্রইং নং ভিবি৫৮/এম অল্টা ২ এবং স্পেসিফিকেশন আই আর এস এস-আর/৩·৪৬ (কারেণ্ট) অনুসারে পিস্টন রড কটার =২১,৪০০টি
৪১৫।	পিডি৪|আর|ওটি|৫২|৪|৭১ ১০-১১-৭১	আইআরএস ড্রইং নং ৫৩৫৩৩ অল্টা ২ অনুসারে ফাউণ্ডেশন টাইপ 'বি' =২৮৩টি
৪১৬।	ওটি|এন|পিসি৩|এইচডি|৭১|৯৩ ১০-১১-৭১ ২, টাকা	(ক) ড্রইং নং সিইই/ডব্লুআর/এক্স-১১১-এর সাইজ ৩ অনুসারে টিকউড বোর্ড ডবল প্যানেল =২,০০০টি (খ) ড্রইং নং সিইই/ডব্লুআর/এক্স-৩-এর সাইজ ২ অনুসারে —ঐ— —ঐ— =১,০০০টি
৪১৭।	ওটি|৮৩|পিসি৩|৭১|৯৬ ১০-১১-৭১	আইএস১৫৫৪, সাইজ৩১/২ কোর×৫০ স্কোঃ মিঃমিঃ অনুসারে ৬৫০/১১০০ ভোল্ট গ্রেড উপযোগী অ্যালুমিনিয়ম কণ্ডাক্টর পিভিসি ইনস্যুলেটেড কর্ড লেড আপ, থার্মোপ্লাস্টিক মেটিরিয়েলের ক্যানল কভারিং দ্বারা ঘেরা =২,০০০ মিটার
৪১৮।	ওটি|৮৩|পিসি৩|৭১|৯৭ ১৭-১১-৭১	প্লেন সার্কুলার স্ট্র্যাণ্ডেড অ্যালুমিনিয়ম কণ্ডাক্টর ৪ কোর×২৫ স্কোঃ মিঃমিঃ ১১০ ভোল্ট গ্রেড, আইএস১৫৫৪(পার্ট-১) ১৯৬১ অনুসারে =২,০০০ মিটার
৪১৯।	ওটি|৮৩|পিসি[illegible] ১৭-১১-৭১	কেবল, আণ্ডার গ্রাউণ্ড ইমপ্রেগনেটেড নন-ড্রেনিং টাইপ পিআইএলসিডি-এসটিএ এবং সার্ভড ১১ কেভি গ্রেড ৩ কোর অ্যালুমিনিয়ম কণ্ডাক্টর, ১৯৬১-এর ১৭৫৩ অনুসারে। আর্থড সিস্টারনের উপযোগী এবং সমস্তটি আইএস৬৯২ কারেণ্ট এডিশন অনুরূপ। সাইজ ৫০ স্কোঃ মিঃমিঃ =১০০ মিটার
৪২০।	ওটি|৮৩|পিসি৩|৭১|১০২ ১৭-১১-৭১	—ঐ— —ঐ— সাইজ ২৫ স্কোঃ মিঃমিঃ =১,০০০ মিটার
৪২১।	ওটি|৮৩|পিসি|৩|৭১|১০৩ ১৮-১১-৭১ ২, টাকা	সিইই-এর ড্রইং নং সিইই/ডব্লুআর/জেড/১৪৫ অনুসারে টার্মিন্যাল সকেটসহ আর্থ কোন কমপ্লিট =২,০০০টি
৪২২।	ওটি|৮৩|পিসি৩|৭১|৯৫ ১৮-১১-৭১	আইএস১৫৫৪/পার্ট-১ সাইজ ৩½ কোর×১৬ স্কোঃ মিঃমিঃ অনুসারে পিভিসি কেবল আনসিলড আরমড ১·১ কেভি গ্রেড অ্যালুমিনিয়ম কণ্ডাক্টর =২,০০০ মিটার
৪২৩।	ওটি|৮৩|পিসি৩|৭১|৯৪ ১৮-১১-৭১	আইএস১৫৫৪(পোর্ট-১) সাইজ ৩½ কোর×৩৫ স্কোঃ মিঃমিঃ অনুসারে পিভিসি কেবল ইনস্যুলেটেড আরমরড ১·১ কেভি গ্রেড অ্যালুমিনিয়ম কণ্ডাক্টর =২,০০০ মিটার
৪২৪।	ওটি|৮৩|পিসি৩|৭১|৯৩ ১৮-১১-৭১	আইএস১৫৫৪(পোর্ট-১) সাইজ ৩½ কোর×৯৫ স্কোঃ মিঃমিঃ অনুসারে পিভিসি কেবল ইনস্যুলেটেডে আরমরড ১·১ কেভি অ্যালুমিনিয়ম কণ্ডাক্টর =১,০০০ মিটার
৪২৫।	এস|ওটি|পিসি৩|এইচডি|৭১|৭১ ২২-১১-৭১	ল্যাম্পহোল্ডার অ্যালুমিনিয়ম কে সেড বেনেট ক্যাপ ব্যাটেন টাইপ ব্যাক প্লেট, শেড ক্যারিয়ার রিং-সহ কমপ্লিট, জিইসি-এর রেফাঃ নং এস১০৬৮ =২৮,৪৯৫টি
৪২৬।	ওটি|পিডি২|৬৩|০১|৭১ ১১-১১-৭১	আয়রন চেন অর্ডিনারি মিডিয়ম লিংক ১২৯ মিমি×৭৮ মিমি×২০ মিমি×১৪৩০ মিমি। আই আরএস ড্রইং নং ডব্লু/এলজি১৪২৫, স্পেসিফিকেশন আর-৬-এইচ-৩। মাইল্ড স্টীল ইলেকট্রিক্যালি ওয়েলডেড, আইআরএসডব্লু/এলজি ১৪২৫, স্পেসিফিকেশন আইআরএসএস, এইচ ২৩/৬৬, ২০ মিমি ডায়াঃ অনুযায়ী =৩৬,৭৭০ কেজি
৪২৭।	ওটি|এস|পি অ্যাণ্ড এম (২)|সি|২|৭১|২২৩ ২২-১১-৭১	মোটর কোচের জন্য এসকেএফ রোলার বেয়ারিং নং ২২৩২৮/সি/সি৩ =৫৫টি
৪২৮।	ওটি|এস|পি অ্যাণ্ড এম (২)|সি|২|৭১|২২৯ ২২-১১-৭১	ট্রেলার কোচের জন্য এসকেএফরোলার বেয়ারিং নং ২২৩২৬/সিকে/সি৩ =১৯০টি
৪২৯।	ওটি|এস|পি অ্যাণ্ড এম|(২)|সি|২|৭১|২৩০ ২৩-১১-৭১	ট্রেলার কোচ বেয়ারিং-এর জন্য ড্রঅ্যাল স্লিভ এসকেএফ/এএইচ-২৩২৬ =১৯০টি
৪৩০।	এস|পিসি৩|এইচডি|৭১|৫৭ ২৩-১১-৭১	৩-সেলের টর্চ ওয়াইড মাউথ, ইনস্যুলেটেড ফিক্সড টাইপ ব্রাস ক্রোমিয়ম প্লেটেড করোগেটেড বডি, তলা হইতে সেল বদলাইবার ব্যবস্থাসহ কমপ্লিট, আন-স্ক্রু করা প্রি-ফোকাস করা বালব সহ, সেল বাদ, আইএস২০৮৩/৬২ অনুসারে =২,৩৬৯টি
৪৩১।	এন|৮৫|১|পিসি২|৬১|১০২০|২৪৭ ২৩-১১-৭১	আরডিএসও ড্রইং নং টিডি১৫৫১ অনুসারে স্টে রোড জি আই =১,৬৪৮টি
৪৩২।	ওটি|পিএ২|০১ আরপিএফ|৭১|৪৮ ২৩-১১-৭১	নেটের মশারি, অলিভ গ্রীন স্কোয়ার মেশ সাইজ ২·১৩৮ মিঃ×১·০৬ মিঃ, নিম্নোক্ত ডিফেন্স স্পেসিফিকেশন নং অনুসারে : (১) আইএনডি/টিসি/৪২০৬(এফ) (২) আইএনডি/টিসি/০১৩৭(এফ) (৩) আইএনডি/টিসি/০১৪২ (৪) আইএনডি/টিসি/০০৪০(সি) (৫) আইএনডি/টিসি/০৩৫২ (৬) আইএনডি/টিসি/০২৭৯(এম) (৭) আইএনডি/টিসি/০৩১১(বি) =৬১৫টি
৪৩৩।	ওটি|পি অ্যাণ্ড এম|৩|বি|৪|৭১|১১১ ২৪-১১-৭১	ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়েস্ট ৩ এম/টি ক্যাপাসিটি, স্পেসিফিকেশন অনুসারে =৪টি
৪৩৪।	ওটি|এমপি|১|৮৪|৬৮|আরপি ২৪-১১-৭১ প্রতিটি ২, টাকা	ইলেকট্রিক পিগমি ল্যাম্প ১১০ ভোল্ট×১৫ ওয়াট বিসি, ড্রইং নং সিইই/আরএস/৩২/১১১/০০১ অনুসারে =৬,০০২টি
৪৩৫।	ওটি|এস|পিবি২|ইএ২|৩৪১|৭১ ২৪-১১-৭১ প্রতিটি ১, টাকা	ড্রইং নং টাটা/মিসে/২৪৬এমএটিএল-সেলুলার রবার, স্পেসিফিকেশন এম-আইএন-১৭৪১ গ্রেড জি অনুসারে স্যাণ্ড বক্স গ্যাসকেট =৭,২৫০টি
৪৩৬।	পিডি১|এফ১|ওটি|৭১|১০ ২৪-১১-৭১	আইআরএস ড্রইং নং এইচএ১১০ অনুসারে এস এস স্টেজিং ৭·৬২ মিঃউচ্চ, ৩·৬ মিঃ×৩·৬ মিঃ×২.৪৪ মিঃ ডিপ ট্যাঙ্কের জন্য, কমপ্লিট ফিটিং সহ =৪টি
৪৩৭।	ওটি|পি৪|এফ|৬৪৩|৭২-৭৩ ২৫-১০-৭১	আই এস ২২৬/৬৯ অনুসারে এন এস হেক্সাঃ ৪৬ মিমি, স্ট্যাণ্ডার্ড কোয়ালিটি =৩৩ এম/টি
৪৩৮।	ওটি|পিএ২|০১|৭১|৩৮ ৩-১১-৭১	স্পেসিফিকেশন আইএস১৭৭-১৯৬৫ ভ্যারাইটি-১ অনুসারে ড্রিল কটন মিনারেল খাকি ৭১/৭৩ সিএমএস প্রস্থ =১,০০,০০০ মিটার

বিঃ দ্রঃ ১। প্রতি ক্ষেত্রে টেণ্ডারের মূল্য প্রত্যেকটি ৫, টাকা ও ড্রইং-এর মূল্য উপরে ক্রমিক নম্বরের পার্শ্বে উল্লিখিত মত।

২। আই আর এস, সি এস এল এবং আর ডি এস ও ব্যতীত ড্রইং এবং টেণ্ডার ফরম নিম্নবর্ণিতের অফিস হইতে বাহিরের ফার্মের ক্ষেত্রে সরাসরি তাঁহার নিকট মনিঅর্ডারযোগে টেণ্ডার ফরম ও ড্রইং-এর মূল্য (অফেরতযোগ্য) পাঠাইয়া এবং স্থানীয় ফার্মের ক্ষেত্রে চীফ ক্যাশিয়ার দঃ পূঃ রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-৪৩-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্যাশ রসিদ দেখাইলে কাজের দিন বেলা ১০টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে নিম্নবর্ণিতের অফিসে (ট্যাবুলেশন সেকসন) পাওয়া যাইবে।

সংশোধনী

(১) টেণ্ডার নং এস|ওটি|পি সি ৩|এইচ বি|১৩৩|৭১, দাখিলের শেষ তারিখ ১৫-১১-৭১ নিম্নোক্ত ভাবে পড়িতে হইবে : মেসার্স জে স্টোন-এর রেফাঃ নং ০১১২৪১ এন অনুসারে আই আর ২৯ এল, ১০০ অ্যাম্প, টোনাম ডায়নামোর জন্য টার্মিন্যাল অ্যাসেম্বলি সহ "ও এ আর" কমপ্লিট।

কণ্ট্রোলার অফ স্টোর্স,
গার্ডেন রিচ, কলিকাতা-৪৩
(৬০২)

পিআর|এসই|পিএ|১|স্টোর্স- ২৩

১৯৭১-৭২-এ

সি এম ডি এ-র ৫০ কোটি টাকার কর্মসূচি

স্টাফ রিপোর্টার

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব শ্রী কে কে দাস মনে করেন, সি-এম-ডি-এ-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে কাজকর্মের সমন্বয়ের অভাবে সি-এম-ডি-এর কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। তিনি মনে করেন, সি-এম-ডি-এর চেয়ারম্যানের পদটি বেশ কিছুকাল শূন্য পড়ে থাকার দরুনও প্রশাসনিক দিক থেকে কাজের অসুবিধা হয়েছে। একথা স্বীকার করতে তাঁর কোন বাধা নেই। তবে তাঁর আশা সম্প্রতি শ্রী বি বি ঘোষ সি-এম-ডি-এর নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ায় কাজকর্মের অনেকটা সুবিধা হবে।

শ্রী দাস শুক্রবার কলকাতায় একজন রিপোর্টারের প্রশ্নের উত্তরে ওইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব সি-এম-ডি-এর কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সি-এম-ডি এর কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন।

শ্রী দাস বলেন, ১৯৭১-৭২ সালে সি-এম-ডি-এ ৫০ কোটি টাকার কার্যসূচি গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার মাঝে মাঝে ওই কার্যসূচি রূপায়ণের ব্যাপারে পর্যালোচনা করবেন। এ বছর এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে ৮-৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ওই সব সংস্থা শ্রীদাসকে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁরা বছরের বাকি সময়ের মধ্যে আরও ৩১ কোটি টাকা ব্যয় করতে পারবেন। এছাড়া বস্তি উন্নয়নের জন্য ৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এইসব মিলিয়ে বর্তমান বছরে মোট ৪৫ কোটি টাকার ব্যয় ধরা হয়েছে। অন্যান্য সংস্থাগুলির মধ্যে আছে—কলকাতা কর-অপোরেশন, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, সি-এম-পি-ও, সি-এম-ডবলিউ-এস-এ ও বিভিন্ন পৌরসভা, পি ডবলিউ ডি এবং সেচ দফতর।

শ্রী দাস বলেন, সব কিছু দেখে শুনে তাঁর মনে হয়েছে যে, সি-এম-ডি-এ ও অ্যানন্য সংস্থা তাঁদের কার্যসূচী রূপায়ণের ব্যাপারে এ বছর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে কৃতিত্ব

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজের অধ্যাপিকা আরতি মিত্র ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীর অধীনে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে গবেষণা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-ফিল উপাধি পেয়েছেন। তিনি পরলোকগত ডক্টর পঞ্চানন মিত্রের কণিষ্ঠা কন্যা।

টেণ্ডার

কোন কারণ না দর্শাইয়া প্রস্তাব গ্রাহ্য/অগ্রাহ্য করার দায়িত্ব জেনারেল ট্রান্সপোর্ট অ্যাণ্ড শিপিং ম্যানেজারের উপর ন্যস্ত আছে। (৪১৩)

মিলিটারি এঞ্জিনীয়ার সার্ভিসেস

গ্যারিসন এঞ্জিনীয়ার, বেঙডুবি, পোঃ অঃ বেঙডুবি, জেলা দার্জিলিং, "বেঙডুবিতে কংক্রীট পেভমেণ্ট, ব্রিজ ও রাস্তার ব্যবস্থা"-এর জন্য টেণ্ডার ফরম ইস্যুর নিমিত্ত যথাযোগ্য শ্রেণীর তালিকাভুক্ত এম ই এস, পি ডব্লু ডি, সি পি ডব্লু ডি ও রেলওয়ে ঠিকাদারগণের নিকট হইতে ১ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে অথবা তাহার পূর্বে টেণ্ডারের জন্য দরখাস্ত আহবান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয় (আনুমানিক) ২·১০ লক্ষ টাকা। যে সব ঠিকাদার বেঙডুবি-স্থিত হেঃ কোঃ সি ডব্লুই শিলিগুড়ি-এর এম ই এস ঠিকাদারগণের অনুমোদিত তালিকাভুক্ত নহেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দরখাস্তের সহিত অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টে তালিকাভুক্তির চিঠির নকল, আয়কর পরিশোধের শংসাপত্র এবং গত দুই বৎসরে তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত কাজের বিবরণ (যে সব অফিসারের অধীনে কাজ সম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহাদের পদমর্যাদা উল্লেখে) দাখিল করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের টেণ্ডারের সহিত বায়না হিসাবে ১০,৫০০, টাকাও জমা করিতে হইবে। (২৫৪)

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে গ্রে কটনইয়ার্ন সরবরাহের জন্য আই জি অব প্রিজনস, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে। টেণ্ডারের সঙ্গে আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের চলতি সার্টিফিকেট এবং আই জি অব প্রিজনস, পঃ বঙ্গ-এর অনুকূলে ট্রেজারি চালানে অথবা তাঁহার অনুকূলে যথাযথভাবে এনডোর্স করা জি পি নোটে বা এন এস সার্টিফিকেটে আবশ্যক বায়না জমা থাকা চাই। টেণ্ডারের উপরে দ্রব্যের নাম লিখিয়া দিতে হইবে। টেণ্ডার, দ্রব্য, পরিমাণ, স্পেসিফিকেশন-এর বিবরণ, সরবরাহের বিস্তারিত শর্ত ও আবশ্যক বায়নার পরিমাণ অফিসের কাজের সময় প্রিজনস ডিরেক্টরেট, রাইটার্স বিল্ডিংস, ব্লক নং ৬ (সর্বোচ্চতল) কলিকাতা-১ ঠিকানায় পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ : ৮ অক্টোবর ১৯৭১ (বেলা ১১টা)।
৩৭৭৫(৩) আই পি আর|এ|৭১ (৫৫১)

সঙ্গীত-কলা

সুখ্যাত রবীন্দ্রনাথ বসুর দরদীকণ্ঠে রবীন্দ্র/সংস্কৃত-গীতি শুনুন/শিখুন; ভক্তবৃন্দ, "সুরবিতান";—৮৩, মনসাতলা লেন—২৩। (সি ১৬৬০)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

গোপীনাথ চেয়ারম্যান

টেস্ট নির্বাচক কমিটিতে ফাড়কর

স্টাফ রিপোর্টার

অপ্রত্যাশিত নির্বাচন! ৪২ বছর বয়স্ক সি ডি গোপীনাথ সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৭১-৭২ সালের জন্য টেস্ট নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। বিরোধিতা হতে পারে জেনে এবং বোরড সভাপতি অমরবাবুর অনুরোধে শ্রীমণীন্দ্র দত্তরায় শেষ মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিরত হন; তাঁর বদলে ব্যালটে ২৭ ভোটের মধ্যে ২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন পূর্বাঞ্চল থেকে বাংলার দাত্তু ফাড়কার। শ্রীদত্তরায় মাত্র রইলেন দাতব্য তহবিল সাব-কমিটিতে।

নির্বাচক কমিটিতে বাকি অঞ্চলগুলি থেকে নির্বাচিত হলেন, ২১ ভোট পেয়ে জে এন ঘোরপাড়ে (পশ্চিম), ২৬ ভোটে এইচ টি দানী (উত্তর) ও এম এন জগদলে (মধ্য)। ভোটাভুটির সময় অন্যতম প্রার্থী রেলের বি বি নিমবালকার নাম প্রত্যাহার করে নেন। অপর এক প্রার্থী খান্দু রঙ্গনেকার পান মাত্র ১০ ভোট।

রবিবার কলকাতার স্পেনসেস হোটেলে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দীর্ঘকালীন এই সভায় ১১টি কমিটি গঠিত হয়েছে, গৃহীত হল গত বছরের হিসাব। সভায় ২৭টি অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে ২৬টির প্রতিনিধিরা আসেন। অনুপস্থিত ছিল বিদর্ভ।

শুরুতেই ওয়েস্ট ইনডিজ ও ইংল্যান্ডে 'রাবার' বিজয়ী ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানানো হয়। ইংল্যানড-প্রত্যাগত টিমের প্রত্যেককে দেড় হাজার টাকা বোনাস দেওয়ার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এম সি সি-র ভারত সফর প্রসঙ্গ

১৯৭২-৭৩ সালে এম সি সি যাতে ভারতে ৫টি টেস্ট, ৫টি আঞ্চলিক ম্যাচ ছাড়াও আরও কয়েকটি ম্যাচ খেলে সেজন্য আমাদের বোরড অনুরোধ জানাবে।

ইরানী ট্রফি ও দলীপ ট্রফি

আগামী ২২ থেকে ২৫ অকটোবর বোমবাইয়ে অবশিষ্ট ভারত-বোমবাইয়ের মধ্যে ইরানী ট্রফির খেলা। তবে দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ও সেমি ফাইনাল খেলা হবে ফেব্রুয়ারিতে। উত্তরাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল (১১, ১২ ও ১৩ তারিখে ইনদোরে), পশ্চিমাঞ্চল-পূর্বাঞ্চল (১১, ১২ ও ১৩ জামশেদপুরে) এবং দক্ষিণাঞ্চল-বিজয়ী উত্তর ও মধ্যাঞ্চল (২৫, ২৬ ও ২৭ হায়দরাবাদে)। ফাইনাল ৩ থেকে ৬ মার্চ বাঙ্গালোরে।

বাংলাদেশ সাহায্য তহবিলের জন্য বিজয়ী ভারত-অবশিষ্ট ভারত তিন বা চারটি ম্যাচ খেলবে। এর দুটি বোমবাই ও কলকাতায়। কলকাতার খেলাটি সম্ভবত ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি।

রণজি শতবর্ষ

১৯৭২ সালের ১০ সেপটেমবর রণজিৎ সিংজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো ছাড়াও বোমবাইয়ে বিজয়ী ভারত - অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে প্রদর্শনী ম্যাচে বিদেশী কয়েকজন খেলোয়াড়কে আমন্ত্রণ করা হবে।

স্কুল ক্রিকেট

১৯৭২-৭৩ সালে অসট্রেলিয়া স্কুল ক্রিকেট টিমের ভারত সফর অনুমোদন করা হয় বটে, কিন্তু পরবর্তী মরসুমে পাল্টা-ভাবে ভারতীয় স্কুল দলের অসট্রেলিয়া সফরেরও দাবি জানানো হয়েছে।

বিক্ষোভ মিছিল

ক্রি-কনট্রোল বোরডের সভার মাঝে এদিন বেলা ১টা নাগাদ এসপ্ল্যানেড ইসটে একটি বিক্ষোভ মিছিল যায়। তারা শ্লোগান দেন : খেলাধুলা থেকে দুর্নীতিগ্রস্তদের অপসারণ করুন, স্টেডিয়াম চাই, সারা দেশে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করুন। মিছিলটি প্যাভিলিয়ন আউটকে দিয়ে কয়েকজন প্রতিনিধি বোরড সভাপতির কাছে একটি স্মারকলিপি দেন।

ভারতীয় দল পানজাবকে হারাল

জলন্ধর, ২৬ সেপটেমবর—বার্সিলোনার বিশ্ব হকিতে অংশ গ্রহণের জন্য নির্বাচিত ভারতীয় দল ২—০ গোলে প্রদর্শনী খেলায় পানজাব একাদশকে পরাজিত করেছে। গণেশ ও কুলবন্ত সিং একটি করে গোল করে। পানজাব দলে তিনজন ওলিমপিক খেলোয়াড় ছিলেন। —ইউ এন আই

উবের কাপের খেলা নবেমবরেই

লখনউ, ২৫ সেপটেমবর—তাইল্যানড ও ভারতের মেয়েদের মধ্যে উবের কাপ ব্যাডমিনটনের খেলা, এখানে উত্তরপ্রদেশ ক্রীড়া পর্ষদের ইনডোর স্টেডিয়ামে নবেমবরেই হতে পারবে। সাম্প্রতিক বন্যায় স্টেডিয়ামের মেঝের যে ক্ষতি হয়েছে খেলার আগেই তা মেরামত করে নেওয়া যাবে। —পি টি আই

বি এস এফ বর্ধমানকে হারিয়েছে

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপটেমবর—অল ইনডিয়া বাটলিবয় বাস্কেট বল প্রতিযোগিতার 'এ' গ্রুপের লীগের খেলায় গতবারের বিজয়ী জলন্ধরের বরডার সিকিউরিটি ফোরস ১১৩—২১ পয়েনটে বর্ধমান জেলাকে পরাজিত করেছে। —ইউ এন আই

সর্বাধিক সোনা রাশিয়ার

লিমা, পেরু, ২৬ সেপটেমবর—পঞ্চবিংশ বিশ্ব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপসে পদক প্রাপ্তির তালিকা :

	সোনা	রুপো	ব্রোন্জ
রাশিয়া	১২	৮	৪
পোল্যানড	৭	৩	৩
জাপান	৪	৫	৪
পূর্ব জারমনি	২	২	০
হাঙ্গারি	১	৪	১
ইরান	১	৩	১
বুলগারিয়া	১	২	৫
ফিনল্যানড	১	২	১
নরওয়ে	১	১	০
যুক্তরাষ্ট্র	১	০	৩
গ্রীস	১	০	০

রুপো ও ব্রোনজ পদক পেয়েছে কিন্তু সোনার পায়নি—ইতালি, সুইডেন, অসট্রেলিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও কলমবিয়া। —এ পি

প্রোকটর ও রিচার্ডস বিশ্ব দলের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে

জোহানেসবারগ, ২৬ সেপটেমবর—দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পর পর তিন বছর নির্বাচিত সভাপতি ও প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় জ্যাক চীথাম বলেছেন, দলগত খেলা ও ব্যক্তিগত শ্রেণীভুক্ত খেলার পার্থক্য বিষয়ে সরকারী নীতিকে অ্যাসোসিয়েশন "অযৌক্তিক ও অগ্রহণীয়" বলে মনে করে।

চীথামের উক্ত মন্তব্যের কারণ দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার স্থির করেছেন, শুধু দেশের মধ্যেই টেনিস বা অ্যাথলেটিকসের মত খেলার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অশ্বেতাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে পারবে যদি তারা দক্ষতার যোগ্য মানের হয়। কিন্তু এই বিধি থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবেই রাগবি ও ক্রিকেটকে বাদ রাখা হয়েছে।

মাইক প্রোকটর ও ব্যারি রিচারডস অসট্রেলীয় ক্রিকেট বোরডকে জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্বদলের পক্ষে তারা অসট্রেলিয়ায় খেলতে যেতে পারবে না। প্রোকটর রোডেশিয়ার চুক্তিবদ্ধ জাতীয় কোচ। সে বলেছে, কখনো অসট্রেলিয়ায় যাইনি তাই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলে খুবই খুশি হতাম। কিন্তু রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতি আমার দায়বোধ সবার উপরে।

রিচারডস নাটালের একটি দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। সেও প্রোকটরের মত একই যুক্তি দিয়েছে। —রয়টার

ফিলিপিনস প্রথম বাধা ডিঙোল

সিওল, ২৫ সেপটেমবর—ওলিমপিক ফুটবলের ছাঁটাই পর্বের খেলায় পূর্ব এশীয় বিভাগে ফিলিপিনস ৩—০ গোলে আজ তাওয়ানকে হারিয়েছে। —রয়টার

বেংকট, সুনীল ও চন্দ্র বিশ্ব একাদশ দলে আমন্ত্রিত

স্টাফ রিপোর্টার

অসট্রেলিয়া সফরের জন্য বিশ্ব একাদশ ক্রিকেট দলে ভারতের বেংকট-রাঘবন, সুনীল গাভাসকার ও চন্দ্রশেখরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আগামী নবেমবর থেকে ফেবরুয়ারি পর্যন্ত খেলাগুলি হবে। রবিবার ক্রি-কনট্রোল বোরড ভারতীয় খেলোয়াড়দের ওই সফরের অনুমতি দিয়েছে।

জয়-বিজয় যথাযথ এগোচ্ছে

সিওল, ২৬ সেপটেমবর—চতুর্থ জুনিয়র এশিয়ান টেনিসের চ্যাম্পিয়নশিপের ডাবলসে সেমি-ফাইনালে বিজয় অমৃতরাজ ও জয়কুমার রয়াপ্পা ২-৬ ৬-২, ৬-১ গেমে জাপানের সাকামোতো ভ্রাতৃদ্বয়কে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। জয় ও বিজয় সিঙ্গলসের খেলায়ও তাদের দুই কোরীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহজে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। —রয়টার

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সমস্ত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

পাঁচালী ভারতী : ৭টায় বেহালা নন্দনা পার্ক দুর্গা উৎসব মণ্ডপে দেশরত্ন রায়ের শিব বিবাহ পাঁচালী গান। **নন্দন মিলন বীথি (হরিনাভি) :** সকাল ৯টায় দুঃস্থদের বার্ষিক বস্ত্র বিতরণ। **কলকাতা পৌরসভা টিকাদার সমিতি :** সকাল ৯টায় বাংলাদেশ শরণার্থী বালকবালিকাদের মধ্যে জামাকাপড় বিলি। **রামমোহন লাইব্রেরী :** সন্ধ্যায় রাজা রামমোহনের ১৩৮তম স্মরণতিথি পালন। **শ্রীভোলানন্দ আশ্রম :** ১ মহেশ চৌধুরী লেনে (ভবানীপুর) সকাল ৬টা থেকে ৯টায় পূজা ও প্রসাদ বিতরণ। **মহানন্দ মিশন :** (১৩৫ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) ৬টায় মহানাডালের মনভঞ্জন কীর্তন। **শ্রীসাই সমাজ :** ১২০বি, রাসবিহারী এভেন্যুতে ৭টায় হিন্দী ভজন। **দমদম ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন :** ১০ অকটোবর পর্যন্ত রোজ ৫—৯ সকলের জন্য চিত্র প্রদর্শনী খোলা থাকবে। **ডেমোক্র্যাটিক অ্যাসোসিয়েশন (বিজয়গড়) :** সকালে আর্তসেবায় সদস্যদের পূজা-মণ্ডপে রক্তদান। **গান্ধী প্রদর্শনী বিক্রয় কেন্দ্র :** ২৮ সেপটেমবর পর্যন্ত বেলা দশটা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত শিয়ালদহ স্টেশনের সামনে গান্ধী প্রকাশনী বিক্রয় কেন্দ্র খোলা থাকবে। **দক্ষিণ কলিকাতা নাগরিক সমিতি :** দেশপ্রিয় পার্কের বিপরীত দিকে শিল্পী অনিলা সাহা প্রমুখের চিত্র প্রদর্শনী ৩০ সেপটেমবর পর্যন্ত সকাল ১০ থেকে বেলা ১ ও ৪টা থেকে ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

দিনপঞ্জিকা

আজ সপ্তমী : শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

সোমবার, ১০ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৫ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৭ সেপটেমবর, ১৯৭১, ৬ সাবান। সপ্তমী দিবা ঘঃ ১০।৩২ মিঃ পর্যন্ত। মূলানক্ষত্র রাত্র ঘঃ ৪।৭ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৩০।১১ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।২৫।৪১ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি পাপযোগ-দোষ। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা। মুখ্য ও গৌণ-চান্দ্র আশ্বিন (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

সোমবার, ১০ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৫ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৭ সেপটেমবর, ১৯৭১, ৬ সাবান। সপ্তমী প্রাতঃ ঘঃ ৫।৩২।৩৪ সেঃ পর্যন্ত। মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১২।৭।৩১ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৯।২২ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।২৬।৪২ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি পাপযোগাদিদোষ। মহাষ্টমীর উপবাস। বীরাষ্টমী ব্রত। মুখ্য ও গৌণ-চান্দ্র আশ্বিন (শুক্লপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার	রাত্রি আরম্ভ	দিবা ভাঁটা	রাত্রি আরম্ভ
সোমবার—	৫-৩	৫-২১	৯-২৯	৯-২৪

বেতার বার্তা

সোমবার—২৭ সেপটেমবর

১ম অধিঃ—(৪৪৭.৮ মীঃ) ৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্‌; ৬-৫ শুভাবিত; ৬-১০ সংগীত শুদ্ধি; ৬-২৫ চাষীভাইদের বলছি; ৬-৩০ সুরম্য সংগীত : খেয়াল—মানবিক কানন; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ আলি হোসেন ও সহশিল্পীবৃন্দ—সানাই ইং সংবাদ; ৭-৫ গৌরী মুখোঃ—গীটার; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি; ৭-১৫ সন্তোষ মুখোঃ—আগমনী গান, বাং সংবাদ; ৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪০ পূরবী মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা প্রদ্যোৎ নারায়ণ—লোকগীতি; ৮-১৫ অসীমা ভট্টাঃ—আধুনিক; ৮-৩০ গুলাম মুস্তাফা খাঁ—খেয়াল; ৯-৫ রবীন্দ্র-সংগীত (রেঃ); ৯-১৫ মানবেন্দ্র মুখোঃ—নজরুলগীতি (রেঃ); ৯-৩০ সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ বুলবুল দাস—রবীন্দ্র-সংগীত; ১০টা অবকাশরঞ্জন (রেঃ); ১০-৫ কল্যাণী দেব—আলাপ ও ধামার; ১০-৩০ আলি হোসেন ও সহশিল্পীবৃন্দ—সানাই; ১১টা সমাপ্ত। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, সুমিত্রা সেন—রবীন্দ্রসংগীত (রেঃ); ১টা ইমরৎ হোসেন খাঁ—সুরবাহার, বাং সংবাদ; ১-৪০ সুগম সংগীত—বেগম আখতার; ১-৫০ মহিলা মহল; ২-২৫ আবহবার্তা; ২-৩০ বুলবুল দাস—রবীন্দ্রসংগীত; ২-৪৫ ছায়া চট্টোঃ—আধুনিক; ৩টা অনুরোধের আসর (রেঃ); ৩-৩০ সমাপ্ত। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, আলি হোসেন ও সহশিল্পীবৃন্দ—সানাই; ৫-৩০ শম্ভু পাল—শ্যাম সংগীত; ৫-৪৫ গৌরীরানী ঘোষ—আধুনিক; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা; ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ শম্ভু পাল—লোকগীতি; ৬-৪০ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে পাঠ; ৬-৫০ গৌরী মুখোঃ—গীটার; ৬-৫৫ কৃষিকথা, বাং সংবাদ; ৭-৩৫ মফঃস্বলের চিঠি; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৫০ প্রদ্যোৎ নারায়ণ—আধুনিক; ৮টা বাং কথিক/সংগীত; ৮-১৫ সন্তোষ মুখোঃ—রাগপ্রধান; ৮-৩০ অসীমা ভট্টাঃ—আধুনিক; ৮-৪৫ পূরবী মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৯টা সংগীত পরিক্রমা : শাস্ত্রীয় সংগীতে বিবর্তন : (৩) বর্তমান যুগ; ৯-৩০ বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠান : শারদোৎসব; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাং সংবাদ, ১০-১৫ পিন্টু ভট্টাঃ—আধুনিক; ১০-৩০ রথীন ঘোষ ও সহশিল্পীবৃন্দ—পদাবলী কীর্তন; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : (৩০০ মীঃ) ১ম অধিঃ—১টা হিন্দী শিক্ষা ৯-১৫ সমাপ্ত। ২য় অধিঃ—১টা হাইলাইটস অব ওয়েসটারন মিউজিক; ১-৪ পাশ্চাত্ত্য সংগীত (রেঃ), সং; ২-১০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত (রেঃ); ২-৩০ মন্থরগতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্ত। ৩য় অধিঃ—৮টা পিন্টু ভট্টাঃ—ভজন; ৮-১৫ সংবাদ বিচিত্রা (খেলাধুলা); ৮-২৫ আলি হোসেন ও সহশিল্পীবৃন্দ—সানাই, সং; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান (দিল্লি থেকে); ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন (রেঃ); ৯-৩০ ইংরেজীতে বিজ্ঞান পর্যালোচনা; ১০টা বেগম হুমায়ূন মজুমদার এবং আলম গজদার—সারেঙ্গি; ১০-১৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত (রেঃ); ১০-৩০ আবহবার্তা ও সমাপ্ত।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান : (২২৭.৩ মীঃ) সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-১০ মিঃ।

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান : (৫০৪.৮ মীঃ) ১ম অধিঃ—৫-৩০ সময় সংকেত, বন্দেমাতরম : দেশ-গান; ৫-৪৫ শ্যামসুন্দর দাস—বাউল; ৬-৫ দ্বিজেন ঘোষ ও সহশিল্পীবৃন্দ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-২০ বাং সংবাদ; ৬-৩০ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-২০ বাং সংবাদ (৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি); ৮-৩০ সংবাদ পর্যালোচনা; ৮-৩৫ বাং কথিকা; ৮-৪৫ শ্যামসুন্দর দাস বাউল—লোকগীতি; ৯টা কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, হিন্দী সংবাদ; ৫-৫ গৌরীরানী ঘোষ—আধুনিক; ৫-১৫ শ্যামসুন্দর দাস বাউল—লোকগীতি; ৫-৩০ ছায়া চট্টোঃ—রাগপ্রধান; ৫-৪৫ দ্বিজেন ঘোষ ও সহশিল্পীবৃন্দ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬টা বিশেষ ঘোষণা; ৬-৫ গৌরী মুখোঃ—গীটার; ৬-১০ কল্যাণী দেব—ধ্রুপদ; ৬-৩০ মঞ্জুশ্রী রায়—রাগপ্রধান; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭-৫ মঞ্জুশ্রী রায়—রাগপ্রধান; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা; ৭-৩০ ডালিয়া নৌশিন—নজরুলগীতি; ৭-৪৫ মহম্মদ মোকাদ্দস আলি—নজরুলগীতি; ৭-৪৫ লোকগীতি, সং; ৮-৫ গৌরী মুখোঃ—গীটার; ৮-১৫ বাং কথিকা; ৮-৩০ উর্দু অনুষ্ঠান; ৮-৪৫ বাং কথিকা; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান; ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন (রেঃ); ৯-৩০ বাং কথিকা; ৯-৪০ দেশগান; ৯-৪৫ কমরুদ্দীন আহমেদ—লোকগীতি; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা, বাং সং; ১০-১৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০-৩০ অনুরোধের আসর (উচ্চাঙ্গ সংগীত, রেঃ); ১১টা সমাপ্তি।

যুববাণী : (৩০০ মীঃ) ১ম অধিঃ—৭টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম : আলোর গান : ঝর্ণা দত্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-৫ দিনের আলোয় (পাঠ); ৭-১০ রাগরঙ্গ : নিভা দাস—বেহালা, তবলায়—অসিতবরণ লাহিড়ী; ৭-৩০ যুববাণী; ৭-৩৫ সুরের আলো : ঊর্মি বন্দ্যোঃ—গীটার; ৭-৪০ নানা রঙের গান : অনীতা দেবনাথ—অতুলপ্রসাদের গান, কস্তুরী মুখোঃ—নজরুলগীতি ও আধুনিক এবং রমা সিংহ—ভজন; ৮টা এই সপ্তাহের দশকে; ৮-৫ শ্রুতিতরঙ্গ : নিভা দাস—বেহালা; ৮-১০ গীতাঞ্জলি : ঝর্ণা দত্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-২০ সুরলহরী : ঊর্মি বন্দ্যোঃ—গীটার; ৮-২৫ দিগন্তের গান : শর্বাণী দত্তচৌধুরী—আধুনিক, সং; ৮-৪০ সুরকল্লোল : রণধীর রায়—এসরাজ; ৮-৪৫ নতুন কিছু : বৃন্দবাদন : অর্কেস্ট্রা কম্পোজিশন—আনন্দশঙ্কর। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী; ৫-৫ মেঠোসুর : কস্তুরী মুখোঃ—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : ঊর্মি বন্দ্যোঃ—গীটার সং; ৫-৩৫ দেউল : রমা সিংহ—ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : নিভা দাস—বেহালা; ৫-৫০ কবির সুরে গান : অনীতা দেবনাথ—রবীন্দ্র সংগীত, সং; ৬-৫ জাজ সেশন : সংযোজনা—আরান জাকারিয়া; ৬-৩০ খেলাধুলোর জগৎ; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : আরতি সরকার—শ্যামাসংগীত ও লোকগীতি, নিভা দাস—বেহালা, তবলায়—অসিতবরণ লাহিড়ী; ৭টা অমাদের নাটক; ৭-৩০ গানের বৈঠক : ঝর্ণা দত্ত—রবীন্দ্রসংগীত, অনীতা দেবনাথ—অতুলপ্রসাদের গান, কস্তুরী মুখোঃ—নজরুলগীতি, শর্বাণী দত্তচৌধুরী—আধুনিক এবং আরতি সরকার—শ্যামাসংগীত ও লোকগীতি।

পূর্ব রেলওয়ে

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ হইতে নিউ জলপাইগুড়ি ও শিয়ালদহের মধ্যে ৪৩ আপ ও ৪৪ ডাউন দার্জিলিং মেল পুনরায় চলাচল করিবে। ১২ ডাউন দার্জিলিং মেল ২৭ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি হইতে ছাড়িয়া ২৮ তারিখে খেজুরিয়াঘাট পৌঁছিবে। ৪৩ আপ ২৭ তারিখে শিয়ালদহ হইতে ছাড়িবে এবং সেই দিনই ফরাক্কা পৌঁছিবে। ৪৩ আপ সকাল ৯টায় (নয়টায়) শিয়ালদহ হইতে ছাড়িয়া পরিবর্তিত সময়সূচী অনুযায়ী চলিবে এবং সেই দিনই বিকাল ৪-৩৫টায় ফরাক্কা পৌঁছিবে।

চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট

রূপসী কাশ্মীর

রূপসী সে সব ঋতুতেই। তার চিনার গাছের পাতায় পাতায় রূপের আগুন। রকমারি রঙীন ফলেভরা রসমধুর তার হেমন্তের দিনগুলি। বেড়াতে এসে আপনার খরচ এমন কিছু বেশী হবেনা অথচ আপনার মনটা ভরে যাবে খুশিতে।

চলে আসুন কাশ্মীরে। হোটেলে থাকুন। আরো মজা চান তো হাউসবোটে থাকুন। শিকারায় করে চলে যান নিশাতবাগ, শালিমারবাগ আর চশমাশাহীতে। নিসর্গের রূপে মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না।

আসুন গুলমার্গে। এত উঁচুতে গলফ খেলার মাঠ পৃথিবীর কোথাও নেই। বরফ পড়া দেখেছেন কি কোথাও? এখানে এসে দেখুন।

চলে যান খিলানমার্গ, সোনামার্গ আর যশমার্গে। একেবারে পৃথিবীর চূড়ায়, শীর্ষে। দেখুন চারদিকে রঙীন ফুলের মেলা। আসুন পাহেলগাঁও-এ? আরাম করুন শান্ত সৌন্দর্যের মধ্যে বসে।

কেনাকাটা কিছুতো করবেনই। কাশ্মীরের অতুলনীয় কারুশিল্পের কিছু নিদর্শন সংগ্রহ করুন, অবিশ্বাস্য স্বল্পমূল্যে।

দেরী করে লাভ নেই। ছুটিতে বেড়াতে যাবেন যখন। চলে আসুন আমাদের কাছে। সমস্ত খুঁটিনাটি খবর পেয়ে যাবেন।

ডিরেক্টর অব ট্যুরিজম্‌ জম্মু ও কাশ্মীর সরকার • শ্রীনগর

কাশ্মীর সরকারের ট্যুরিষ্ট দপ্তরের নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করুন :

• পৃথ্বিরাজ রোড, নয়াদিল্লী; মানেকজী ওয়াদিয়া বিল্ডিংস, ১২৯ মহাত্মাগান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই; পাঠানকোট-রেলস্টেশনের পাশে; ১২ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা; সচিবালয়, আমেদাবাদ; কাশ্মীর গভর্ণমেন্ট ট্রেড এজেন্ট, অমৃতসর; কাশ্মীর আর্ট এম্পোরিয়াম : লক্ষ্ণৌ, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ ও চণ্ডীগড়।

4

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

সোমবার, ১০ আশ্বিন, ১৩৭৮

দিনের বাণী

যাহারা শ্রম করে, এবং যে লক্ষ লক্ষ কর্মহীন লোক প্রত্যহ পেট ভরিয়া আহার করিতে পারে না এবং একখণ্ড বাসি রুটি ও এক চিমটি লবণের সাহায্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, আমি তাহাদের জন্যই স্বরাজ-লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছি। —মহাত্মা গান্ধী

দুর্গতিনাশিনী মা

বাংলার ও বাঙালীর এ বড় দুর্গতির বৎসর। পশ্চিম-পাকিস্তানী ফৌজী অত্যাচারে তাড়িত পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর পশ্চিমবঙ্গে ভিড়। তাঁহাদের আর্ত-কান্নায় পশ্চিমবঙ্গের বাতাস বেদনা-মন্থর। লাঞ্ছনা, অবমাননা ও বঞ্চনার অশ্রুতে পশ্চিমবঙ্গের মাটি সিক্ত। আত্মঘাতী রাজনীতির অশুভ দাপাদাপিতে পশ্চিম বাংলার বহু গৃহে মা-বোনের বুকফাটা কান্না। দীর্ঘকাল-ব্যাপী বর্ষণে অতিষ্ঠ আর সর্বপ্লাবী বন্যায় আশ্রয়হীন, নিঃসহায় মানুষের দিকে দিকে হাহাকার। তবু বর্ষণের ক্ষান্তি নাই, ক্লান্তি নাই। মাঝে-মাঝেই অট্টহাস্যে আকাশ কাঁপাইয়া, অবিরল জল ঢালিয়া, রুষ্টা প্রকৃতি দুর্গত মানুষের দুঃখের উপরে দুঃখ চাপাইয়া দিতেছে। এ যেন বেদনাক্লিষ্ট মানুষের প্রতি তাহার এক নিষ্ঠুর বিদ্রূপ।

বাংলার এই দুর্গতিঘন পরিবেশেও শরৎ আসিয়াছে। বলিতেই হয়, শরৎ ঋতু জাদু জানে। তাই ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে অঞ্জলিভরা সোনালী রোদ ঢালিয়া দিয়া, শেফালিকার সৌরভ বাতাসে ছড়াইয়া, কাশফুলের শুভ্রতায় নদীর বুকে হিল্লোল তুলিয়া, বর্ষণ-ক্ষান্ত রাত্রিতে নীলাকাশের কোলে চাঁদকে দোলাইয়া, এত দুঃখেও সে বাঙালীর মুখে হাসি ফুটাইয়াছে। বাঙালী দুঃখবেদনা, সাময়িকভাবে হইলেও, ভুলিয়া, বলা চলে অগ্রাহ্য করিয়া অন্যান্য বৎসরের মতোই শারদোৎসবের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, গত শরতে 'পুনরাগমনায়চ' বলিয়া চোখের জলে যাঁহাকে বিদায় দিয়াছিল, সেই শারদেশ্বরীকে আবাহনের, তাঁহার অর্চনার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। মায়ের অর্চনায় উদ্যোগী হইয়াছেন, দেশ হইতে বিতাড়িত, বাস্তুচ্যুত, অতি-দুর্গত শরণার্থীরাও।

কারণ বিপুল সমারোহে দুর্গোৎসব, শারদীয়া মহাদেবীর অর্চনা, আবালবৃদ্ধ নরনারীর প্রাণে সেই আনন্দের স্পর্শ, বাংলা ও বাঙালীর মধ্যে ছাড়া আর কোথাও, এভাবে আর কাহারও মধ্যে হয় বলিয়া আমাদের জানা নাই। দেবতাকে এমন আপন করিয়া দেখা, মহাশক্তিকে আপন মাতা বা কন্যারূপে অন্তরে বসাইয়া তাঁহার অদর্শনে বিয়োগব্যথা অনুভব, বিশেষ করিয়াই বাঙালীর চিন্তা, বাঙালী প্রতিভারই দান। বাঙালীর অনুভবের বিশেষত্ব। বিজয়াতে মাকে বিসর্জন দিয়া বাঙালী-মায়ের মতো আর কে এমন কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে! বাংলার মানুষের মতো কাহার চোখ এমন অশ্রুসিক্ত হয়! কাহাদের মন এমন অকৃত্রিম বিষাদে ভরিয়া যায়!

দেবী দুর্গাকে দেশ-জননীর সঙ্গে একত্র করিয়া দেখাও বাঙালী মনীষারই উপলব্ধিগত সত্য। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' দেশমাতৃকার এই রূপ ধ্যান করিয়াই পরাধীন ভারতের হাজার হাজার সন্তান মায়ের বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন।

সেই মায়ের আরাধনাতেই বাঙালী আজ এত দুঃখের মধ্যেও আবার ব্রতী হইয়াছে। যিনি চিন্ময়ী মূর্তিতে হৃদয়ে চিরবিরাজিতা তাঁহাকে বাহিরের মৃন্ময়ী মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছে—'পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্ব কল্যাণকারিণী', বলিয়াছে—'স্থাপিতাসি ময়া দেবি পূজয়ে ত্বং প্রসীদ মে। আয়ুরারোগ্য-মৈশ্বর্যং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে। হে দেবি, তুমি আমার দ্বারা পূজার জন্য স্থাপিতা হইয়াছ। তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। তোমাকে নমস্কার। তুমি আমাকে আয়ু, আরোগ্য ও ঐশ্বর্য দাও।

বাঙালী মায়ের কাছে বর্ষে বর্ষে এমনই করিয়া প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছে, এমনই করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছে। তবু বাঙালীর দুঃখ তো ঘুচিতেছে না। শুধু ত্রিবিধ তাপে নয়, অসংখ্য সমস্যায়ও বাঙালী আজ জর্জরিত। তবে কি মায়ের আরাধনা বিধিবৎ হইতেছে না, আয়োজনে উপচারে, মন্ত্র পাঠে, আন্তরিকতায় আপনার আমার বাঙালী মাত্রেরই বৃহৎ রকমের কোন ত্রুটি ঘটিয়েছে?

বাঙালীর আজ আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখা প্রয়োজন। যদি পূজাতে কোন অপরাধ ঘটিয়া থাকে তবে তাহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। দুঃখের গলদশ্রুকে পাদ্য করিয়া মায়ের চরণকমল ধোয়াইয়া দিতে হইবে। পূজাপরাধ না ঘটে সে সম্বন্ধে সদা সচেতন থাকিয়া নিজের মন-প্রাণ-দেহকে অঞ্জলি করিয়া মায়ের পায়ে সমর্পণ করা আদ্য কর্তব্য। প্রাত্যহিক কর্মে, নিত্য চিন্তায় অন্তরের নিষ্ঠায় মায়ের সন্তুষ্টিবিধানে দৃঢ়-সংকল্প হইতে হইবে। দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা বাঙালীর সংকট অবশ্যই মোচন করিবেন। জগজ্জননী আমাদেরই শুভকর্মে, কল্যাণ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিয়া আমাদের দুর্গতির অবসান ঘটাইবেন।

বন্যার জল সরিবার পর

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে বন্যার জল সরিয়া যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে বন্যার জল আর কখনও এতদিন দাঁড়াইয়া থাকে নাই। বন্যা-প্লাবিত এলাকা আর কখনও এতদিন অন্য এলাকা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে নাই। বনগাঁ মহকুমার বাগদা-বয়ড়া অঞ্চলের সহিত বনগাঁ বা রানাঘাটের প্রায় পনেরো দিন কোন যোগাযোগ ছিল না, এখনও যাতায়াতের উপায় নাই। মালদহের সঙ্গেও সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, হেলিকপ্টারের সাহায্যেই ত্রাণের সাহায্য পাঠাইতে হইয়াছিল। নদীয়া জেলাও কয়েকদিনের জন্য সড়ক-পথে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সীমান্ত জেলা ২৪-পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম-দিনাজপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার বন্যার সহিত মেদিনীপুর জেলার সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের একটি মূলগত পার্থক্য আছে। সীমান্ত এলাকাগুলিতে স্থানীয় অধিবাসী অপেক্ষা শরণার্থীদের সংখ্যা অনেক বেশী। কোন শরণার্থী শিবিরে সাত দিনের মতো রেশন মজুত রাখার ব্যবস্থা নাই। বন্যার জন্য কোথাও সাত দিন, কোথাও দশ দিন, কোন কোন এলাকায় পনেরো দিনের মধ্যে কোন খাদ্য পাঠানো যায় নাই। বহু এলাকায় নৌকা বলিয়া কোন জিনিস ছিল না। ফলে এই সব বিচ্ছিন্ন এলাকার স্থানীয় অধিবাসী ও শরণার্থীরা কী দুঃসহ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা অনেকের কল্পনার বাহিরে।

বন্যায় রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কোথাও রাস্তার কিছু অবশিষ্ট নাই। বন্যার স্রোতে নদী বা খালের উপর সেতু ভাসিয়া গিয়াছে, এমন ঘটনা অজস্র। বন্যার জল সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই সর্বত্র ত্রাণ-সাহায্য পাঠানো সম্ভব হইতেছে না। ওইসব এলাকায় ত্রাণ-সাহায্য পাঠানোর জন্য রাস্তাঘাট, কালভার্ট ও সেতু মেরামত বা পুনরায় নির্মাণ করা একান্তই প্রয়োজন। রাজ্য সরকার বন্যাত্রাণের জন্য প্রথম পর্যায়ে যে ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহাতে সড়ক-পরিবহণব্যবস্থা পুনরায় চালু করার ব্যাপারটি তেমন গুরুত্ব পায় নাই। জল সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই খাদ্য, তেল, জ্বালানি সরবরাহ করা দরকার। কলিকাতা হইতে যতদূর সড়ক পথে মাল পরিবহণ করা যায়, ততদূর পর্যন্ত মাল লইয়া মজুত করার জন্য কলিকাতার গড়ের মাঠে রাখা ইউনিসেফের ২৫০টি ট্রাক কাজে লাগানো যাইত। স্থানীয় অধিবাসী ও শরণার্থী মিলিয়া দেড় কোটির মতো বিপন্ন মানুষের প্রতি কেন্দ্রীয় শরণার্থী-দপ্তর, রাজ্য সরকারের ত্রাণ-দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিজেদের দায়িত্ব পালন করিতে পারেন নাই।

বন্যার সময় দুর্গত অধিবাসীদের অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়াও জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে। পানীয় জলের সব ব্যবস্থাই নষ্ট হইয়াছে। যে-সব এলাকায় লোকে পুকুরের জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করে, বর্তমানে আর ওই জল ব্যবহার করা যাইতেছে না। সেদিক হইতে রাজ্য সরকার নূতন নলকূপ বসানোর জন্য ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছেন। তবে নলকূপ বসানো এবং পুরাতন নলকূপ মেরামতের কাজ এখনই যাহাতে পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ হয়, সে-জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। জল সরিবার অল্পদিনের মধ্যেই যাহাতে ইরি ধান, গম, সবজি ও বিভিন্ন জাতের রবিশস্যের চাষ আরম্ভ হইতে পারে, সে-জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি-ঋণ, বীজ, বলদ কেনার টাকা প্রভৃতি সরবরাহের ব্যাপারেও অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। দুর্গত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন মকুব এবং সমবায়, রাজ্য সরকার বা বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি ঋণ বা পশুপালন-ঋণ পরিশোধের দায়িত্বও রাজ্য সরকারকে লইতে হইবে। সরকার ওই টাকা পরিশোধ না করিলে কৃষকেরা বকেয়া ঋণের জন্য পুনরায় কৃষি-ঋণ পাইবে না, সমবায়-সমিতিগুলিও কৃষি-ঋণের জন্য বরাদ্দ টাকা লইতে বা কাজে লাগাইতে পারিবে না। এই বন্যার পর বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী কার্যকর করিতেও রাজ্য সরকারের সেচ-দপ্তরের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। অর্থাভাবের অজুহাতে চতুর্থ যোজনায় প্রথমে ৫ কোটি ৯ লক্ষ টাকা বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য বরাদ্দ হইয়াছিল। অথচ এ বৎসরই বন্যা-ত্রাণের জন্য প্রথম পর্যায়ে ৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। লোকের দুঃখদুর্দশা লাঘবের ব্যাপারে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য টাকা থাকে না, কিন্তু বন্যার পর ত্রাণকার্যের জন্য টাকা পাওয়ার ঘটনা সত্যই বিচিত্র।

যৎকিঞ্চিৎ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য দার্জিলিং জেলায় চারিটি মিনি-বাস চালু করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। একটি বাস কয়েক-দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবে, অবশিষ্ট তিনটি কয়েক মাস পরে পাঠানো হইবে। কোন পর্যটন-কেন্দ্রে পর্যটক-আকর্ষণের জন্য প্রথমেই থাকা-খাওয়ার জায়গা ও পরিবহণ-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। পর্যটন-কেন্দ্রে পরিবহণব্যবস্থা উন্নত হইলে পর্যটকেরা ওই এলাকায় বেশীদিন থাকিতে আগ্রহী হইবেন। রাজ্য সরকার কলিকাতা শহরে একশত মিনি-বাস চালু করার কথাও চিন্তা করিতেছেন। কলিকাতার পরিবহণ-সমস্যা সমাধানের জন্য শহরের মধ্যে কয়েক শো মিনি-বাস চালু করা দরকার। কিন্তু সরকার মিনি-বাসের ভাড়া কেন এক টাকা করিবেন, তাহা রহস্য-জনক মনে হইতেছে। সর্বত্র মিনি-বাসের ভাড়া সাধারণ বাসের ভাড়ার মতো বা তাহা অপেক্ষা সামান্য বেশী ধার্য করা হইয়া থাকে। কলিকাতাতেও ওই সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে কলিকাতায় স্কুটার চালু করার প্রশ্নটিও তোলা যাইতে পারে। যে-শহরে ঠেলাগাড়ি, গরুরগাড়ি, রিকশা চলিতে পারে, সেই শহরে স্কুটার চালু করিলে পরিবহণ-ব্যবস্থায় নৈরাজ্য সৃষ্টি হইবে, পুলিশের এই যুক্তির কোন ভিত্তি নাই। পরিবহণ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটিলে যে যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, তাহা রাজ্য সরকারের পরিবহণ-দপ্তরের কর্তাদের চিন্তায় স্থান পায় কি না সন্দেহ।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় কঠোরতা বাড়ল

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর—মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্রীয় বোরড পরীক্ষার মান উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বিশেষ কমিটি যেসব সুপারিশ করেছিলেন বোর্ডের পরিচালনা পরিষদ গতকাল তাঁদের সভায় সেই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেছেন। বোরডের চেয়ারম্যান ডঃ পি ডি শুক্ল এই সভার সভাপতিত্ব করেন।

বোরডের অধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মান উন্নয়নই এইসব সুপারিশের লক্ষ্য। এই সুপারিশ অনুযায়ী যে-কোন বিষয়ে পাশ করতে হলে শতকরা ৩৩ নমবরের জায়গায় শতকরা ৩৬ নমবর পেতে হবে। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হলে গড়ে অন্যূন শতকরা ৬০ নমবর পেতে হবে। যারা শতকরা ৪৮ থেকে ৫৯ নমবর পাবে তারা দ্বিতীয় বিভাগে এবং যারা শতকরা ৩৬ থেকে ৪৭ নমবর পর্যন্ত পাবে তারা তৃতীয় বিভাগে স্থান পাবে।

টোকিওর ভারতীয় দূতাবাসে জাপানী শিশু শিল্পীদের সম্বর্ধনা

টোকিও, ২৬ সেপ্টেম্বর—১৯৬৯ সনে শংকর আন্তর্জাতিক চিত্র প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ২৯ জন জাপানী শিশু শিল্পীকে আজ ভারতীয় দূতাবাসে স্বাগত জানানো হয়। ভারতীয় শিশুরাই এদের স্বাগত জানায়। এই সব জাপানী শিশু শিল্পী ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীভিনসেন্ট কোয়েলহোর স্ত্রী শ্রীমতী মেরী কোয়েলহোর পুরস্কার ও সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য এখানে এসেছিল।

কুমারী অরুণা রাউর নেতৃত্বে ভারতীয় শিশুরা জাপানী শিল্পীদের স্বাগত জানায়। জাপানী শিল্পীদের পক্ষ থেকে কুমারী এরি ইয়ামাওকা (১০) তাদের ভারতীয় ছোট বন্ধুদের এবং শ্রীশংকরকে (তিনি উপস্থিত ছিলেন না।) ধন্যবাদ দেয়।

শ্রীমতী কোয়েলহো পুরস্কার বিতরণ প্রসঙ্গে বলেন জাপানী শিশু শিল্পীরা যে অধিকাংশ পুরস্কার পেয়েছে তার জন্য তিনি গর্বিত।

—পি টি আই

মণিপুরে খাদ্য কেলেঙ্কারী সম্পর্কে তদন্ত দাবি

ইমফল, ১৬ সেপ্টেম্বর—মণিপুরের সকল রাজনীতিক দল (শাসক-গোষ্ঠী সহ) খাদ্য নিয়ে কেলেংকারীর বিচার-বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে। তা'ছাড়া, আন্দোলনে ধৃত সমস্ত ছাত্রের নিঃশর্ত মুক্তি ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবিও জানান হয়েছে।

আসামের কেন্দ্রীয় খাদ্য ভাণ্ডার থেকে মণিপুরকে ২ হাজার টন চাল দেওয়া হবে বলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন।

কারফু তুলে নেবার পর শহর আজ শান্ত। তবে ১৪৪ ধারা তখনও বলবৎ।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

বুড়িগঙ্গার পারে যে বাজনা এবার বাজছে না

আবদুল গাফ্ফর চৌধুরী

গত বছর ঠিক এই সময় ঢাকা শহরের সূত্রাপুরপাড়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির কাছ থেকে একটা আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলাম। ছোট কার্ড। মাথার উপরে লেখা ছিল 'শ্রীশ্রীদুর্গা-শরণম্।' গতানুগতিক আমন্ত্রণ ভেবে কারডটা ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আকৃষ্ট হলাম তার বক্তব্য দেখে। চিঠিটা এখন আর আমার কাছে নেই। যতটা মনে করতে পারছি, তার বক্তব্য ছিল এই ধরনের—'মা আসছেন। বাংলাদেশে এবার মা আসছেন নতুন-ভাবে ও নতুন বেশে। উনসত্তরে মা অসুর বিনাশ করেছেন। সত্তরে তাই শক্তিস্বরূপিণী আসছেন সাক্ষাৎ মূর্তিতে। আসুন আমরা দশভুজার বন্দনা করি, মায়ের শক্তিতে আত্মশক্তির উপলব্ধিতে সকলে জাগ্রত ও মিলিত হই' ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্পষ্টতঃই চিঠিটার ভাষায় ছিল এক বছর আগের বাংলাদেশের রাজনৈতিক—পরিবর্তনের ইঙ্গিত। এই রাজনৈতিক পরিবর্তন দ্বারা বাংলা-দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নিজেদের পুনর্বাসনের আশায় উৎসাহিত হয়েছেন, চিঠিটার বক্তব্যে তারও আভাস ছিল স্পষ্ট। 'উনসত্তরে মা অসুর সংহার করেছেন' এই কথাটার রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করার মত। উনসত্তর সালের গণআন্দোলনেই পাকিস্তানে আয়ুবের নেতৃত্বাধীন জঙ্গীশাহীর পতন ঘটে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে মোটামুটিভাবে গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে থাকে। এতে বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের মত সংখ্যালঘু হিন্দুরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। বলতে গেলে সংখ্যালঘু হিন্দুরা একটু বেশি স্বস্তিই পেয়েছিলেন। কারণ, রাওয়ালপিণ্ডির আইয়ুব-সরকার বাংলাদেশের হিন্দুদের কাছে প্রকৃতই ছিলেন অসুরস্বরূপ। পাকিস্তানের 'লৌহ মানব' আইয়ুব দেশের রাজনীতিতে বাংলাদেশের প্রভাব ও গরিষ্ঠতা খর্ব করার জন্য সংখ্যালঘু-পীড়ন ও বিতাড়নের এক চতুর কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন! ফলে বাংলাদেশ ক্রমে হিন্দুশূন্য হচ্ছিল। সামাজিক জীবনে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার দরুন সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মও প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। ১৯৬৪ সালে ঢাকা শহরে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা হয়, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে দাঙ্গা-বিরোধী আন্দোলনের ফলে তা ব্যর্থ হয় বটে, কিন্তু সংখ্যালঘুদের সামাজিক জীবনে তাতে নৈরাশ্য ও অনিশ্চয়তা আরো বেড়ে যায়।

১৯৬৫ সালের সেপটেম্বর যুদ্ধের পরের বছর ঢাকা শহরে প্রধান হিন্দু-পল্লীগুলোতেও আশ্বিন মাসে পুজোর বাদ্য বাজেনি। এই অবস্থায় আইয়ুব-সরকার অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নিশ্চিন্তমনে ও নিরাপদে নিজেদের ধর্মকর্ম পালন করতে পারছে না, বিদেশে এই খবর ছড়িয়ে যাবে এই ভয়ে ১৯৬৭ সালে ঢাকা এবং আরো কয়েকটি বড় শহরে সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুখচেনা কিছু লোককে পয়সাকড়ি দিয়ে সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতে প্রতিমা তৈরী হয়েছিল এবং বিসর্জনের বাদ্যও বেজেছিল। কিন্তু পুজোর মণ্ডপে লোকসমাগম হয়নি। ঢাকা শহরের প্রধান কটি পুজামণ্ডপ ঘুরে আমার মনে হয়েছিল, গোটা ব্যবস্থাটাই পূর্বনির্ধারিত, সাজানো প্রাণহীন অভিনয়। আইয়ুব-আমলে বাংলা-দেশের শারদোৎসবে কোনবারই প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার হয়নি।

✻

এই প্রতিমাই প্রাণ ফিরে পেল উনসত্তর সালে। আইয়ুবের জঙ্গী-শাহীর পতনের পর। গত বছর সূত্রাপুর পাড়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্যোক্তারা তাই মিথ্যে লেখেননি —'এবার শক্তিস্বরূপিণী আসছেন সাক্ষাৎ মূর্তিতে।' সেবার কিন্তু সরকার পুজোয় পয়সা দেননি। তবু ঢাকার শারদ আকাশ বিজলির আলোয় ছেয়ে গেছে। মণ্ডপের প্রতিমা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। সারারাত সারা-দিন বাজনা বেজেছে। ঘরের ছাদে লাউড স্পীকার বসিয়ে পাল্লা দিয়ে রেকরড বাজানো হয়েছে। হিন্দী বা উরদু ছবির গান নয়। বাংলা গান। বুড়িগঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন দেখতে গিয়ে দেখি সে এক এলাহি কাণ্ড।—এক রাতেই প্রতিমা এসেছিল শ'য়ের উপর। বাজনা, আলো ও চিৎকার মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, ঢাকা আবার ফিরে গেছে তার চব্বিশ বছর আগের জীবনে।

সবচেয়ে মজার কথা, বিসর্জনের দিন প্রতিমাবহনকারীদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দেখেছি মুসলমান ছেলে। সমবয়সী হিন্দু ছেলেদের চাইতে তাদের উৎসাহ কম নয়। পাড়ার চেনা একটি ছেলেকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, তুমি এসেছো কেন? দুর্গা-পুজোয় তুমি কেন? ছেলেটি চটপট জবাব দিল, দেখুন, ওসব মধ্যযুগীয় প্রেজুডিস্ ছাড়ুন। এটা শুধু পুজো নয়, সর্বজনীন উৎসব। বাঙালীর ঋতু উৎসব। স্বদেশের উৎসবে যোগ দেব, তাতে আবার ধর্মের বাধা কোথায়?

✻

ঢাকা শহরে গত বছরের দুর্গোৎসব এখন আমার কাছে বহু যুগ আগের এক ভুলে যাওয়া স্বপ্নের মত মনে হয়। সবশেষে একটি মজার গল্প না বললে এই স্বপ্ন-কাহিনীর অনেকটাই না বলা থেকে যাবে। ঢাকার কুমার-টুলির পালেরা পুরুষানুক্রমে প্রতিমা তৈরী করে আসছেন। গত বছরও বুড়ো পাল এক ডজন প্রতিমার অরডার পেয়েছিলেন। কিন্তু গোল বাধালো তার ভাইপো ছোট পাল। কাকাকে বলল, 'কাকা, তুমি এবার রিটায়ার করো, আমি প্রতিমা বানাই।' কাকা রাজি হলেন না। দু'জনে মিলে পাল্লা দিয়ে প্রতিমা বানালেন। রঙের কাজ শেষ। কাকা ভাইপোর কাজ দেখে ছিঃ ছিঃ করে উঠলেন, 'ছিঃ ছিঃ, জগজ্জননীকে অমন ছুকরি সাজিয়েছিস কেনো? আর কার্তিকেতো মনে হয় সিনেমার হিরো।' ভাইপো বলল, 'তোমার চোখ খারাপ তাই অমন কথা বলছো। আমার দুর্গা এ যুগের জননী। তোমার প্রতিমা ত্রেতাযুগের বুড়ি। ওটা এযুগে অচল।—' বুড়ো পাল সালিশ মানলেন তার এক প্রৌঢ় প্রতিবেশীকে। তিনি বললেন, 'দুর্গার শরীরে অত সেক্স এপিল থাকা ভালো নয়। ছোট পালের প্রতিমা দেখে মনে হয় যেন জীবন্ত রূপসী নারী।'—ছোট পালকে যখন সেক্স এপিলের বাংলা মানে বলা হল, তখন সে চটে লাল। বলল, তোমাদের পাপমন তাই ওসব কথা বলছো। আমি মায়ের মূর্তিতে প্রাণ দিয়েছি। তোমরা সেই মা-কে চাওনা। খড়কুটো আর মাটির মূর্তি চাও। তোমরাই বলছো দুর্গা শক্তি-স্বরূপিণী। শক্তিস্বরূপিণী কখনো বুড়ি হতে পারেন? তিনি চিরকালের যৌবনবতী। তার বয়স বাড়ে না, কমেও না।

প্রতিবেশীরা যাই বলুক, প্রতিমার অরডার যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁরা কিন্তু পছন্দ করেছিলেন ছোট পালের প্রতিমা। গত বছর ঢাকা শহরের পাড়ায় পাড়ায় পুজোর মণ্ডপে ঘুরেছি। সঙ্গে ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। দেখেছি নতুন যুগের নতুন শিল্পকর্ম। জয়নুল আবেদীন আমার কানে কানে বলেছেন, 'এটা নতুন শিল্পকর্ম নয়। বাঙালীর মানস-প্রতিমা ধীরে ধীরে দেবীমূর্তি ছেড়ে মানবীতে রূপান্তরিত হচ্ছেন বাঙালীর কামনা-বাসনা সৌন্দর্যানু-ভূতির নিজস্ব ছাপ দেখবে এবারের প্রতিমাগুলোতে। বিদেশী প্রভাব কিছুটা এসেছে, তা গৌণ। বাঙালীর দুর্গা আবার পিত্রালয়ে এসে কেমন রক্তমাংসের বাঙালিনী হয়েছেন দ্যাখো।'

✻

উনসত্তরে অসুরের সংহার শেষ হয়নি। একাত্তরে সেই সত্যটিই বড় বেশি দাম দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়েছে বাঙলাদেশের হিন্দু-মুসলমানকে, বিশেষ করে সংখ্যালঘু হিন্দুকে। গত বছর বিসর্জনের দিনটিতে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, আগামী বছর এই বাজনা হয়ত এমনভাবে আর নাও বাজতে পারে।

দুর্গামূর্তি চিন্তায় বাঙালীয়ানা

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

বছর কয়েক আগে পুজোমণ্ডপ ঘুরে এসে এক বিদেশিনী বলেছিলো, 'দুর্গার ক্লে ইমেজগুলো এক কথায় অপূর্ব। আচ্ছা, তোমাদের কোনো ইনসটিটিউসন আছে যারা ইমপরটেনট ইমেজগুলোর ফটো ক্যাটালগ তৈরী করে? এসব মূর্তি যেহেতু টেমপোরারি নেচারের সেই জন্যই কথাটা বললাম।' আমি কয়েকটি বিশিষ্ট খবরের কাগজ ফি-বছর মূর্তির ছবি ছাপা হবার খবর ছাড়া অন্য তথ্য দিতে পারিনি।

'স্কাল্পচারগুলো কনটেমপোরারি নেচারের' মহিলার কথাটা মনে লাগলো। বাংলা দেশের মূর্তি বৈশিষ্ট্যের একটা দিক ও'র নজরে পড়েছে। খুঁজে পেতে দেখলাম আমাদের এখানে দেবী দুর্গার ক্ষণিকা মূর্তি তৈরীর রেওয়াজ কত পুরোনো। কেন না প্রাচীনকালে গৃহ বিগ্রহ হিসেবে পাথরের মূর্তিই বিশেষ চালু ছিল। এ সম্পর্কে সাধারণের যে ধারণা আছে তাতে বলে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে অর্থাৎ ১৮ শতকে দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি পুজার শুরু। কিন্তু বিশদ গবেষণার প্রমাণিত, বাংলা দেশে প্রায় ন'শো থেকে হাজার বছর আগে মাটির মূর্তি পুজার প্রচলন ছিল। মূর্তি-শিল্পে বিশেষ করে প্রস্তর ভাস্কর্যে বাংলা দেশ পাল-সেন যুগে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিলো। কিন্তু প্রায় সমকালীন যুগেও যে মাটিতে তৈরী দুর্গা প্রতিমার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিলো তার প্রমাণ বাঙালী কবি ভট্ট ভবদেবেরও (১১শ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ) পূর্ব-বর্তী দুজন নিবন্ধকার জীকন ও বালকের রচনায় এ বিষয়ে উল্লেখ। এছাড়া জীমূতবাহন নামে একজন মধ্যযুগীয় লেখক তাঁর 'দুর্গোৎসব-নির্ণয় গ্রন্থে মৃন্ময় মূর্তির কথা লিখেছেন। চণ্ডীতেও যে 'মহাময়ী' মূর্তির উল্লেখ আছে তাকেও প্রমাণ-রূপে মানতে হয়। চৈতন্যদেবের সম-কালীন প্রখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রবিদ রঘু-নন্দনও তাঁর 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' ও 'দুর্গাপুজা পদ্ধতি'তে মাটির প্রতিমা গড়ার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাহিত্যগত সূত্রসন্ধান ছাড়া এ বিষয়ে সেই যুগের কোনো পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এখনো আমরা পাইনি। তার কারণ, গাঙ্গের অববাহিকার এই ক্ষণিকা মূর্তিগুলো বিসর্জনের দিনই প্রথাসিদ্ধ নিয়মে গঙ্গালুপ্ত হত।

দুর্গামূর্তি চিন্তায় বাংলাদেশের বিশেষ অবদান পরিবার পরিকল্পনা। মহিষমর্দিনী রূপে ভারতবর্ষে দুর্গা-মূর্তির প্রচলন সেই খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে (রাজস্থানের নগর থেকে এ যুগের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে) হলেও উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ভারতের সব জায়গায় দেবীর সঙ্গী সাথী হিসেবে প্রায়ই কাউকে দেখানো হয় না। কিন্তু বাংলা দেশে এর ব্যতিক্রম। বোধহয় ষোড়শ শতকের শেষ দিকে কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় একই চালচিত্রের আওতায় পুত্রকন্যা মায় স্বামী ভোলানাথকে নিয়ে দেবী নেমে এসেছেন বাংলা দেশে। এর কারণ সম্ভবত সামন্ত-তন্ত্রের আনুকূল্যে সেদিনের বাঙালীর নিজস্ব জীবনচর্যা। একান্ন-ভুক্ত পরিবার প্রথা এদেশের মূর্তি নির্মাণ রীতিতেও প্রভাব বিস্তার করেছিলো। আমার মনে হয় যুদ্ধোত্তর যুগে ঠাঁই ঠাঁই মূর্তির যে নতুন রীতি চালু রয়েছে তাও পরিবর্তিত পরিবার প্রথার অজান্তে অনুকরণ।

মূর্তি নির্মাণে বাংলা দেশের তৃতীয় অবদান দুর্গার দশভুজা মূর্তি। সেই আদিকাল থেকে ভারতের বিভিন্ন অংশে যে-মূর্তি-গুলো তৈরী হয়েছে তার প্রাথমিক স্তরে দ্বিভুজা মূর্তিই প্রচলিত ছিলো। তবে পরের দিকে চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ, দ্বাদশভুজ এমন কি বত্রিশ হাতের দুর্গা মূর্তিও দেখা গিয়েছে। পূর্ব ভারতে অষ্টভুজা মূর্তির প্রচলন দেখা গেলেও বাংলা দেশে কিন্তু দশ-ভুজা মূর্তিরই প্রাধান্য। দশভুজার অনেক আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ব্যাখ্যা হয়ত আছে। কিন্তু দশদিক থেকে শত্রুর প্রতি নজর রাখতেই যে দেবী দশভুজা এ কল্পনাটাই বোধ হয় বেশি সহজগ্রাহ্য। না হলে সর্বদিক হারিয়েও থলতিতা শিবিরের 'বাংলা দেশে'র শরণার্থীরা এবার দশভুজার আরাধনায় দৃঢ় সংকল্প কেন?

উত্তরবঙ্গে পাটকল স্থাপনের দাবি

স্টাফ রিপোরটার

উত্তরবঙ্গে পাটকল স্থাপনের দাবি ওই এলাকার জনসাধারণের বহুদিনের দাবি। সম্প্রতি রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস উত্তরবঙ্গ পরিদর্শনে গেলে ওই দাবি পুনরায় উত্থাপন করা হয়। কয়েক বছর আগে পাট তদন্ত কমিশনের কাছেও একই দাবি উঠেছিল।

রাজ্য সরকারের কৃষি দফতর ওই দাবি বিবেচনা করছেন। ইতিপূর্বে আসামের ন'ওগাঁয় একটি পাটকল স্থাপন করা হয়েছে। আসাম থেকে আরও একটি, বিহার থেকে একটি এবং ওড়িশা থেকে একটি পাটকল স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লাইসেনস মঞ্জুরের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার এই সব আবেদন বিবেচনা করছেন।

রাজ্য সরকারী মহলের মতে উত্তরবঙ্গে পাটকল স্থাপিত হলে সেখানকার পাট চাষীরা তাঁদের ফসলের ন্যায্য দাম পাবেন। তাছাড়া এই এলাকায় বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় চটের বস্তাও উৎপাদিত হতে পারবে। এখানকার মিল থেকে সিকিম, ভুটান প্রভৃতি রাজ্যেরও প্রয়োজন মেটান সম্ভব হবে। তাছাড়া উভয় বঙ্গের পাটকলে স্থানীয় লোকেরা কাজ পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গে অনুমান ৩৫ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে ১২ থেকে ১৪ লক্ষ গাঁইট উত্তরবঙ্গ থেকে আসে।

তামিলনাড়ুতে কামরাজ আন্দোলন করছেন না

মাদরাজ, ২৬ সেপটেম্বর—আদি কংগ্রেস নেতা শ্রী কে কামরাজ তামিল-নাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম করুণা-নিধিকে নাকি বলেছেন যে, তিনি রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের জন্যে ও হিন্দী চাপানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবেন; এ সম্পর্কে যে খবর বেরিয়েছিল, শ্রীকামরাজ তা অস্বীকার করেছেন।

শ্রীকরুণানিধি সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, কিছুকাল আগে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় শ্রীকামরাজ ঐ ধরনের আন্দোলন শুরু করার কথা প্রকাশ করেছিলেন।

তামিলনাড়ু আদি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি রামচন্দ্রন সাংবাদিকদের বলেছেন যে, পারটির কার্যকরী কমিটির বৈঠকে আজ শ্রীকামরাজ ঐ কথা অস্বীকার করেছেন।

—পি টি আই

শারদীয়া সংখ্যা

আলো (সম্পাদিকা: আজুন আরা জামি) ২০, রিপন লেন, মূল্য: ২·০০

সন্তোষকুমার ঘোষ, অন্নদাশংকর রায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, জ্যোতির্ময় বসু রায়ের লেখায় সমৃদ্ধ।

চিরন্তনী (সম্পাদক: বিমল-কান্তি ঘোষ ও সত্যেন রায়চৌধুরী)। ২০৪ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ থেকে। মূল্য ১·০০

চিকিৎসক সমাজ (সম্পাদক: ডাঃ অমল ঘোষহাজরা) ১৫১ ডায়মণ্ড-হারবার রোড। মূল্য ৩·০০

বিজয় তোরণ (সম্পাদক: সুধীর-চন্দ্র দাঁ) বর্ধমান থেকে প্রকাশিত। মূল্য ২·২৫

ঊষা (সম্পাদিকা: বাণী চট্টোপাধ্যায়) ৩৩-বি আমহারস্ট স্ট্রিট। মূল্য ২·০০

শারদীয় কম্পাস (সম্পাদক: পান্নালাল দাশগুপ্ত) রেজাউল করীম, খান আবদুল গফফর খান, অনিলকুমার দাশগুপ্ত, পি এস মাথুর প্রভৃতি লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ। মূল্য:২·০০।

রূপসী বাংলা—সম্পাদক, দেবা-শীষ গৌতম, ৫-বি মুখারজি পাড়া লেন, কলি-২৬, দাম-২৫ প, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছড়াটি ভাল লাগল।

অভিনব অগ্রণী—সম্পাদক, দিলীপকুমার বাগ, ৮০ বৈষ্ণবপাড়া লেন, হাওড়া--১, দাম ১্।

উদ্দীপ্ত—সম্পাদক, সুভাষচন্দ্র পাল, দাম ১্; জামসেদপুর থেকে প্রকাশিত একটি পরিচ্ছন্ন পত্রিকা।

অধুনা—সম্পাদক, রাখাল বিশ্বাস, ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯, দাম ১্; ছোট পরিচ্ছন্ন এই পত্রিকা-টিতে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজনকুমার ঘোষ, সুনীল গঙ্গো-পাধ্যায়, প্রশান্ত রায়, সুকল্পা বিশ্বাসের লেখা ভাল লাগল। প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রীর।

সপ্তস্বর—সম্পাদক শেখ নজ-রুল ইসলাম, ধুলাসিমলা, হাওড়া দাম ১·৫০ প। সম্পাদক 'পূর্ব বাংলার সংগ্রামে' 'আমরা মেতে উঠেছি' বলে দুঃখিত হয়েছেন।

যুব মানস—সম্পাদক, কৃপাসিন্ধু হাইত ও অলোক ভৌমিক, ব্লক ডি, ফ্ল্যাট ২৮, ৩০, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলি—৫৪; প্রত্যেকটি রচনাই সুনির্বাচিত। তরুণ সান্যালের কবিতাটি ভাল লাগল।

সপ্তদীপা—সম্পাদক, রবীন দত্ত, জীবনময় দত্ত; এ/১২৪, রংকববালা কলোনী, পাটনা, দাম—১; জয়ন্ত-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি সুলিখিত।

চন্দ্রভাগা—সম্পাদক, রমানাথ সিংহ, সিউড়ি, বীরভূম, দাম ১·২৫ প; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু মিত্র, কবিরুল ইসলাম, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সংখ্যায় লিখেছেন।

ছন্দিতা—অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় ও গৌরগোপাল দাস সাপাদিত, দাম ১্, শ্রীনিরঞ্জন হালদার লিখিত 'বাংলা দেশের সংগ্রাম ও শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত' প্রবন্ধটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পাদক-মুরারী মোহন চক্রবর্তী; প্রকাশক: সাহিত্য বিজ্ঞান পরিষদ, সোদপুর, ২৪ পরগনা। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে আছেন জয়দেব রায়, ডঃ গোরাচাঁদ কুণ্ডু, কালিদাস রায়, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ।

প্রগতি শারদ সংকলন ১৩৭৮। পত্রিকাটির সম্পাদকদ্বয় মৃণাল চট্টোপাধ্যায় ও অমিয়ধন মুখোপাধ্যায় দাম ৩·৫০ পয়সা। কবিতা, বড় গল্প, উপন্যাস অনুবাদ এবং সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে সুসজ্জিত এই পত্রিকাটি সুখপাঠ্য। কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধের লেখক হলেন ডঃ রমা চৌধুরী, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ও বাঁশরী ঘোষ। অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসটির মধ্যে নতুনত্ব আছে।

সংঘর্ষ-শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৮। সম্পাদক-বসন্ত ঘোষ, মূল্য এক টাকা। শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটিতে রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ-গুলি উচ্চমানের। সঞ্জয়ের লেখা 'পর্দার আড়ালে যা ঘটছে' নামক নাটকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গল্প লিখেছেন ইন্দ্রনীল। পত্রিকাটির বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

কৃশানু শারদীয় গল্পসংখ্যা তেরশো আটাত্তর। সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সিংহ। মূল্য ১ টাকা এই পত্রিকাটি একটু অন্য ধরনের। গল্প-গুলি উচ্চমানের। ছোটগল্প লিখেছেন প্রভাসকালি ভদ্র, দীনেশচন্দ্র সিংহ, নির্মল চট্টোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান শারদীয় সংখ্যা ১৯৭১-এর সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মূল্য তিন টাকা। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত এই পত্রিকাটি বিজ্ঞান বিষয়ক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পত্রিকা। লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে আছেন প্রিয়রঞ্জন রায়, যীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার ভৌমিক ও শংকর চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন।

বেলা-অবেলা—শারদ সংকলন শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবিতা-বিষয়ক পত্রিকাটির কার্যালয়: ব্লক পি ৭০১এ/১ নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩। এই সংখ্যায় কয়েকটি সুখপাঠ্য রচনা আছে।

বন্যার্তদের সাহায্যে দান

ডেপুটি এ্যাসিস্ট্যানট ইনসপেকটর অফ স্কুল-এর পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রীভীমনারায়ণ শর্মা এবং সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র পাল বুধবার বন্যার্ত-দের সাহায্যকল্পে রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের হাতে ৫০১ টাকার একখানি চেক দেন।

শ্রীশ্রীশারদীয়া মহাপূজার সময়-নির্ঘণ্ট

[ভারতীয় প্রমাণ (স্ট্যানডারড) সময়ানুযায়ী]

(দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে)

সপ্তমী

সোমবার, ১০ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৫ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৭ সেপটেমবর, ১৯৭১। সপ্তমী দিবা ঘঃ ১০।৩২ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে, কিন্তু বারবেলানু-রোধে দিবা ঘঃ ৭টা মধ্যে পুনঃ ঘঃ ৮।২৯ মিঃ গতে পূর্বাহ্ণ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন, সপ্তম্যাদি কল্পারম্ভ ও সপ্তমীবিহিত পূজারম্ভ প্রশস্ত। রাত্রি ঘঃ ১১।৪ মিঃ গতে ১১।৫২ মিঃ মধ্যে কুলা-চারানুসারে শ্রীশ্রীদেবীর অর্ধরাত্রবিহিত পূজা। দেবীর গজে আগমন। ফলং—গজে চ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।

মহাষ্টমী

মঙ্গলবার, ১১ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৬ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৮ সেপটেমবর, ১৯৭১। অষ্টমী দিবা ঘঃ ১০।৫২ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে, কিন্তু বারবেলানু-রোধে দিবা ঘঃ ৭টা মধ্যে ও ৮।২৯ মিঃ গতে পূর্বাহ্ণ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর মহাষ্টমীবিহিত পূজা প্রশস্ত। দিবা ঘঃ ১০।২৮ মিঃ গতে সন্ধিপূজারম্ভ। দিবা ঘঃ ১০।৫২ মিঃ গতে ১১।১৬ মিঃ মধ্যে বলিদান ও সন্ধিপূজা সমাপন।

মহানবমী

বুধবার, ১২ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৭ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৯ সেপটেমবর, ১৯৭১। নবমী দিবা ঘঃ ১০।২৬ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে কিন্তু বারবেলানু-রোধে দিবা ঘঃ ৮।২৮ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর মহানবমী বিহিতপূজা প্রশস্ত।

বিজয়া দশমী

বৃহস্পতিবার, ১৩ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৮ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ৩০ সেপটেমবর, ১৯৭১। দশমী দিবা ঘঃ ৯।১২ মিঃ পর্যন্ত। দশমী দিবা ঘঃ ৯।১২ মিঃ মধ্যে কিন্তু চরলগ্নানু-রোধে দিবা ঘঃ ৬।৪৬ মিঃ গতে ৯।১২ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর দশমী বিহিত পূজা সমাপন ও বিসর্জন। বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা। বিজয়াদশমীকৃত্য। দেবীর দোলায় গমন। ফলং—দোলায়াং মরকং ভবেৎ।

(অন্য পঞ্জিকা মতে)

মহাষ্টমী

সোমবার, ১০ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৫ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৭ সেপটেমবর, ১৯৭১। সপ্তমী প্রাতঃ ঘঃ ৫।৩২।৩৪ সেঃ পর্যন্ত। দিবা ঘঃ ৯।২৮।২৯ সেঃ মধ্যে পূর্বাহ্ণ, কিন্তু সপ্তম্যনুরোধে কালবেলানুরোধে চ দিবা ঘঃ ৫।৩২।৩৪ সেঃ গতে দিবা ঘঃ ৬।৫৯।২ সেঃ মধ্যে পুনঃ দিবা ৮।২৮।৪২ সেঃ গতে পূর্বাহ্ণ ঘঃ ঘঃ ৯।২৮।২৯ সেঃ মধ্যে মহাষ্টম্যাদি কল্পারম্ভ, কেবলাষ্টমীকল্পারম্ভ ও মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। রাত্রি ঘঃ ১১।৪।২ সেঃ গতে রাত্রি ঘঃ ১১।৫২।২ সেঃ মধ্যে দেবীর অর্ধরাত্র-বিহিত পূজা। রাত্রি ঘঃ ৫।৬।১৬ সেঃ গতে সন্ধিপূজারম্ভ।

মহাষ্টমী ও মহানবমী

মঙ্গলবার, ১১ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৬ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৮ সেপটেমবর, ১৯৭১। অষ্টমী প্রাতঃ ঘঃ ৫।৩০।১৬ সেঃ পর্যন্ত পরে নবমী রাত্রি ঘঃ ৪।৫৭।৫১ সেঃ পর্যন্ত। প্রাতঃ ঘঃ ৫।৩০।১৬ সেঃ গতে বলিদান। দিবা ঘঃ ৫।৫৪।১৬ সেঃ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন। দিবা ঘঃ ৯।২৮।২৩ সেঃ মধ্যে পূর্বাহ্ণ, কিন্তু সন্ধিপূজাদানুরোধে দিবা ঘঃ ৫।৫৪।১৬ সেঃ গতে দিবা ঘঃ ৬।৫৯।১৩ সেঃ মধ্যে পুনঃ দিবা ঘঃ ৮।২৮।৪৩ সেঃ গতে পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৮।২৩ সেঃ মধ্যে কেবল মহানবমী কল্পারম্ভ ও মহানবমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।

বিজয়া দশমী

বুধবার, ১২ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৭ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৯ সেপটেমবর, ১৯৭১। দশমী রাত্রি ঘঃ ৩।৫৭।১৩ সেঃ পর্যন্ত। দিবা ঘঃ ৯।২৮।১৫ সেঃ মধ্যে পূর্বাহ্ণ। কিন্তু দ্ব্যাত্মকচরলগ্ন ও কালবেলানুরোধে দিবা ঘঃ ৮।২৮।৪২ সেঃ মধ্যে দশমী বিহিত পূজা সমাপন ও দেবীর বিসর্জন। কুলাচারসত্বে বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা। দেবীর নৌকায় গমন। ফলং—নৌকায়াং শস্যবৃদ্ধিশ্চ।

কয়লার খনিতে ধর্মঘটের ফলে ক্ষয়ক্ষতি

আসানসোল, ২৬ সেপটেমবর—সরকারী সূত্রে জানা যায়, এই বছর জুন মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কলিয়ারিগুলিতে ৩০টি ধর্মঘট হয়। তার ফলে প্রায় ১,৫৭,৯০০ মানুষের 'কাজের দিন' নষ্ট হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৮০টি কয়লার খনি আছে। এতে ১,২৩,৭০০ শ্রমিক কাজ করে। এই ৩০টি ধর্মঘটের মধ্যে কেন্দ্রীয় শিল্প সংযোগ সংস্থার মধ্যস্থতায় ৯টি ধর্মঘটের মীমাংসা হয়। বাকিগুলি আপনিই ভেঙে যায়।

—পি টি আই

ব্রিটেন থেকে রুশ-কূটনীতিক বহিষ্কার

আদেশ বাতিল না হলে পালটা ব্যবস্থা

— মসকোর হুঁশিয়ারি

মসকো, ২৬ সেপটেম্বর—লনডনস্থ রুশ দূতাবাসের ১০৫ জন কূটনীতিককে ব্রিটেন থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ তার তীব্র প্রতিবাদ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন ব্রিটেনকে এই বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, ওই বহিষ্কার আদেশ বাতিল করা না হলে পালটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রুশ পররাষ্ট্র দফতর আজ এখানে ব্রিটিশ দূত স্যার জন কিলিককে ডেকে পাঠিয়ে ওই কথা জানিয়েছে। রুশ অফিসাররা লনডনে গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত আছেন বলে ব্রিটেন যে অভিযোগ করেছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন তা ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দেয়। রুশ পররাষ্ট্র দফতরের অভিযোগ, ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলি সোভিয়েট বিরোধী প্রচার চালাবার জন্য ওই গোয়েন্দা-কাহিনীর উদ্ভাবন করেছে। ওই দফতর থেকে এই হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে এর ফলে দুই দেশের সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠতে পারে।

কড়া পাহারায়

লনডন, ২৬ সেপটেম্বর—সোভিয়েট সিক্রেট পুলিশের যে অফিসারটি তাঁদের দূতাবাস ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন, ব্রিটেনের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররা তাঁকে কড়া পাহারায় রেখেছেন।

স্মরণ থাকতে পারে, ওই অফিসারটি যে সব তথ্যাদি সরবরাহ করেন তার ওপর ভিত্তি করেই ১০৫ জন সোভিয়েট কর্মচারীকে ব্রিটেন ত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল বলেন, ওই অফিসারটি দূতাবাস ত্যাগ করে চলে আসার কিছুক্ষণ পরেই সোভিয়েট দূতাবাস থেকে বৈদেশিক অফিস মারফৎ ওই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু কে জি বি অফিসার তা অগ্রাহ্য করেন।

প্রকাশ, তাঁকে লনডনের কোথাও কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে। কিন্তু ঠিক কোথায় তাঁকে রাখা হয়েছে তা জানা যায়নি।

যাঁদের ব্রিটেন ত্যাগ করতে বলা হয়েছে (সংখ্যায় তাঁরা ৯০ জন) তাঁদের নিয়ে যাবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন পক্ষকালের মধ্যেই বিশেষ বিমান পাঠাবে বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। পরিবার ও সন্তান-সন্ততি সহ ওঁদের সংখ্যা দু'শ থেকে ৩ শত হতে পারে। অন্য ১৫ জন সোভিয়েট কর্মী যাঁরা এখন ছুটিতে ব্রিটেনের বাইরে আছেন তাঁদের এখানে ফিরতে নিষেধ করা হয়েছে।

ওই মহল আরও বলেন, রাশিয়া কনকরড সুপারসনিক এয়ারলাইনার-এর কলাকৌশল এবং অলিমপাস ৫৯৩ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যাদি জানার চেষ্টা চালাচ্ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্র আফিসের জনৈক মুখপাত্র ওই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করেন।

হিউমের সফর বাতিলের সম্ভাবনা

স্থানীয় সরকারী মহল মনে করেন আগামী বছরের প্রথম দিকে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউমের মসকো সফর সোভিয়েট সরকার বাতিল করে দিতে পারেন।

—রয়টার

বরখাস্তের বিরুদ্ধে

বামপন্থী যুক্ত আন্দোলনের আর আশা নেই

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৩ জন বরখাস্ত কর্মীর পুনর্বহালের দাবিতে সি পি এম এবং অন্যান্য বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার মিলিত আন্দোলন হওয়ার আর কোন আশা নেই।

সি পি এম প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ এ ব্যাপারে ইউ টি ইউ সি-র (লেনিন সরণির) প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের কর্মচারী ইউনিয়নের কো-অরডিনেশন কমিটির প্রতিক্রিয়াও সি আই টি ইউ-র মতনই। ইউ টি ইউ সি-র সম্পাদক শ্রীকটিক ঘোষ রবিবার এই তথ্য প্রকাশ করেন।

শ্রীঘোষ জানিয়েছেন, এখন ঠিক হয়েছে সি পি এম বিরোধী অন্যান্য কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থা এখন ওই আন্দোলনের কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য আগামী ৬ অকটোবর এক বৈঠকে বসছেন।

ছয়টি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে সর্বশ্রী শিশির গাঙ্গুলী এবং অরবিন্দ বোস (আই এন টি ইউ সি), ফটিক ঘোষ ও সতীশ দাশগুপ্ত (ইউ টি ইউ সি—লেনিন সরণি), টি এন সিদ্ধান্ত ও ভবানী রায়চৌধুরী (বি পি টি ইউ সি), প্রশান্ত দাশগুপ্ত (টি ইউ সি সি), সতীন রায়চৌধুরী এবং অর্ধেন্দু বোস (এইচ এম পি), ভজন দাশগুপ্ত (এইচ এম এস)—এক বিবৃতিতে বলেছেন, তাঁরা রবিবার এক বৈঠকে সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্তের প্রতিবাদে সংগঠিত আন্দোলন পর্যালোচনা করেন। বৈঠকে সকলেই যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে সিটু এবং কো-অরডিনেশন কমিটির মনোভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন।

'সিটু'র রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন রায় বলেন, 'যুক্ত আন্দোলন কমিটি গড়ে তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা যে প্রস্তাব দিয়েছেন 'সিটু'র পক্ষে অন্য একটি সংস্থা—রাজ্য সরকারী কর্মচারী সংস্থাকে পরামর্শ দেওয়া বা নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি এবং ১২ জুলাই কমিটিকে নিয়ে এক সঙ্গে বৈঠকে বসার যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কো-অরডিনেশন কমিটি গ্রহণ করেন নি।

দু ঘণ্টা ট্রাম পথ অবরোধ

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার সকালে চৌরঙ্গী রোডে ট্রাম চলাচল ৮-২০ থেকে ১০-৩৫ মিঃ পর্যন্ত বন্ধ থাকে। ট্রাম রাস্তা মেরামতের দাবিতে জনসংঘের কর্মীরা ট্রামপথ অবরোধ করেন। এ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানান হলে বিক্ষোভকারীরা স্থান ত্যাগ করেন।

নদীগর্ভে ট্রাক পতন

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামসেদপুর, ২৬ সেপটেম্বর—গতকাল বিকেলে ৬ জন আরোহী সহ একটি দ্রুত ধাবমান ট্রাক ৫০ ফুট উঁচু আদিত্যপুর সেতু থেকে খারকাই নদীগর্ভে পড়ে যায়। ২ জন আরোহীর অবস্থা শোচনীয়।

একজন সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতদের টাটা মেন হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

মিলিটারি খুন

(১ম পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ কলমের পর)

ব্যক্তির পরণে ছিল পুরোদস্তুর সামরিক বাহিনীর পোশাক। পরিত্যক্ত বেডিংটি দেখে পুলিশ সন্দেহ করছে, সামরিক বাহিনীর ওই যুবকটি কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় তাড়া করে ওইখানে এনে গুলি করে মারার পর কচুরি-পানার মধ্যে মৃতদেহটি ফেলে রেখে আততায়ীরা চম্পট দেয়।

দমদম থানার পুলিশ অধিক রাত্রি পর্যন্ত ওই অঞ্চলে ব্যাপক তল্লাসী চালায়।

দক্ষিণ কলকাতায় একটি সর্বজনীন মণ্ডপে কাগজের তৈরি দেবী প্রতিমা।

ভবানীপুরে আশুতোষ মুখারজি রোডে একটি পুজামণ্ডপে সম্পূর্ণ মাটির তৈরী এই প্রতিমা দেখে অনেকেই পটে আঁকা বলে ভুল করেন।

দুই বাংলার মানুষের মিলনে পুজা এবার আনন্দমুখর

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

লাউডস্পীকারের সামনে নেই কোন বক্তমুষ্টি আস্ফালন। পোস্টার ফেসটুন হাতে 'জ্বালিয়ে ফেল, পুড়িয়ে ফেল' ধ্বনি দিতে দিতে নেই তিরিক্ষে মেজাজের তরুণদেরও দেখা যায়নি। তবু অনেক রাস্তায় বাড়িয়ে চলা ট্রাম বাস লরির সারি তার মধ্য দিয়ে বিরক্ত বিব্রত দর্শণার্থীদের দলে দলে আনাগোনা দেখেছি সারা শহর জুড়ে। বারোয়ারি পুজামণ্ডপের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে এবার পুলিশী ব্যবস্থা গত বছরের চেয়েও অনেক বেশি জোরদার করা হয়েছে। হয়ত অন্য কারণেও। কেবল বড় বড় পুজামণ্ডপে বা বড় রাস্তার মোড়ে মোড়েই নয়, অলি-গলিতেও সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, বেতার ভ্যানের ঘন ঘন টহল চলছে। সেই সঙ্গে সব কয়টি বারোয়ারি পুজাপ্রাঙ্গণে পুলিশের সঙ্গে মিলেমিশে অনেক কিশোর তরুণ ভিড় সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন দেখেছি। শুধু মহানগরীর মানুষ নয়, হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে সকাল থেকে ট্রেনগুলি হাজার হাজার মানুষ এনে নামিয়ে দিচ্ছে। দূরে গ্রামের লোক আসছেন শহরের পুজা দেখতে। এ ছাড়া বাস লরি টেমপো স্টিমার লঞ্চ নৌকা ইত্যাদিতেও হাজার হাজার দর্শনার্থী আসছেন।

বেলুড় মঠে এদিন দৃক সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে পুজার অনুষ্ঠান, বিকালে গিয়ে দেখলাম, মন্দির প্রাঙ্গণে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর ছাউনি পড়েছে। তখন থেকেই সেখানে প্রচণ্ড ভিড়।

বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসবে এবার বিশেষ সংযোজন বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোকচিত্র প্রদর্শনী। আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যানডারড ও দেশ-এর পক্ষ থেকে এটি আয়োজিত হয়েছে। ওই পুজামণ্ডপে এবং আরও কয়েকটি মণ্ডপেও দেখলাম স্থানীয় শিক্ষিত বহু বেকার যুবক রকমারি পণ্যের স্টল দিয়েছেন। বেচাকেনা চলছে পুরোদমে।

বীরাষ্টমী

বাগবাজার সর্বজনীন পুজার মণ্ডপে বীরাষ্টমী উৎসব আজ সোমবার সকাল ৭-৩০টায় হবে। পরিচালনা করবেন শ্রীরবীন চক্রবর্তী ও শ্রীরবীন সরকার।

ট্রেনে যাত্রীর ভিড়

হাওড়া স্টেশন দিয়ে পুজোর ছুটিতে পূর্ব ও দক্ষিণ রেলপথে বাইরে যাওয়ার শেষ ভিড় হয় রবিবার সকালে। গত তিন দিনে দূর পাল্লার যাত্রীর সংখ্যা হবে প্রায় সত্তর হাজার। রবিবার বিকালে বারৌণী ট্রেনে এত ভিড় হয়েছিল যে কিছু যাত্রী ঠিক করে ফেলেছিলেন যে জায়গা না পেলে তাঁরা ট্রেন ছাড়তেই দেবেন না। এ কথা তাঁরা বুকিং সুপারভাইজার শ্রী এস এন চাটারজিকে জানিয়েও দেন। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। সি এস শ্রীসুবিমল সরকার ছুটে যান। তিনি এবং ডেপুটি এস এস শ্রী বি কি দাশ অতি কষ্টে যাত্রীদের শান্ত করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার নরথ বিহার একসপ্রেস ট্রেনটি প্রায়ই ছাড়তে দেরি হয় কিন্তু রবিবার অত ভিড় নিয়েও ঠিক সময়ে ছেড়ে যায়।

পুজোর যাত্রীদের ভিড় সামলাতে রেলের পক্ষ থেকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা না হলেও বলতে হবে যাত্রীদের নিজেদের সৌজন্যেই এবার পুজো মরশুমে ভালোয় ভালোয় কেটে যায়।

এ বছর পূব রেল হাওড়া থেকে মাত্র ৭ খানি স্পেশ্যাল ট্রেন দেন। গত বছর দিয়েছিলেন ১১ খানি। এ বছর ষষ্ঠীর দিন শনিবার দিল্লির জন্য ২ খানি এবং রবিবার দিল্লি ও বারৌণীর জন্য ২ খানি স্পেশ্যাল ট্রেনের খুবই দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু দেওয়া হয়নি। শনিবার হাজার দুয়েক যাত্রী গাড়িতে উঠতে পারেননি। তাঁদের অধিকাংশই হাওড়া স্টেশনে রাত কাটিয়ে পরের দিন কোন রকমে ঠেলেঠুলে গাড়িতে উঠেছেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরই অবস্থা সবচেয়ে কষ্টদায়ক। তাঁদের জন্য রেল কর্তৃপক্ষের যেন বিশেষ মাথাব্যথা নেই। এক একটি কামরায় যাত্রী বহনের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার চার গুণ পাঁচ গুণ যাত্রী কুমড়ো গাদা হয়ে গিয়েছেন। এমনভাবে যে মাঝ রাস্তায় আর কেউই উঠতে পারবেন না।

হাওড়া স্টেশনের স্টাফেরা ক'দিন খুব খেটেছেন। হিমসিম খেয়েছেন। তাঁদের কোন ছুটি নেই আমোদ আহ্লাদ নেই। তাঁদের কয়েক শ টাকা এওয়ারড দিলেই যথেষ্ট হবে না, স্পেশ্যাল ইনক্রিমেনট বা আরও কিছু দেওয়া দরকার।

টিকিট ঘরের সামনে সর্বদাই লম্বা লাইন। থারড ক্লাশের টিকিট কাটতে যে কী হয়রানি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে। এ দৃশ্য সত্যি বেদনাদায়ক। মেয়ে যাত্রীদেরও রেহাই নেই। বকসারের টিকিট কাটতে একজন ভুল লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। আড়াই ঘণ্টা পড়ে গলদ ঘর্ম হয়ে কাউনটারের সামনে আসতে বুকিং ক্লারক তাঁকে নির্দেশ করলেন: বকসারে টিকিটের জন্য পাশের জানলায় যান। কে তাঁকে সান্ত্বনা দেবে? আগে হাওড়া স্টেশনে বিভিন্ন গন্তব্যস্থলের জন্য হাতি ঘোড়া প্রভৃতি চিহ্ন ছিল। এখন তা উঠিয়ে দেওয়ায় অনপড় যাত্রীদের এ ধরনের বিপত্তি রোজই ঘটে। কলকাতা হাওড়ায় রেলের যে সিটি বুকিং অফিসগুলি রয়েছে প্রচারের অভাবে সেখান থেকে একদিন আগে টিকিট কেটে যে হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে চড়া যায় তা অনেকেই জানেন না।

হাওড়ায় দুর্গাপুজো

হাওড়া-বালী পৌর এলাকায় এবার ৩২০টি সর্বজনীন দুর্গাপুজো হচ্ছে। গতবারের (১৯৭০) তুলনায় এবারে শহরে ১৫টি পুজা বেড়েছে বলে হাওড়া পুলিশের এক মুখপাত্র জানান।

হাওড়ায় ৩৫০ জন গ্রেফতার

পুজার প্রাক্কালে হাওড়া শহরে সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ দমন অভিযানে পুলিশ বিভিন্ন অভিযোগে রবিবার পর্যন্ত ৩৫০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

গুলিতে বালিকা নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর স্থানীয় লোকেরা তিন জনকে চিৎপুর রোড দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখে। পুলিশের আরও অনুমান, সম্ভবত গুলির লক্ষ্য ছিল অন্য লোক। কিন্তু গুলি ফসকে বালিকার মাথায় লাগে। পাইপগান থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল।

ওই পুজামণ্ডপ শনিবার রাত্রে আগুন লেগে আংশিক পুড়ে যায়।

আসানসোলে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

শনিবার আসানসোলের রামজীবনপুর কোলিয়ারী এলাকায় এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃতের বিরুদ্ধে কয়েকটি রাহাজানির অভিযোগ ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। এ ব্যাপারে কেউ গ্রেফতার হয়নি।

ব্যারাকপুরের ৮টি থানায় অস্ত্রবহন নিষিদ্ধ

২৪ পরগণার ব্যারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করে ওই মহকুমার বিজাপুর, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, টিটাগড়, দমদম ও বেলঘরিয়া থানা এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র, লাঠি, রড ও অন্যান্য অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

এ ছাড়া আগামী ২৯ সেপটেম্বর (বুধবার) ব্যারাকপুর মহকুমায় বেলা চারটার পর তাড়ি ও দেশী মদের দোকান বন্ধ থাকবে বলে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এক আদেশ দিয়েছেন।

বাস চাপায় বালিকার মৃত্যু

স্টাফ রিপোরটার

সাজগোজ করে পুজো দেখতে বেরিয়েছিল, আর ঘরে ফিরতে পারে নি। তিন বছরের সেই শিশুটি ২৪ পরগণার সোনারপুর ফিডর রোডের উপর রবিবার বাস চাপা পড়ে। সেইখানেই তার ছোট্ট শরীরটা বিকৃত হয়ে শেষ নিশ্বাস রেখে যায়।

পুলিশ চালককে গ্রেফতার করে ক্রুদ্ধ জনতার রোষ থেকে বাঁচিয়েছে। বাসটিকেও আটক করা হয়েছে।

বিহারে নব কংগ্রেস অ্যাড হক কমিটিতে বহু নতুন মুখ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপটেম্বর—নব কংগ্রেস সভাপতি বিহারে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (নব) জায়গায় ৪৯ জন সদস্যের অ্যাড হক কমিটি নিয়োগ করেছেন।

অ্যাড হক কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীবিদ্যাকর কবি।

শ্রীসঞ্জীবায়া ১৪ জন সদস্যের বিহার প্রদেশ নব কংগ্রেস নির্বাচন কমিটিও নিয়োগ করেছেন। এই কমিটিতে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি থাকবেন তিনজন।

অ্যাড হক প্রদেশ কংগ্রেস এবং প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব সাংবাদিকদের বলেন, অ্যাড হক কমিটির ৮০ শতাংশ এবং নির্বাচন কমিটির ৯০ শতাংশ সদস্যই নতুন।

দলকে জোরদার করে তুলতে এবং দলাদলি বন্ধ করতে হাই কমানড নাকি বিহার নব কংগ্রেস কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করেছেন।

পর্যবেক্ষকরা জানান: বিহার নব কংগ্রেস এখনও তিনটি বড় গোষ্ঠীতে ভাগ। এর একটি নেতৃত্ব করছেন শ্রীজগজীবন রাম, দ্বিতীয়টি শ্রী এল এন মিশ্র এবং তৃতীয়টি শ্রীরামলক্ষ্মণ সিং যাদব।

পর্যবেক্ষকদের মতে, অ্যাড হক ও নির্বাচন কমিটিতে মিশ্র গোষ্ঠীরই প্রাধান্য এবং তাঁরাই রাজ্যে দলীয় সংগঠন নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন।

শরণার্থীদের মাতৃ বন্দনা

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

ছাড়া এ রাত্রে সবাই দুর্গোৎসব মণ্ডপে। সে ভিড়ে ছেলেরা অধিকাংশই খালি গা। মেয়েরা একবস্ত্রা, এক ছিন্ন শাড়ি দিয়েই সর্বাঙ্গের লজ্জানিবারণ। শিশুদের প্যান্ট গেঞ্জি, কচিৎ হাফ-শারট। দু'চার জোড়া হাওয়াই চপ্পল ছাড়া হাজার হাজার মানুষের পা এখানে পাদুকাহীন। তবু খুশির স্রোতে ভাসছে যেন। সত্যিই কি তাই? দূরশ্রুত সেই ভাটিয়ালি সুরের সানাই বাদক—ফরিদপুরের নারায়ণ বিশ্বাস কাছে এলেন। বললাম—কি গান বাজাচ্ছিলেন? —ভাটিয়ালি।

গানের কথাটা শোনান দেখি।

তিনি বলে গেলেন—'ওরে আমার জীবন তরীর নাইয়ারে/করে আমার আশার কূলে ভিড়াবে নাও বাইয়ারে।'

পুজার নাকি প্রাণের গান? নাও ভিড়িয়ে নিজের কূলে ফেরার গান গাইছেন মায়ের কাছে নারায়ণ বিশ্বাস।

কেন্দ্রের নিকট রাজ্য সরকারের পত্র

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

লগ্নী করতে পারছে না। বা কোন কোন ক্ষেত্রে 'ভরতুকি'র যে দাবি করা হয়েছিল তা'ও কার্যকর করা হবে না।

এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার কিছু এলাকা অনুন্নত বলে ঘোষণা করতে রাজী হয়েছিলেন।

রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন, "অনুন্নত" ঘোষণায় এই রাজ্যের সমস্যাগুলি সমাধানে সহায়ক হবে। অন্যথায় এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে অসুবিধা দেখা দেবে।

রাজ্য সরকার তাঁদের ওই চিঠিতে নানা তথ্যাদি নিয়ে দেখিয়েছেন, কিভাবে সারা ভারতের লোক এসে এই রাজ্যের সামাজিক অর্থনীতি পঙ্গু করে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে কাঁচামাল সরবরাহ এবং বন্ধ কারখানাগুলির খোলার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার আশা করেন, কেন্দ্র রাজ্যের এই প্রস্তাব মেনে নেবেন। এবং এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি ঘোষণা করা হবে।

বিল কেন্দ্র তৈরী করছে

'বন্ধ' কারখানাগুলি সরকার নিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বিলের খসড়া তৈরী করছেন। সম্ভবতঃ পুজার ছুটির পর এই খসড়া বিলের একটি নকল রাজ্য সরকারকে খুঁটিনাটি পরীক্ষার জন্য দেওয়া হবে।

অন্যান্য চিত্রগৃহে

সুরশ্রী ১২, ৩, ৬ — জয় বাংলা
শ্যামশ্রী হাওড়া ৬৭ ৩১৯৷ ২, ৫, ৮ — সীমাবদ্ধ
রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৩ ১॥, ৪॥, ৭॥ — দুটি মন
শ্যামলী ৬৭ ২৩৫৮ ২, ৫, ৮ — ধন্যি মেয়ে
জয়া ১৭-৩৯৩৬ বরানগর ১, ৩৸, ৬॥ — সীমাবদ্ধ
জেম প্রত্যহ বেলা ১১-১৫ মিঃ (ইস্টম্যান কলার) — ছোটি বহু
রূপম ফোন—৩৪-৪৩১৭ ১, ৪, ৭ — নটীমার সংসার (৩য় সপ্তাহ)
বিনোদিনী ১, ৪, ৭ — নিশিপদ্ম
পূর্বাশা ১॥, ৪৸, ৮ — নাদান
নবীনা প্রত্যহ ১২, ৩, ৬৷ — সীমাবদ্ধ
অতীন্দ্র ১, ৪, ৭ — ছোটি বহু
অশোকা — কাঠপুতলী
অলকা ফোন—৬৭-২০২৭ ১॥ ৪॥ ৭॥ — সীমাবদ্ধ
নারায়ণী ১, ৪, ৭ — কাঠপুতলী
পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৮১১ ২, ৪৸, ৭॥টা — খুঁজে বেড়াই

১৫শ রেকর্ড সপ্তাহ

স্টার থিয়েটার
(শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা)
স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩৯
দেবনারায়ণ গুপ্তের
শ্রীমা
আজ : [মহা অষ্টমী]
কাল : [মহানবমী], বৃহস্পতিবার ৩০শে, শনিবার ২রা অক্টোবর [গান্ধীজীর জন্মদিন] ও রবিবার ৩রা অক্টোবর প্রত্যহ বেলা ২॥ ও সন্ধ্যা ৬টায়

রঙমহল ফোন : ৫৫-১৬১৯
আজ (মহাঅষ্টমী) ২॥ ৬টায়
কাল (মহানবমী), বৃহঃ (একাদশী) ও শনি ২রা অক্টোঃ প্রত্যহ : ২॥ ও ৬টায়
রবি (লক্ষ্মীপূজা) মাত্র ২॥টায়
আশাপূর্ণা দেবীর **উত্তরণ**
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ॥ সর্বেন্দ্র ॥ হরিধন ॥ অজিত ॥ মৃণাল ॥ অমরনাথ ॥ কেষ্ট ॥ সন্তোষ ॥ ইন্দিরা ॥ আরতি ॥ রত্না জহর রায় ও সরযূ দেবী

আজ ও বুধবার/মুক্ত অঙ্গনে/সকাল ১০॥
'নটনীড়'-এর অনুপম রোমান্টিক কমেডি
"হে বন্ধু বিদায়"
॥ নাটক/নির্দেশনা:—বিনয় চক্রবর্তী ॥ (সি ১৮২৫/২)

আধুনিক কালের **সর্বাধুনিক** ছবি
সলিল দত্তের **খুঁজে বেড়াই** (A)
রূপবাণী - অরুণা - ভারতী
[পরিবর্তিত শো-টাইম ২॥, ৫৸, ৮॥]
পদ্মশ্রী • সুচিত্রা • মৃণালিনী
মায়াপুরী • পার্বতী • মায়া মীনা • ইন্দ্রধনু • মানসী (শ্রীরামপুরে) রূপালী (চুঁচুড়া) • কল্যাণী (নৈহাটী) বর্ধমান সিনেমা • রূপশ্রী (জলপাইগুড়ি)।

কাল সন্ধে ৭টায় মুক্ত-অঙ্গনে

শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!
৩৪-৫৫১৮
কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
আজ, কাল, বৃহ ও শনি ২॥টা ও ৬টা
সওদাগর
নায়িকা চরিত্রে : পদ্মশ্রী তৃপ্তি মিত্র
শ্রেঃ জ্ঞানেশ মুখার্জী, অপর্ণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল, অলকা গাঙ্গুলী, মমতা, তাপসী, আরতি দাস ও বিশিষ্ট চরিত্রে রবি ঘোষ। সুর : নচিকেতা ঘোষ। গান : গৌরীপ্রসন্ন কণ্ঠসঙ্গীত : হেমন্ত, সতীনাথ, শ্যামল

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
আজ ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
কাল ২॥টে ও ৬টায়
হে সময় উত্তাল সময়
[এ কালের পরিচ্ছেদ যদুবংশের কাহিনী]
বৃহস্পতিবার ২॥টে ও ৬টায়
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ রঙ্গনায় টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ॥

সপরিবারে উপভোগ্য
মহাষ্টমীর অন্যতম আকর্ষণ!

জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে একাডেমী অব ফাইন আর্টসে আজ বেলা ৩টায় পঞ্চরথী নিবেদিত পৃথিবীর সেরা যাদুকর
সুবীর সরকার
টিকিট— ১০, ৭, ৫, ৩·৫০, ২·৫০
হলে টিকিট ৯টা হইতে (সি ১১৭০/৪)

১লা অক্টোবর বৈকাল ৬টায় বিশ্বরূপায়
তরুণ অপেরা ৫৫-৭১২১
রচনা—শম্ভু বাগ
মহেঞ্জোদাড়ো
নাট্য পরিচালনায়—অমর ঘোষ
শ্রেঃ—শান্তিগোপাল, বর্ণালী।
হলে টিকিট — ৫৫-৩২৬২
'ইণ্ডিয়া রিফ্যাকটরিজে' আজ 'আমি সুভাষ' কাল 'মহেঞ্জোদড়ো'

আজ সন্ধ্যা ৭টায় মুক্ত অংগনে
বিভূতি মুখার্জীর **নিতাই গড়গড়ির বউ**
নির্দেশনা কুমার শোভন
সুদর্শনমের নাটক ॥ হলে টিকিট (সি ১৭০২)

সমাজ-দর্পণের এই নতুন আলেখ্য ছবিটির আনন্দকে সার্থক করবে।
জীতেন্দ্র • মুমতাজ • হেলেন অভিনীত

কাঠপুতলী
হিন্দ : মেনকা : ছায়া
শ্রীলক্ষ্মী (কাঁচরাপাড়া) রাজকৃষ্ণ (ইছাপুর) অন্নপূর্ণা (ব্যাণ্ডেল) অনুরাধা (দুর্গাপুর) গোধূলি (আসানসোল) জি, টি, টকীজ (জামসেদপুর) গেইটী (সম্বলপুর) জনতা (পুরী) অশোক (পাটনা)
॥ স্প্যান ফিল্মস্ পরিবেশিত ॥

মন মন্দির
জ্যোতি : প্রভাত : খান্না
২১, ৫॥, ৮৸ বঙ্গবাসী
দীপক • নারায়ণী • লক্ষ্মী • রূপশ্রী অশোকা • জ্যোতি (চন্দননগর) • আরতি (বর্ধমান) • চিত্রা (আসানসোল) • মীরা (বহরমপুর) • বিচিত্রা (মালদহ) • কোনারক (রাউরকেলা) • জনতা (পুরী)
জামশেদপুর টকীজ ও করীম (জামশেদপুর)

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম (তারামণ্ডল)
আজ : নূতন সূচী
(১) মহাকাশের ঘটনা ও রটনা (২) চিহ্নিত গ্রহ-নক্ষত্র (৩) '৭২ সালের গ্রহরাজি
ইংরেজি : বেলা ১০টা, বিকাল ৪টা ও রাত্রি ৮টা
বাংলা : বেলা ১১টা, ১-৩০টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা
হিন্দি : বেলা ১২-৩০টা, ২-৪৫টা ও বিকাল ৫-১৫টা

চলচ্চিত্রের নূতন দিগন্তের নিরিখে...
সারা আকাশ
প্রযোজনা • পরিচালনা বাসু চ্যাটার্জী
শুধুমাত্র দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী
লোটাস : মেনকা : গণেশ
(সঃ ১১॥) (১২॥টায়) (১২টায়)

মহাপূজার শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ!

ছোটী বহু
লাইটহাউস — অপেরা
নাজ — লিবার্টি

শুধু ছায়াছবি নয় প্রকৃতি জীবনের প্রতিচ্ছবি
জয় বাংলা
নিউ এম্পায়ার — সুরশ্রী
মিত্রা — প্রিয়া — পূরবী

ফেরিএন

ত্রিপুরায় পাক গোলায় ৭ জন শরণার্থী হত

আগরতলা, ২৬ সেপটেমবর—গত ২১ সেপটেমবর ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার পুরান রাজবাড়ি থানার উত্তর সাংমুরায় পাক সেনার গোলাতে ৭ জন শরণার্থী হত ও ৮ জন আহত হয়।

পাক সেনারা খোয়াই থানার ল্যাংগ্রাবাড়ি সীমান্তে আর সোনামুড়া মহকুমার কালামচোরা থানার বক্সনগরেও ওই দিন গোলাগুলি ছোঁড়ে। ওতে ছজন আহত হয়েছে।

—পি টি আই

নিখোঁজ ১৩ জন জেলেই ফিরে এসেছে

মাদরাজ, ২৬ সেপটেমবর—১৩ জন জেলে গত ২৩ সেপটেমবর থেকে গভীর সমুদ্রে হারিয়ে যাবার খবর বেরিয়েছিল, তাঁরা এখন নিরাপদে ফিরে এসেছে।

৯ জন জেলে গতকাল কাঠামারানসে ফিরে এসেছে। বাকী ৪ জন আজ সকালে।

—ইউ এন আই

বিবাহিত লোকমাত্রেই কেন নিরোধের দিকে ঝুঁকছেন?

কারণ তাঁরা বুঝেছেন যে সবদিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরের সন্তানটির জন্ম ঠেকিয়ে রাখা কতো সোজা। এটা সম্ভব হয়েছে নিরোধের জন্যেই। সবচেয়ে বড় কথা, এই নিরাপদ রবারের জন্মনিরোধক ব্যবহারের জন্যে তাঁদের ডাক্তারের কাছে বা ক্লিনিকে ছুটতে হয় না। সারা দুনিয়ায় পরিবার পরিকল্পনার জন্যে এই পদ্ধতিই পুরুষানুক্রমে সবাই অনুসরণ করে আসছেন। এর সাহায্যে আপনারও পারিবারিক জীবন আরও কতো সুখের হয়ে উঠবে। এ সম্পর্কে ভালো ক'রে ভেবে দেখুন। আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত নিরোধ ব্যবহার করুন। সরকারী অর্থ সাহায্যে 15 পয়সায় 3টি নিরোধ সর্বত্র পাওয়া যায়।

davp 71/122

পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ

বিরাট খেলা (প্রথম পুরস্কার : ২১,০০,০০০ টাকা)
প্রাত্যহিক খেলার (রবিবারের বিশেষ) ফলাফল : ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
(২৩ সেপ্টেম্বর '৭১ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য)
রবিবারের বিশেষ প্রথম পুরস্কার ২০,০০০, টাকা অথবা কার টিকিট নং F-822748
দ্বিতীয় পুরস্কার ৩,০০০, টাকা অথবা স্কুটার টিকিট নং C-860967
চল্লিশটি পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০, টাকা

E-171562	F-322272	C-278033	E-286768	C-803293
C-200169	D-743522	D-619453	F-866438	C-483728
A-566859	B-321581	B-804936	D-077868	A-499995
A-167427	D-601973	F-460554	E-405819	B-162564
A-452709	C-505440	H-008409	C-209344	D-200265
G-301480	F-710180	E-701565	F-800744	A-106303
B-615543	C-217970	B-918540	D-205821	A-500804
E-173308	H-304451	B-100154	F-760066	F-330681

বিঃ দ্রঃ—নম্বর ভুল মুদ্রণের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।
ডিরেক্টর পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ চণ্ডীগড়।

পূর্ব রেলওয়ে

নীলাম বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

ওয়াগন বোঝাই অবস্থায় নিম্নোক্ত চালানগুলি হাওড়া কোল ইয়ার্ডে ৪নং লাইনের ৯নং প্লটে খালাস ও জমা করার সময় হইতে বেওয়ারিশ ও ডেলিভারী না-লওয়া অবস্থায় এই রেলওয়ে প্রশাসনের হেফাজতে পড়িয়া আছে এবং ঐগুলি ৮৩ ১০-৭১ তারিখ বেলা ১টায় হাওড়া কোল ইয়ার্ডের ৯নং প্লটে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা হইবে।

(১) ইনভঃ নং ৭২ তাং ৬-৭-৭১ পাথরডিহি হইতে শিবপুরচর বুক-করা এবং ৯-৯-৭১ তারিখে ওয়াগন নং এস আর ২৬৬৫৯ হইতে হাওড়া কোল ইয়ার্ডে ৪নং লাইনের ৯নং প্লটে খালাস করা ও জমা করা এক ওয়াগন হার্ড কোক।

(২) ইনভঃ নং ৭৩ তাং ৬-৭-৭১ পাথরডিহি হইতে শিবপুরচর বুক-করা এবং ৯-৯-৭১ তারিখে ওয়াগন নং এন আর ৫৫৪৩২ হইতে হাওড়া কোল ইয়ার্ডে ৪নং লাইনের ৯নং প্লটে খালাস করা ও জমা করা এক ওয়াগন হার্ড কোক।

(৩) সিন্দ্রি অ্যাসিস্টেড সাইডিং—প্রধানখন্তা হইতে শিবপুরচর বুক-করা (লেবেল অনুযায়ী) এবং ৯-৯-৭১ তারিখে ওয়াগন নং এস ই ৪১৪৩২ হইতে হাওড়া কোল ইয়ার্ডে ৪নং লাইনের ৯নং প্লটে খালাস করা ও জমা করা এক ওয়াগন হার্ড কোক।

বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপিত চালান যদি মালপ্রাপক কর্তৃক রেলওয়ের প্রাপ্যাদি আদায় দিয়া ইতিমধ্যে ডেলিভারি লওয়া হয়, সেক্ষেত্রে বিক্রয় হইতে চালান প্রত্যাহার করার অধিকার প্রশাসন কর্তৃক সংরক্ষিত। বিক্রয়ের পূর্বদিন বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে চালান দেখা যাইবে।

হাতুড়ি পড়ার পর ক্রেতা যদি বায়নার টাকা আদায় দিতে অপারগ হন তাহা হইলে ডাক বাতিল হইয়া যাইবে এবং লটগুলি পুনরায় বিক্রয় করা হইবে অথবা অন্যভাবে বিলিব্যবস্থা করা হইবে। ঐরূপ ডাকদাতার বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করার অধিকার প্রশাসন কর্তৃক সংরক্ষিত। চালান রেলওয়ে প্রেমিসেসে বিক্রয় করা হইবে এবং ক্রেতাকে চালান পরিবহণের নিজস্ব ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে চালানগুলির বিলিব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত পরের দিনও বিক্রয় চলিতে পারে।

ডিভিসনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, হাওড়া

ফারপো-এর মহারাজা

আবার প্রথম। স্পেশাল পূজা ডিস। শহরে আর কোনো রেস্তরাঁয় এমন খাবার পাবেন না।

চিকেন বাগদাতি	:	৬·০০ টাঃ
দই ইলিশ	:	৫·০০ টাঃ
ঘি ভাত	:	৩·০০ টাঃ
মটন মুর্কাত	:	৪·৫০ টাঃ
ফিশ বারুদা	:	৫·০০ টাঃ

ফোন : ২৩-৬০৩২

পেটের গোলমালে? বায়ু? অম্লশূল? বুকজ্বালা? অজীর্ণ?

দুটি রেনী ট্যাবলেটেই আপনার পেটের পীড়ার উপশম হবে।

গবেষণায় প্রমাণিত হোয়েছে অনেক দ্রুত কাজ করে

রেনীর সঙ্গ অন্যান্য জনপ্রিয় অম্লনাশকের গতি ও নিশ্চয়তা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এক নূতন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হোয়েছিল।

কিছু লোককে ক্যাপসুলের আকারে ট্রান্সমিটার গিলিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয়। এই ট্রান্সমিটার গুলোর কাজ পাকস্থলীর অম্বলের মাত্রার সম্পর্কে জানান। পরে সকলকে পৃথক পৃথক ৪টি অম্লনাশকও খেতে দেওয়া হয়; রেনীও তার একটি।

এসবের প্রত্যেকটি অম্লের প্রভাব নষ্ট করতে কত সময় নেয় মাপা হয়েছিল। দেখা গেলো রেনীই সকলের সেরা —অল্প সময়ে অম্লনাশ করে। যেখানে অন্য অম্লনাশকের লাগলো ৪॥· মিনিট, রেনীর মাত্র ২॥· মিনিট। এই হিসাবে রেনী প্রায় দ্বিগুন দ্রুত কার্য্যকরী।

রেনী কেনো পেটের গোলমালে ব্যবহার হয় জানেন—যে ছয়টি গুণ অম্লনাশকের থাকা প্রয়োজন তার সবগুলিই রেনীতে আছে

১। রেনী কয়েক মিনিটের মধ্যেই দ্রুত ও অব্যর্থ আরাম দেয়
২। রেনী বায়ু জন্মান বন্ধ করে
৩। রেনী অম্লের সঠিক সমতা রক্ষা করে
৪। রেনী স্বাভাবিক পরিপাক পদ্ধতিকে বাধা দেয় না
৫। রেনী পাকস্থলীর আস্তরণে আরামপ্রদ প্রলেপ দান করে
৬। বারে বারে রেনী খেলেও পেটের অসুখ কিংবা কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেবে না

দুটি রেনী চিবিয়ে খেলেই আরাম পাবেন।

নাদান

সৌন্দর্য আর দেহসৌষ্ঠব চর্চায় একমাত্র কেন্দ্র মাদ্‌মোয়াজেল্‌

আরও সুন্দরী হ'য়ে উঠুন.... ২ রাসেল স্ট্রীট (২৪-৮৪৭৭)

মাদ্‌মোয়াজেল্‌ আপনার সৌন্দর্যের আর শরীরের যত্ন নেবে। আধুনিক উপায়ে নিজেকে আরও তন্বী... আরও উজ্জ্বল... আরও অপরূপ ক'রে তুলুন! মুখের দাগ তুলে, 'ইলেকট্রোলিসিস্‌'-পদ্ধতিতে অবাঞ্ছিত চুল নির্মূল ক'রে, আরও সুন্দর হয়ে উঠুন! আপনার মুখ, চুল, ত্বক্‌ আর দেহের পরিচর্যার জন্যঃ

Mademoiselle

গোয়েন্দা রিপ/জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

জয়ন্ত ইলেকট্রিক্‌ ল্যাম্প ওয়ার্কস্‌·ইণ্ডিয়া·

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র-গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করা উচিত

—শ্রীজ্যোতি বসু

জলন্ধর, ২৬ সেপ্টেম্বর—মারকসবাদী পরিচালিত সর্বভারতীয় কিষাণ সভা আজ কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে বাংলাদেশ স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছে।

এখান থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে কিষাণ সভার ২১তম বার্ষিক অধিবেশনে এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, এ সম্পর্কে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রকার ইতস্তত ভাব মুছে ফেলা উচিত।

সাংবাদিকদের কাছে সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সকল প্রকার, এমন কি অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করা উচিত। তিনি বলেন, মুক্তি বাহিনী এখন পাক হানাদার প্রতিরোধে সক্ষম।

পূর্ব রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া হাসপাতালে ডাক্তারদের প্রতিবাদ দিবস

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের কাঁচরাপাড়া শাখার জেনারেল সেক্রেটারি ডাঃ বিষ্ণুপদ সুর জানাচ্ছেন, আই এম এ-র আহ্বানে গত ১ সেপটেম্বর পূর্ব রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া হাসপাতালের ডাক্তারবৃন্দ কর্তৃক প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ঐ দিন ডাক্তারেরা প্রতিবাদ ব্যাজ ধারণ করেন। সভার মাধ্যমে আই এম এ-র মূল প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ঐ প্রস্তাবের খসড়া প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হয়। ঐদিনকার অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডাক্তারবৃন্দ কর্তৃক ১ ঘণ্টা কর্মবিরতি।

শিশুদের মুক্তবায়ু ভ্রমণ শিবির:— উত্তর শহরতলী জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের উদ্যোগে ১ অকটোবর থেকে ১০ অকটোবর অবধি ঘাটশিলায় জগদীশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় ও টাটানগরে একাদশ বার্ষিক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ৯৫ জন শিশু ও ৩০ জন পরিচালক ১ অকটোবর হাওড়া স্টেশন থেকে ৩০ আপ হাওড়া-বোম্বে এক্সপ্রেসে ঘাটশিলা যাত্রা করবেন। এই উপলক্ষে সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ঘাটশিলায় ৭ অকটোবর শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিহার ও বাঙলার শিশুরা অংশ নেবে। টাটানগর থেকে ১০ অকটোবর ২৯ ডাউন বম্বে এক্সপ্রেসে বিকালে শিশুরা হাওড়ায় ফিরবে।

শরণার্থীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার সকালের দিকে কলিকাতা সাধারণ রিলিফ কমিটির কর্মীরা লবণ হ্রদের ১নং সেকটারের পাইপের বাসিন্দা বাংলাদেশের শরণার্থীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন। কর্মীরা যখন একটা পাইপ থেকে আর একটা পাইপে গিয়ে ছেলেমেয়েদের শার্ট, ফ্রক, প্যাণ্ট ইজের এবং বয়স্কদের মধ্যে শাড়ি-ধুতি প্রভৃতি বিতরণ করছিলেন, তখন দূর থেকে পূজার ঢাকের আওয়াজ কানে আসছিল। নতুন জামাকাপড় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেমেয়েরা হাসিমুখে তা পরে ফেলে আনন্দে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। এর পর কমিটির কর্মীরা বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী হলে এক সভায় সমবেত হন। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅজিত মজুমদার ও শ্রীজগবন্ধু প্রামাণিক তাঁদের রিপোরটে কমিটির বিবিধ জনহিতকর কাজের বিবরণ দেন। বস্ত্র বিতরণে সাহায্য করার জন্য নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের কৃতজ্ঞতা জানান হয়। কর্মীদের মধ্যে শ্রীশিশিরকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীঅসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। স্থানীয় দুর্গতদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

জাহাজ পৌঁছানোর বিজ্ঞপ্তি

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে এম-ভি "আন্দামানস"-এর পোর্টব্লেয়ার হইতে কলিকাতায় পৌঁছিবার কথা, এবং সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ২২নং খিদিরপুর ডকে ভিড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। জাহাজ ভিড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রিগণ অবতরণ করিবেন।

পোর্টব্লেয়ারের টিকিট আন্দামানস কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী ২৮-৯-৭১ তারিখ হইতে ২৯-৯-৭১ তারিখ পর্যন্ত বেলা ১০টা হইতে ২টার মধ্যে এবং ১-১০-৭১ তারিখে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত ইস্যু করা হইবে। উক্ত সময়ে টিকিট করা না হইলে রিজার্ভেশন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

মাল প্রাপকদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন মাল গ্রহণের জন্য যথাসময়ে তাঁহাদের লাইটার লাগান।

দি শিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ, ১১, আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা সরকারের এজেন্ট হিসাবে কর্মরত

উৎকর্ষে এক্সাইড অদ্বিতীয়

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় প্রধান এজেন্ট
দি হাওড়া মোটর কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • কটক • ধানবাদ • পাটনা • শিলিগুড়ি

AC-1(HM) BEM

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি সব ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে॥
সঞ্চয়ের পন্থা ইহা জানিবে সকলে।
অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে॥
॥ ব্রতকথা ॥

টাকা জমানোর পথও একটাই—একমুঠো চালের মত, নিয়মিত যত টাকা সম্ভব ইউবিআইতে রাখা। ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয় সংসারে চিরকাল লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখবে। ইউবিআইতে টাকাটা নিরাপদ থাকবে, সুদে বাড়বে আর তোলাও বেশ সুবিধেজনক।

ইউবিআই আপনার শুভার্থী প্রতিবেশী।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBF-2-71.8

২৫তম খেলা
জে অ্যাণ্ড কে স্টেট লটারিজ

২৬-৯-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত
৬ষ্ঠ বিকল্প খেলা

১ম পুরস্কার	১৫,০০০, টাকা	A-402937
২য় পুরস্কার	২,০০০, টাকা	C-669987
৩য় পুরস্কার	১,০০০, টাকা	B-363708

৫টি সান্ত্বনা পুরস্কার প্রত্যেকটি ১০০, টাকা

C-654691 C-430191 C-626521
A-453703 B-570940

চূড়ান্ত খেলার তারিখ : ১২-১০-৭১
১ম পুরস্কার ৩,০০,০০০, টাকা

দ্রষ্টব্য : নম্বরের কোনরূপ মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দায়ী নই।

জে এন কাশোয়াল,
ডিরেক্টর,
জে অ্যাণ্ড কে স্টেট লটারিজ
শ্রীনগর

ADARTS/J AND K/98/71.

ফ্যাশনের গরম খবর এনেছে গোয়ালিয়র স্যুটিং...আধুনিক নাগরিকদের জন্য বিশেষ মিশ্রণে সৃষ্টি 'টেরিন' স্যুটিং:

THE HEADLINERS

স্টপ প্রেস : পুরুষের ফ্যাশন জগতে সম্পূর্ণ নতুন জাতের, নতুন ধাঁচের এক অভূতপূর্ব স্যুটিং-এর অভ্যুদয়। শহরের পর শহরে এই স্যুটিং-এর বিজয় অভিযান। ফ্যাশনজগতে নতুন পথের দিশারী এই স্যুটিং। 'দি হেডলাইনার্স' প'রে আপনিও হ'তে পারেন বছরের সেরা মানুষ—সৃষ্টি করতে পারেন নতুন ফ্যাশন-সংবাদ। 'টেরিন'-মিশ্রিত কাপড়টি অতুলনীয়—কুঁচকে যায় না, ইস্ত্রি করবার দরকার হয় না, কোন ঝামেলাই নেই। পরে আরাম, দেখায় চমৎকার। নাগরিক জীবনের উপযোগী মিহি ডোরা বা হাল্কা চেক। নরম বা চড়া রং। পরে বেরোন...লোকে শুধু আপনার কথাই বলাবলি করবে। করতে দিন!

GWALIOR SUITING

কলিকাতায় একমাত্র পরিবেশক :
মেসার্স গোপীরাম মহাবীরপ্রসাদ,
২০১-এ, এম. জি. রোড (নতুন সদাসুখ কাটরা), কলিকাতা-৭
কলিকাতায় মিল অনুমোদিত খুচরা দোকান :
হ্যাইজন, গ্লোব সিনেমা ভবন, ৭-বি, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

AIYARS-GS. 31 BN

বিরাট সুযোগ!
বড় একটি প্লাস্টিকের পাত্র মাত্র ৫০ পয়সায়

পাবেন, এক প্যাকেট
হীমা
গোলাপজাম মিশ্রণ
কিনলেই

আজই, স্বাদে-ভরা এক প্যাকেট হীমা গোলাপ জাম মিশ্রণ কিনুন আর সঙ্গে নিয়ে আসুন রান্নাঘরের জন্যে—ভাঙে না এরকম একটি সুন্দর পাত্র—মাত্র ৫০ পয়সায়!

আপনার ঘর উজ্জ্বল করুক আনন্দে ভরুক—হীমা

লিনটাস HMG. 28-145 BG

BANARASI
MYSORE
GADWAL
CALIKNIT
PATTOLA
COIMBATORE
LACELEEN
ZARI WORK
NYLELEX
LUNGI SET

Jamuna Bros.
A-18 New Market, Calcutta.
SHOP OPEN SATURDAYS & SUNDAYS
Phone: 24-3568
(২১০ এ)

পড়ুন
সব সেরা সাপ্তাহিক
দেশ

ঠিক দুপুরে / কাজল ঘোষ

একটু হলেই মায়ের হাতে
পড়ত ধরা টুনটুনি
লাল টুকটুক জামা গায়ে
হাতে নিয়ে ঝুনঝুনি।
টুনটুনিটা ঠিক দুপুরে
কুলের আচার চুরি করে
যেই দিয়েছে গালে—
ওমনি তখন হ্যাঁচো হাঁচি
চাটতে গিয়ে আচার তখন
ধুলোয় গড়াগড়ি।
সেই থেকে সে পণ করেছে
করবে নাকো চুরি।

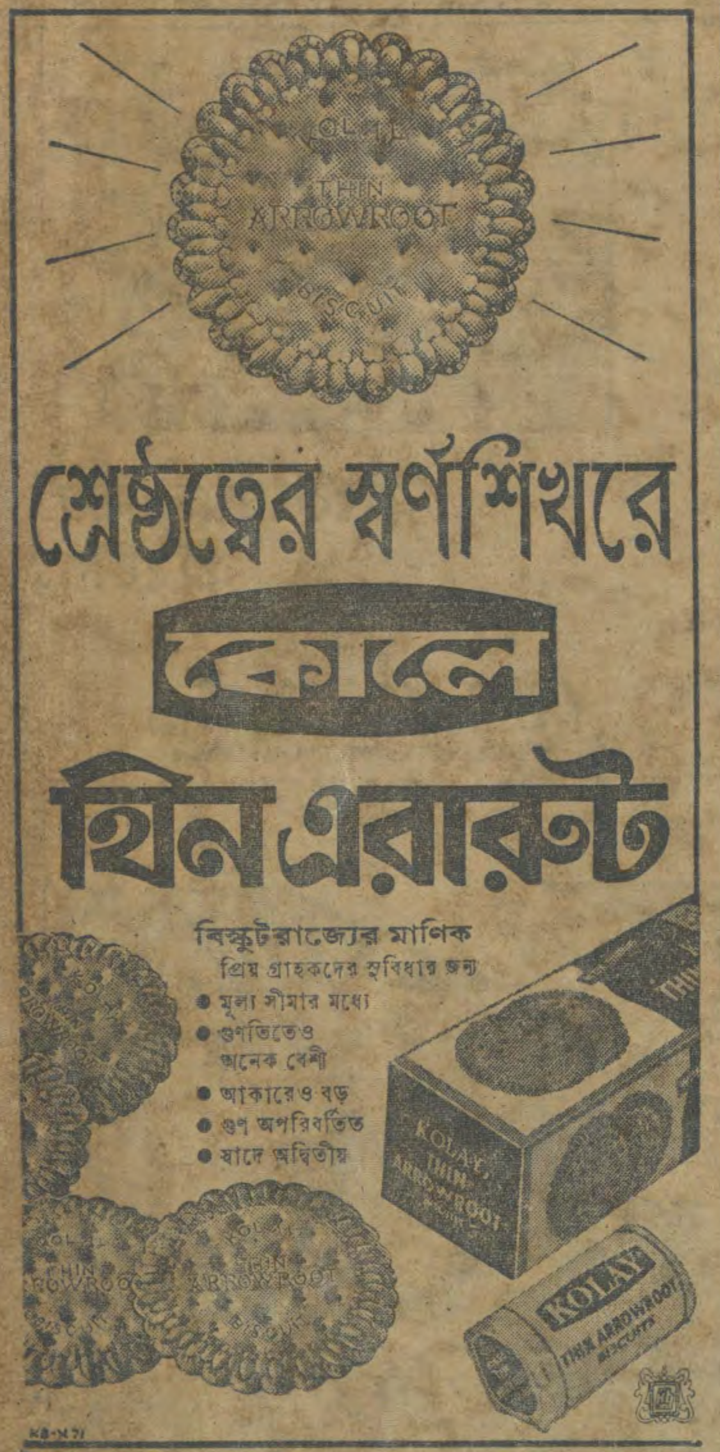

শ্রীচণ্ডীর কথা

মন্মথনাথ সান্যাল

গীতা তোমরা কেউ পড়েছে কিনা জানি না। তবে গীতার নাম বোধ হয় সকলেই শুনেছ। কারণ গীতা এখনও হিন্দুর ঘরে ঘরে পড়া হয়। কথাবার্তার সময়ও অনেকে গীতার কথা তোলেন। তা ছাড়া সারা পৃথিবীতেই তো গীতার আদর।

গীতার মত চণ্ডীও বিশ্বাসী হিন্দুরা রোজই পাঠ করেন। দুর্গাপূজো, শ্যামাপূজো ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে তো বটেই।

গীতার মত চণ্ডীও হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ। এর রচনা যেমন মধুর, তেমনই কাব্যময়। বড় হয়ে এ বই তোমরা নিশ্চয়ই পড়বে। তখন এর মধ্যে যে গভীর ভাব আছে তা বুঝতে পারবে। এখন শুধু চণ্ডীর গল্পই শুনে রাখ। তাও খুব সংক্ষেপে।

অনেক-অনেক আগে পৃথিবীতে সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর শত্রুরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত করলো। তাঁর কর্মচারীরা শত্রুপক্ষে যোগ দিল। রাজা শিকারে যাওয়ার ছল করে মেধস নামে মহাজ্ঞানী এক মুনির আশ্রমে চলে গেলেন। সেখানে একদিন একটি লোককে দেখতে পেলেন। তাঁর চোখেমুখে শোকের চিহ্ন। রাজা তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলেন যে, তিনি জাতিতে বৈশ্য, নাম সমাধি, তাঁর স্ত্রী-পুত্রাদি তাঁর সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারা ভাল আছে কিনা তা না জানতে পেরে তাঁর মন খুব খারাপ লাগছে। রাজা ভাবলেন, তাঁরও তো একই ব্যাপার। তাঁরও তো রাজ্য এবং অবিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কেন এমন হয়। এই প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য তাঁরা মেধস মুনির কাছে গেলেন। মুনি বললেন, এসব মহামায়ার খেলা। জ্ঞানীদের মনও তিনি মোহগ্রস্ত করে রাখেন। আবার তিনি প্রসন্ন হলে সব মোহই ঘুচে যায়। রাজা ও বৈশ্য দুজনে জানতে চাইলেন, মহামায়া কে, কী তাঁর কাজ, কখনই বা তিনি দেখা দেন।

উত্তরে মুনি তিনটি কাহিনী বললেন—

প্রলয়ের পরে তখনও জগৎ-সৃষ্টি হয় নাই। চারদিকে শুধু জল, জল আর জল। বিষ্ণু অনন্তশয্যায় নিদ্রামগ্ন। বিষ্ণুর কানের ময়লা থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুটি দুর্দান্ত অসুরের জন্ম হল। জন্মেই তারা বিষ্ণুর নাভি-পদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে মারতে গেল। ব্রহ্মা ভীত হয়ে দেখলেন বিষ্ণু ঘুমোচ্ছেন। তখন তিনি বিষ্ণুর নিদ্রা দূর করার জন্য মনেপ্রাণে মহামায়াকে ডাকতে লাগলেন। মহামায়া বিষ্ণুর ঘুম ভাঙিয়ে দিলে সেই অসুর দুটির সঙ্গে পাঁচ হাজার বছর ধরে বিষ্ণুর ভীষণ বাহুযুদ্ধ হল। শক্তির গর্বে ও মহামায়ার প্রভাবে অসুর দুটির বুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল। তারা বিষ্ণুকে তাদের কাছে বর চাইতে বললে। বিষ্ণু বললেন, আমার হাতে তোমাদের মৃত্যু হোক। নিজেদের কথায় নিজেরাই আটকে গিয়ে তারা মাথা এগিয়ে দিল। বিষ্ণু চক্র দিয়ে তাদের মাথা কেটে ফেললেন।

দ্বিতীয় কাহিনীর নায়ক মহিষাসুর। সে অত্যন্ত বলশালী। যুদ্ধ করে সে স্বর্গরাজ্য দখল করে নিয়ে দেবতাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল। দেবতাদের দুঃখের অন্ত নাই। একদিন তাঁরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের কাছে তাঁদের কথা বলছিলেন। শুনে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের খুব রাগ হল। বলতে গিয়ে রাগ হল দেবতাদেরও। এতে যে তেজ বের হল তা এক তেজোময়ী নারীমূর্তিতে পরিণত হল। দেবতারা তাঁকে বসন-ভূষণে অলঙ্কৃতা, অস্ত্রশস্ত্র-বাহনে সুসজ্জিতা করলেন। সসৈন্য মহিষাসুরের সঙ্গে এই দেবীর ভীষণ যুদ্ধ হল। কখনও মহিষরূপে কখনও বা অসুররূপে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে মায়াবী মহিষাসুর দেবীর হাতে প্রাণ দিলেন। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধরতা মা দুর্গাকেই আজ তোমরা পুজো করছো।

শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে মহাপরাক্রান্ত দুজন দৈত্যকে বধ করার জন্য দেবীর আবার আবির্ভাব হয়েছিল। এবারও দৈত্যভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারা বিতাড়িত, বিপন্ন দেবতাদের আহ্বানে বিচলিতা হয়েই তিনি মূর্তি গ্রহণ করেছিলেন। এবারেও বিরাট চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ প্রভৃতি মহাবীর সেনাপতিদের সহ শুম্ভ-নিশুম্ভকে নিহত করে তিনি দেবতাদের নিঃশঙ্ক করলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন, যখনই অশুভ দানবীয় শক্তির অত্যাচার বাড়বে তখনই আমি এসে তা দমন করবো।

মুনির উপদেশ শুনে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য নদীতীরে দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর পুজো করলেন। সন্তুষ্টা দেবীর দর্শন ও বরলাভ করে রাজা তাঁর কাম্য রাজ্য লাভ ও বৈশ্য তাঁর অভীষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেন।

চণ্ডী বইখানা এইভাবে মহিমার কথাতেই ভরা।

সমুদ্রের সম্পদ

এই যে সমুদ্রভরা জল, এক মাইল লম্বা, এক মাইল চওড়া আর এক মাইল গভীর—তিরিশ কোটি পুকুরের সমান, এর এক পুকুর-পরিমাণ জল যদি উবিয়ে দিতে পারো, তাতে দ্রবীভূত অবস্থায় যা কিছু ছিল সব তোমার হবে। তার মধ্যে পাবে প্রায় ২৫ টন সোনা, লক্ষ লক্ষ টন ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম ও পটাশিয়াম যৌগিক, অন্তত ১২ কোটি টন লবণ, এবং বহু টন ইউরেনিয়াম, রূপো, তামা, লোহা এবং পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় মৌলিক পদার্থ। বড়োলোক হবার সহজ উপায়। সমুদ্রের জল কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, যার ইচ্ছে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে সহজ নয়। ইচ্ছে করলেই তুমি আগুন জেলে এক ঘন-মাইল জল বাষ্প করে উড়িয়ে দিতে পারো না—অতখানি জলীয় বাষ্পে ভারতবর্ষের দু-পাঁচটা বর্ষাঋতু হয়ে যাবে। তার জন্যে চাই বিপুল উদ্যম আর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি: যে কারণে পৃথিবীর সমৃদ্ধতম দেশগুলিও এই পরীক্ষায় হাত দিতে পারে না। কেবল বৈজ্ঞানিকেরা তথ্য হিসেবে এটা জানেন মাত্র।

সমীর সেনগুপ্ত

হাতে খড়ি

রঞ্জন কর্মকার (বয়স ৫)
নিউ বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-৩৯

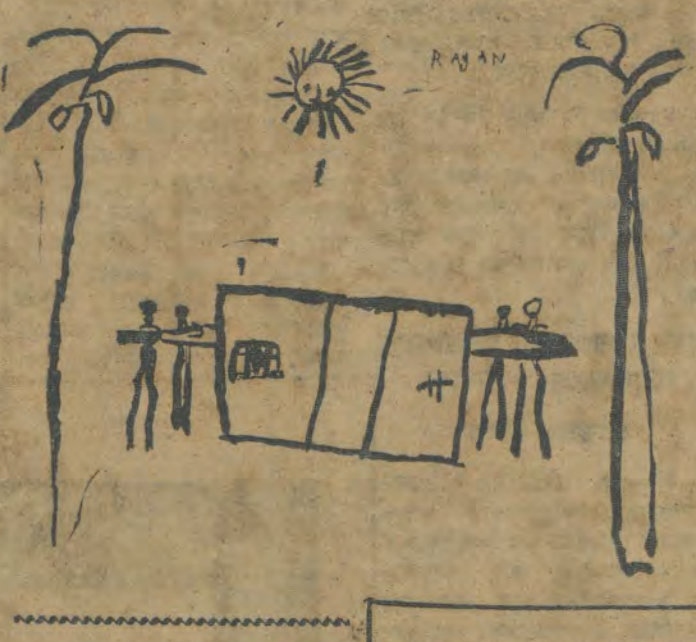

গবিতা না কবিতা

শৈলশেখর মিত্র

মানে নেই দেখে যার
নাম দিলে—গবিতা
দুনিয়ার ইস্কুলে
সে আমার কবিতা
শুনে, তাই মানে যদি
চাও কিছু খুঁজতে—
আমি তবু ছন্দতে
ছেঁড়া মিল গুঁজতে
মেঘেদের চুল ছাঁটা
আসমানী সেলুনে
ঘুরে এসে ভাবনার
গ্যাস ভরা বেলুনে—
মানে কিছু খুঁজবো না
নীল রঙা পদের।
তবু যদি বই কিনে
তুমি হেন খদ্দের
ছাইপাঁশ বিশেষণে
বলো এটা—গবিতা।
আমি তবু চেঁচাবোই
এ আমার কবিতা।

আনন্দমেলা

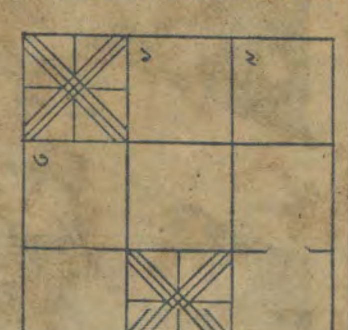

মাথা খাটাও

উপর-নীচ
১। মাপতে লাগে শূন্যি
দাবায় চলে কোনাকুনি।
২। উলটো সোজা একই পাই
লাগলে ব্যথা খুবসে লাগাই
৩। ভোরবেলা ডাকে সে
ঘুম ভাঙে নিমেষে।

পাশাপাশি
১। ভাঙলে গুঁড়ো
খাচ্ছে ছেলে বুড়ো।
২। হোক না কালো
চোখে লাগাও, দেখবে ভালো।

অমিতাভ চক্রবর্তী

গতবারের জবাব:
দেবী দে এবং মুবল বসু

মরুভূমির নলকূপ

উটকে যে আমরা মরুভূমির জাহাজ বলি, এখবর তোমাদের সবার জানা। সত্যিই তাই। ওরা না থাকলে মরুযাত্রীদের কত অসুবিধেই না হতো! কিন্তু মরুভূমির নলকূপ বললে তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাববে, তা কেমন করে হয়! কারণ, মরুভূমিতে যে নলকূপ নেই তা-ও তোমরা সবাই জানো। কিন্তু মরুভূমির নলকূপ বলতে আমি যেটিকে বোঝাতে চেয়েছি, তার প্রয়োজনীয়তার কথা শুনলে বুঝবে যে, নামটি আদৌ বেমানান নয়।

ক্যাকটাস বা ফণিমনসা গাছের নাম তোমরা কে না শুনেছ? এদের নাম শুনলেই তো আগেভাগে মনে পড়ে ওদের কাঁটাগুলোর কথা। আর, সঙ্গে সঙ্গে গায়েও যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে। আবার মরু অঞ্চলে যে সব ক্যাকটাস জন্মায় সেগুলোর কাঁটা আরও বেশী। কাঁটা-সার বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। উদ্ভিদ জগতের শজারুও বলতে পারো এদের। কিন্তু এই কাঁটাভরা ক্যাকটাস মরুযাত্রীদের পরম বন্ধুর মত বিপদে সাহায্য করে। ধু-ধু মরুপথে চলতে চলতে তাদের যখন জলের জন্যে প্রাণ আই-ঢাই করে, তখন এই ক্যাকটাসই তাদের বাঁচায়। ওরা তখন ক্যাকটাসের কয়েকটি টুকরো সংগ্রহ করে পুরে দেয় মুখে। চিবোলেই জলে ভরে যায় মুখ। সেই জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে মরুযাত্রীরা চলচ্ছক্তি ফিরে পায়।

ক্যাকটাসের খণ্ড থেকে ওরা আর এক উপায়ে জল সংগ্রহ করে থাকে। ওরা দু-টুকরো পাথরের ওপরে ক্যাকটাসের টুকরোটি রাখে। টুকরোটির মাঝখানে রাখে একটা ফুটো। ফুটোর ঠিক নীচে রেখে দেয় জল পাত্র। তারপর আগুন জেলে টুকরোটার দু-পাশে তাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঝের ফুটো দিয়ে জল বার হয়ে পাত্রটি ভর্তি হয়ে যায়।

নলকূপ যেমন মাটির স্তরে সঞ্চিত জল তুলে এনে আমাদের তৃষ্ণা মেটায়, এই ক্যাকটাসগুলিও তেমনি তাদের দেহের স্তরে জমিয়ে রাখা জল সরবরাহ করে মরুযাত্রীদের প্রাণ বাঁচায়।

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

পূজায় চাই নূতন শাড়ী...তাই
জানাই আমন্ত্রণ
শাড়ীর মেলা
নিউ বেনারসী হাউস
কলেজ স্ট্রীট জং (পূবে) কলিকাতা-১ ফোন: ৩৪-৮৮৮৩

হোমিওপ্যাথি
পঁচিশ বৎসরের উপর জাতির সেবায় নিয়োজিত "ন্যাশনালের" বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধের জন্য আপনার স্থানীয় স্টকিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং মূল্য তালিকার জন্য লিখুন:—
ন্যাশনাল হোমিও লেবরেটরী
হোমিও ফার্মাসিস্ট এণ্ড পাবলিশার্স
কলিকাতা—১৪
(৪২৫ এ)

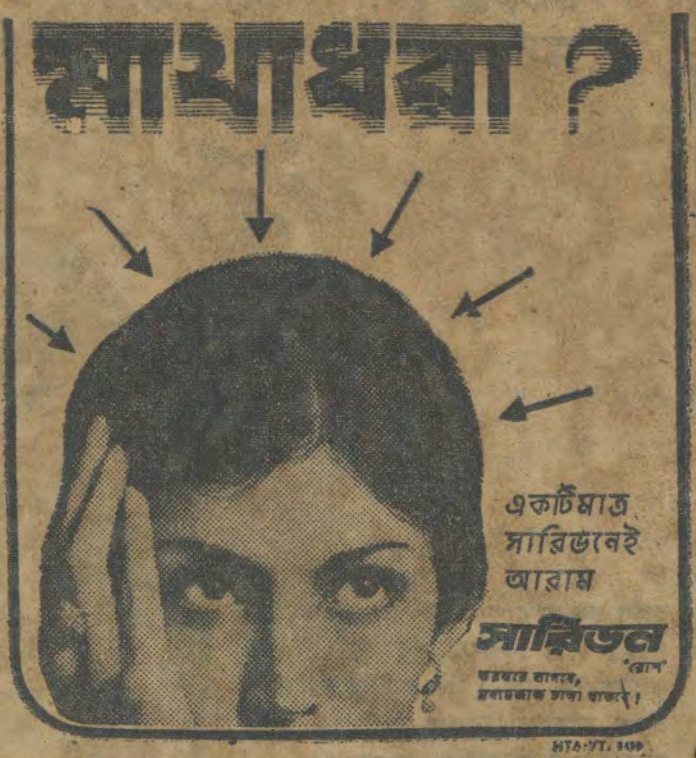

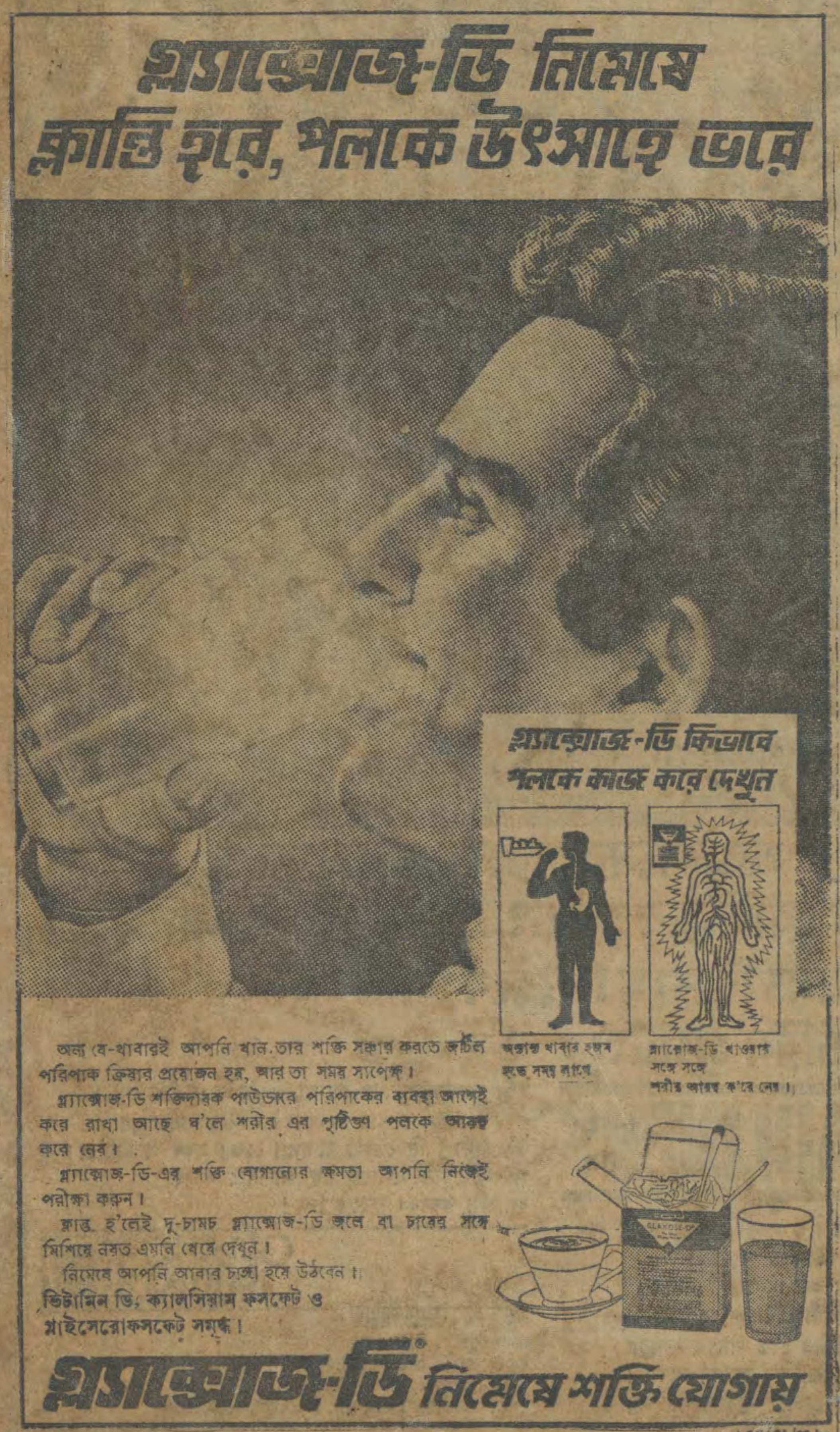

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার